ওয়েস্টার্ন কাহিনী

বুনো পশ্চিমের গল্প

রকিব হাসান

বাংলাবুক.অর্গ

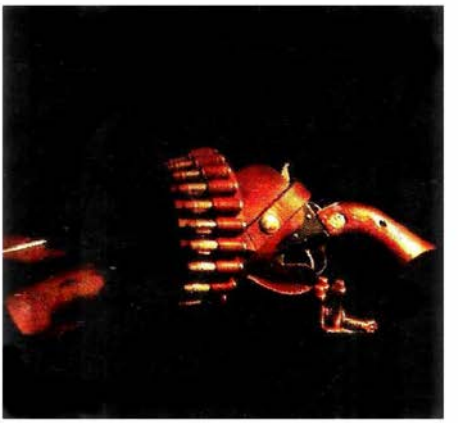

ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করেছে শ্বেতাঙ্গরা। বেইমানি সইতে পারে না ইণ্ডিয়ানরা, সিদ্ধান্ত নিল শ্বেতাঙ্গদের তাড়াবে। একজন বিদেশীকেও থাকতে দেবে না। রক্তে লাল হতে শুরু করল মরুভূমির বালি। পাহাড়ঘেরা ছোট্ট এক র‍্যাঞ্চে আটকা পড়েছে সুন্দরী এক মহিলা আর তার শিশু সন্তান। তাদের ওপরও নজর পড়েছে ইণ্ডিয়ানদের, খুন হয়ে যেতে পারে যে কোনো মুহূর্তে। বাঁচাতে পারে একমাত্র নিক কার্টার। কিন্তু কোথায় সে?

www.BanglaBook.org

প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ

রকিব হাসান-এর জন্ম কুমিল্লা, ১৯৫০ সালে। স্বনামে-বেনামে তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৪০০টি। তাঁর লেখা প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে, ছদ্মনামে। স্বনামে প্রথম প্রকাশিত বইটি ছিল অনুবাদগ্রন্থ, ব্রাম স্টোকারের 'ড্রাকুলা'। এরপর অনুবাদ করেছেন জুল ভার্ন, জিম করবেট, কেনেথ অ্যান্ডারসন, মার্ক টোয়েন, রবার্ট লুই স্টিভেনসন, হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড, ফ্রেড জিপসন, রেনে জুঁইঅ, এরিক ফন দানিকেন, ফার্লে মোয়াট, জেরাল্ড ডুরেল-এর মতো বিখ্যাত লেখকদের অনেক ক্লাসিক বই। অনুবাদ করেছেন মহাক্লাসিক 'অ্যারাবিয়ান নাইটস' ও এডগার রাইস বারোজ-এর 'টারজান' সিরিজ। বড়দের উপযোগী তাঁর লেখা কিছু রহস্য উপন্যাস এক সময় খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এছাড়া বেশ কিছু রোমাঞ্চ নাটকের কাহিনীসহ চিত্রনাট্য লিখেছেন। বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছে ছোটদের উপযাগী 'তিন গোয়েন্দা' সিরিজটি। এই সিরিজের তিনটি মূল চরিত্র কিশোর-মুসা-রবিনকে নিয়ে লিখেছেন আরও দুটো সিরিজ 'তিন বন্ধু' ও 'গোয়েন্দা কিশোর মুসার রবিন'। এ ছাড়া লিখেছেন কিশোরদের উপযোগী 'কিশোর গোয়েন্দা' সিরিজ, 'খুদে গোয়েন্দা' সিরিজ, জাফর চৌধুরী ছদ্মনামে 'রোমহর্ষক' সিরিজ এবং আবু সাঈদ ছন্মনামে 'গোয়েন্দা রাজু' সিরিজ, কিশোরদের উপযোগী বেশ কিছু ভূতের বই ও সাইন্স ফিকশন। বর্তমানে হার্ডবাউন্ডে প্রকাশিত 'গোয়েন্দা কিশোর মুসা রবিন' সিরিজটি আবার নতুন করে লিখতে শুরু করেছেন নতুন প্রজন্মের পাঠকদের জন্য।

www.BanglaBook.org

ওয়েস্টার্ন কাহিনী

বুনো পশ্চিমের গল্প

রকিব হাসান

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ছায়াবীথি

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৪১৮
ডিসেম্বর ২০১২

প্রকাশক
মো. জাহাঙ্গীর আলম সুজন
ছায়াবীথি
৪৫/১-এ পুরানা পল্টন, ৪র্থ তলা, ঢাকা ১০০০
মোবাইল : ০১৭২৩৮০৭৫৩৯
E-mail : sujancomputer@gmail.com

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

স্বত্ব
লেখক

কম্পিউটার কম্পোজ
অ্যালিয়েন গ্রাফিক্স
৪৫/১-এ পুরানা পল্টন, ৪র্থ তলা, ঢাকা ১০০০

মুদ্রণ
কুইক প্রিন্টার্স, ঢাকা

মূল্য : ১৪০.০০ টাকা

BUNO POSHCHIMER GOLPO by Rakib Hasan Published by Md. Jahangir Alam Sujan, Chayabithi, 45/1-A Purana Paltan, 3rd Floor, Dhaka 1000

Local Price in BDT : 140.00 Only
Intl. Price in USD $ 7.00 Only

ISBN : 978-984-90273-4-8

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

চূড়ার কাছাকাছি ঘন একটা জুনিপার ঝোপের ভিতর ঘোড়াসহ লুকিয়ে রয়েছে নিক কার্টার। পাহাড়ের নিচে থেকে কারও চোখে পড়বে না। শৈলশিরার ওপাশটা কোনো মতে দেখতে পাচ্ছে। এক ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরও যখন আর ধুলো দেখা গেল না, বুঝল, বিপদে পড়েছে সে।

চারপাশটা নিথর হয়ে আছে। তাপমাত্রা অনেক। তার গাল বেয়ে চওড়া কাঁধে টপটপ ঘাম ঝরছে। শার্টের তলায় পেশিবহুল ছিপছিপে দেহটাও ঘামে ভেজা। ভীষণ গরম। এমন দিনে ধুলো ওড়াটা অস্বাভাবিক নয়। থেকে থেকেই ধুলোর খুদে ঘূর্ণিও চোখে পড়ে। তবে সে যেটা দেখেছে, সেটা বাতাসের কারণে হয়নি, নিশ্চয় ঘোড়সওয়ার। লম্বা একটা রেখা সৃষ্টি করে ধুলো উড়তে উড়তে হঠাৎ করেই গায়েব। তারমানে তাকেও দেখে ফেলেছে ধুলো সৃষ্টিকারী।

লোকটা শ্বেতাঙ্গ হলে আক্রমণের ভয়ে কোনো গিরিখাতে লুকিয়ে পড়েছে এতক্ষণে, আর অ্যাপাচি ইন্ডিয়ান হলে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে চুপি চুপি।

তীক্ষ্ণ চোখে নিচের তরাই অঞ্চলে নজর বোলাল সে। পাথর, ঝোপঝাড় কোনো কিছুই বাদ দিলো না। কিন্তু সন্দেহ করার মতো কিছু নেই। কোনো শব্দ নেই, নেই কোনো নড়াচড়া।

নড়ল না নিক। বাঁচতে চাইলে ধৈর্য হারানো চলবে না।

ভয়ানক চেহারার একটা নেড়ি কুকুর তার সঙ্গী। কয়েক গজ দূরে আরেকটা জুনিপার ঝোপে মাটিতে পেট ঠেকিয়ে অদৃশ্য হয়ে আছে ওটা!

পথ হারানো কিছু হালকা সাদা মেঘ তামাটে আকাশের অনেক ওপরে ইতিউতি ভাসছে। মাঝে মাঝে দুর্লভ ছায়া ফেলছে মরুভূমির বুকে।

স্তব্ধ প্রকৃতি, কিছুই নড়ে না। অনেক অনেক দূরের এক হারানো দেশ যেন এটা, যেদিকেই তাকানো যাক শুধু ধূসর নীরবতা আর রুক্ষ বিস্তার, শূন্য দিগন্তে ধাক্কা খেয়ে যেন ফিরে আসে দৃষ্টি। মেঘের কাছাকাছি অলস ভঙ্গিতে ডানা মেলে ভাসছে একটা নিঃসঙ্গ শকুন।

শৈলশিরা, তার আশপাশ আর নিচের অঞ্চল আতিপাতি করে খুঁজল নিকের চোখ। ডানে খানিকটা জায়গার মাটি যেন পাহাড়ের গা খুবলে নিয়ে ক্ষত করে ফেলা হয়েছে। ওখানে নামতে পারলে শত্রুর অলক্ষ্যে পেরোনো হয়তো যায় বিপজ্জনক এলাকা, যদি শত্রু ওদিকে চোখ না রাখে।

BanglaBook.org

কিন্তু ঝুঁকিটা নিলো না নিক। চুপ করে রইল। কুকুরটাও চুপ, কোনো রকম ইঙ্গিত দিচ্ছে না।

ঘোড়ার নাক বিস্ফোরিত, বিচিত্র ভঙ্গিতে শ্বাস টানছে। পানির গন্ধ পেয়েছে। কাছাকাছিই রয়েছে নদী।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল নিক। জিনে বাঁধা উইনচেস্টার রাইফেলটা খুলে হাতে নিলো। ভাবছে, ওরা কারা? শুনেছে, যোদ্ধাদের নিয়ে টহলে বেরিয়েছে অ্যাপাচি সর্দার মোহাকু। মেসালেরো আর মিমব্রেনো ইন্ডিয়ানরাও এক হয়ে শ্বেতাঙ্গ শিকারে বেরিয়েছে। সীমান্ত এলাকা এখন ভয়াবহ মৃত্যুপুরী, যখন-তখন যা খুশি ঘটে যেতে পারে।

আর কত চুপ করে থাকা যায়? সামনের নদীটার কথা ভাবল নিক। কয়দিন আগে বৃষ্টি হয়েছে, নদী এখন নিশ্চয় পানিতে টইটম্বুর, মাঝখানে হয়তো ঠাঁই দেবে না, সাঁতরাতে হবে। এই কাজটা এখন কিছুতেই করতে রাজি নয় সে। খুব সহজ নিশানা হয়ে যাবে তাহলে।

ঘোড়াকে চলার নির্দেশ দিলো নিক। জুনিপারের আড়ালে আড়ালে সাবধানে নেমে চলল নিচের গর্ত মতো জায়গাটার দিকে।

কুকুরটা চলল তার পিছনে।

গর্তের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, আর কয়েক কদম এগোলেই নেমে যেতে পারত, এই সময় ধনুকের টঙ্কার কানে এলো। তীরের আঘাতে কেঁপে উঠল ঘোড়া। ওটা পড়তে শুরু করার আগেই ঝাঁপ দিলো নিক, মাটিতে পড়েই এক গড়ান দিয়ে চলে গেল পড়ে থাকা একটা মরা গাছের আড়ালে।

উপুড় হয়ে শুয়ে মাথা তুলল, রাইফেল রেডি। হালকা বাদামি রঙ চোখে পড়ল পলকের জন্য, ওটুকুই যথেষ্ট। ট্রিগার টিপে দিলো নিক। মাংসে বুলেট ঢোকার শব্দ শুনল। পরক্ষণেই বাঁকা হয়ে যেতে দেখল ইন্ডিয়ান লোকটার শরীর।

গুলি করেই সরে গেছে নিক। একগুচ্ছ ঘাসের মধ্যে শরীর মিশিয়ে লুকিয়ে থাকতে চাইছে। পেটের নিচে মাটি সাংঘাতিক গরম, চামড়া পুড়ে যাওয়ার অবস্থা। পিঠের চামড়ায় ফোসকা ফেলার জন্য যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে ভীষণ কড়া রোদ। নিজের গায়ের ঘাম, তামাক, ঘোড়া আর কাপড়ে লেগে থাকা চিরস্থায়ী ধোঁয়ার গন্ধও এখন বিরক্তিকর।

কোনো শব্দ নেই আর, নেই কোনো নড়াচড়া। নিকের হাতের উল্টোপিঠে একটা মাছি বসেছে, অসহ্য সুড়সুড়ি তুলে হেঁটে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তাড়াতে পারছে না সে। নড়তে হবে, সামান্য নড়াচড়াও এখন মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

BanglaBook.org

উড়ে এলো ছোট একটা পাখি। কয়েক গজ দূরের একটা ঝোপে বসতে গিয়েই চিৎকার করে উড়ে পালাল। গুলি করল নিক, পরপর দুইবার। প্রথমবার ঝোপের ঠিক মাঝামাঝি, দ্বিতীয়বার আধ হাত তফাতে।

অস্পষ্ট চিৎকার শোনা যেতেই আবার গুলি করল সে। গড়িয়ে সরে গেল নতুন জায়গায়, মুখ গুঁজে পড়ে রইল চুপচাপ।

ঝোপের কাছে মাটিতে পা ঘষার শব্দে মুখ তুলে তাকাল সাবধানে। মোকাসিন পরা একটা পা বেরিয়ে এসেছে ঝোপের বাইরে, আছড়াচ্ছে। থেমে গেল ধীরে ধীরে। অনড় পড়ে রইল।

দুইজনই ছিল, নাকি আরো বেশি? চুপ করে রইল নিক, কান খাড়া। ছোট একটা গিরগিটি নেমে এলো ঝোপের ওপরের ডাল থেকে, মোকাসিন পরা পায়ের ওপরে নামল। হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে।

একটা পাথর তুলে নিয়ে একদিকে ছুড়ে মারল নিক। সাড়া এলো না। দুইজনই ছিল বোধহয়।

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তীব্র হয়ে উঠেছে পিপাসা। আরো কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে উঠে বসল নিক। তীর ছুটে এলো না। উঠে দাঁড়াল সে। রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল। প্রথম লোকটাকে দেখা যাচ্ছে, চিত হয়ে পড়ে আছে হাত-পা ছড়িয়ে। রোদে চকচক করছে রক্ত।

নিকের ঘোড়াটা মৃত। খানিক দূরে একটা গাছের গোড়ায় আধশোয়া হয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে কুকুরটা।

ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন আর অন্যান্য মালপত্র খুলে কাঁধে নিলো নিক। ভারী বোঝা, কিন্তু ফেলে যাওয়া যাবে না। খুব দরকারি জিনিসপত্র রয়েছে। ওগুলো ছাড়া টিকতে পারবে না।

নদীর দিকে রওনা হলো সে। পিছে পিছে চলল কুকুরটা।

পানি খেয়ে নদীর ধার ধরে হাঁটতে শুরু করল নিক। কুকুরটা সঙ্গী।

সূর্য ডুবছে, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে যেন পাহাড় আর গাছপালার লম্বা লম্বা ছায়া। কিন্তু নিক থামল না। রাতে তারার আলোয় পথ দেখে এগোল। অন্ধকারেই একটানা হাঁটল দুই ঘণ্টা, তারপর থামল। বোঝা নামাল কাঁধ থেকে। রাত কাটাবে এখানেই। বসে পড়ে কাঁধ ডলল। ব্যথা হয়ে গেছে।

চারপাশে ছোটবড় পাথরের বেড়া, মাঝখানে ক্যাম্প করল নিক। শুকনো মাংস আর কফি খেয়ে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙল তার। মুখ ঘুরিয়ে দেখল কয়েক হাত দূরে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে কুকুরটা। কম্বল ভাঁজ করে রেখে উঠে গিয়ে আগে আশপাশটা দেখে এলো নিরাপদ কি না। আগুন জ্বেলে কফি বানাল। শুকনো মাংস আর কফি

BanglaBook.org

দিয়ে নাস্তা সেরে সিগারেট ধরাল। সেটা শেষ করে, মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে উঠল।

মুখে লাগছে ভোরের তাজা ঠাণ্ডা বাতাস। জোর কদমে এগিয়ে চলল নিক। খানিক পরে পাখির ডাক শুনে এগোল সেদিকে। নদীর ধার থেকে সরে এসেছে আগের দিন বিকেলেই, কয়েক মাইল পিছনে ফেলে এসেছে। পাহাড়ের গোড়ায় একটা গর্ত দেখতে পেল, তাতে জমে আছে বৃষ্টির পানি। টলটলে পরিষ্কার। আবার কখন পানি পাবে ঠিক নেই, গিয়ে পেট ভরে খেয়ে নিল। কুকুরটাও খেল। ক্যান্টিন পরিষ্কার করে তাতে পানি ভরে নিলো নিক। জিরিয়ে নেয়ার জন্য বসল একটা পাথরে ঠেস দিয়ে। সিগারেট ধরাল।

আকাশে চক্কর দিচ্ছে কয়েকটা শকুন। ঝোপের আড়াল থেকে মুখ বের করল একটা কয়োট, কুকুরের ঘড়ঘড় শুনেই সুড়ুৎ করে আবার ঢুকে গেল ঝোপে।

জিরিয়ে নিয়ে দ্বিতীয়বার পানি খেয়ে বোঝা তুলে নিলো নিক। হাঁটতে লাগল। অনেকক্ষণ পর মাটিতে একটা চিহ্ন দেখে থমকে দাঁড়াল। নাল পরানো ঘোড়ার খুরের ছাপ। পুরনো। অনুমান করল, বৃষ্টির আগে এখান দিয়ে গিয়েছিল ঘোড়া। ইন্ডিয়ানদের নয়। শ্বেতাঙ্গ ঘোড়সওয়ার। কিন্তু মিলিটারি নয়, একা এভাবে এত দূরে আসবে না ওদের কেউ, ইন্ডিয়ানদের ভয়ে।

আশেপাশে আরো দাগ খুঁজল নিক। পাওয়া গেল। আরো দুটো ঘোড়া। ছাপগুলো অস্পষ্ট। বৃষ্টিতে পুরোপুরি মোছেনি। ব্যাপার কী? কৌতূহল হলো তার। দাগ ধরে ধরে এগোল।

চলে এলো পাহাড়ের একটা উপত্যকায়। এক জায়গায় কিছু ইন্ডিয়ান বাঁধাকপি জন্মেছে। কয়েকটা ডাঁটা ভেঙে নিয়ে চিবাতে শুরু করল সে। খেতে খেতেই এগোল।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল কুকুরটা। রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন নিকের শরীরে। প্রায় ঝাঁপ দিয়ে গিয়ে পড়ল আঝারি সাইজের একটা পাথরের গোড়ায় জন্মে থাকা লম্বা ঘাসের জঙ্গলে। আস্তে করে মাথা তুলে তাকাল। কুকুরটাকে দেখা যাচ্ছে না। লুকিয়ে পড়েছে।

মুহূর্ত পরেই দেখা গেল ওদের। নয় জন ঘোড়সওয়ার, ইন্ডিয়ান। এগিয়ে আসছে এ দিকেই। তাকে অনুসরণ করছে? রাইফেল শক্ত করে চেপে ধরল নিক। জানে, লাভ বিশেষ হবে না। বড়জোর তিন চারজনকে শেষ করতে পারবে, তারপর আর সময় পাবে না। একটা রাইফেলের বিরুদ্ধে নয়জন ইন্ডিয়ান অনেক বেশি।

কথা বলছে না ইন্ডিয়ানরা। মুখে যেন তালা আঁটা। আধা শুকনো ঘাসে শুধু তাদের ঘোড়ার খুরের ঘষা লাগার মৃদু খসখস আওয়াজ।

BanglaBook.org

না, নিককে অনুসরণ করেনি ওরা। মোড় নিয়ে উপত্যকার দিকে নেমে চলে গেল।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে উঠল নিক। ফিরে এলো তার পথে। নাল পরানো ঘোড়ার খুরের ছাপ দেখে দেখে এগোল।

কয়েক মাইল চড়াই পেরিয়ে এসে পড়ল একটা অববাহিকার কিনারে। অনেক নিচে, অববাহিকার ঠিক মাঝখানে ছোট্ট এক র‍্যাঞ্চ। সবুজে ঘেরা, ছবির মতো সুন্দর, শান্ত বাড়িটা। নামতে শুরু করল নিক।

কোরালের ক্ষয়ে যাওয়া নড়বড়ে খুঁটির কাছে খেলছে ছোট একটা ছেলে। সাড়া পেয়ে ঝট করে মুখ ফেরাল। অচেনা আগন্তুক দেখে চেঁচিয়ে ডাকল মাকে।

কেবিনের দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল এক মহিলা। চোখের ওপরে হাত তুলে রোদ আড়াল করে তাকাল। ছেলেটার কাছে এসে কিছু বলল, নজর নিকের দিকে।

ঢাল বেয়ে নিচে নামল নিক, এগোল কেবিনের দিকে। হাঁটতে হাঁটতেই চোখ বুলিয়ে দেখে নিলো কোথায় কী আছে। কোরাল থেকে চোখ গিয়ে পড়ল একটা ছাউনির দিকে। ওটা কামারশালা, নেহাই, হাপর আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি দেখেই বোঝা যায়।

ছাউনির ভিতরে বোঝা নামাল নিক। হ্যাট খুলে হাতে নিয়ে রুমাল বের করে মুখ মুছল। এগিয়ে এলো মহিলার দিকে। 'গুড মর্নিং, ম্যা'ম।' ছেলেটাকে বলল, 'হাউডি, সন?'

'গুড মর্নিং,' জবাব দিলো মহিলা। 'বিপদে পড়েছেন?'

'হ্যাঁ। ঘোড়াটাকে ইন্ডিয়ানরা মেরে ফেলেছে। এ দিকে অ্যাপাচিদের আনাগোনা দেখলাম।'

'অ্যাপাচি? ওদের সঙ্গে না আমেরিকান সরকারের চুক্তি হয়েছে?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে কোরালের দিকে তাকাল নিক। ঘোড়া আছে কয়েকটা।

'একটা ঘোড়া চাই, ম্যা'ম। নগদ টাকা দেবো। আমি কার্টার, জেনারেল নিকোলাইয়ের মেসেঞ্জারের কাজ করি।'

'আমি মিসেস রবার্ট, জুলিয়া রবার্ট।'

'অ। তা ঘোড়া কি পাবো?'

'পাবেন। কিন্তু যা আছে, বেশির ভাগই লাঙল টানে। রাইডিং হর্স আছে মাত্র দুটো, তা-ও পুরোপুরি পোষ মানানো হয়নি এখনো।'

কোরালের দিকে এগোল নিক। ঘোড়া দুটো দেখল। মাসট্যাং জাতের ঘোড়া, বুনো, বেপরোয়া। তবে সওয়ারি বইতে পারবে খুব ভালো।

BanglaBook.org

'ডোনাল্ডের বাবা থাকলে সাহায্য করতে পারত আপনাকে। পাহাড়ের ওদিকে গরু খুঁজতে গেছে...মেহমান আসে না এখানে। আজ যা-ও বা একজন এলো, দেখা হলো না। এসে খুব দুঃখ করবে আমার স্বামী।'

'দেখা হলে আমিও খুশি হতাম, ম্যা'ম।' কুকুরের সঙ্গে ভাব জমাতে এগোচ্ছে ছেলেটা, সেদিকে চোখ পড়তেই বাধা দিলো নিক, 'যেয়ো না খোকা। ওটা পোষা না...ম্যা'ম অনুমতি দেন তো ঘোড়াগুলোকে একবার বাজিয়ে দেখি?'

'নিশ্চয়ই। দেখুন। আমি খাবার নিয়ে আসছি আপনার জন্য।'

হাসল নিক। 'থ্যাংক ইউ!'

কোরালের দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করছে সে। সব কিছুই কেমন যেন অগোছাল, অযত্নে রয়েছে। নিত্য দিনকার কাজে পুরুষের অবহেলার ছাপ স্পষ্ট। এই যেমন, কোরালের খুঁটিগুলো শক্ত করে পোঁতা দরকার। গোলাঘরের দেয়াল গাছের গুঁড়ি কেটে বানানো, বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে গোড়ার মাটি, জায়গায় জায়গায় গর্ত। আরেক বৃষ্টি এলে ওগুলো অনেক বড় হবে, গোলাঘরের ভিতর দিয়েই তখন বয়ে যাবে পানির স্রোত। বুজিয়ে ফেলতে হবে গর্তগুলো, নালা কেটে ঝর্নার দিকে বের করে দিতে হবে পানি।

সিগারেট ধরিয়ে কোরালের একটা খুঁটিতে হেলান দিলো নিক।

দ্রুত দূরে সরে গেল মাসট্যাং দুটো। লোকটার গায়ের গন্ধ অবাক করেছে তাদের, সতর্ক করে তুলেছে।

একটাকে খুব পছন্দ হলো নিকের। সাঁঝের ফিকে আলোর মতো হালকা রঙ, চামড়ার তলায় পেশি সামান্য নড়াচড়াতেই কিলবিল করে উঠছে। তেজী জানোয়ার।

কোরালের ভিতরে ঢুকল নিক, হাতে দড়ি, ঠোঁটের কোণে সিগারেট। সরে গেল ঘোড়াগুলো, ঘরের আরেক দিকে গিয়ে জড় হলো।

নিচু গলায় কথা বলতে বলতে ফিকে রঙের মাসট্যাংটার দিকে এগোল সে। কোরালের বেড়ার ওপর বসে উত্তেজিত হয়ে দেখছে ছেলেটা। ওর নাম ড্যানিয়েল, ডাকনাম ডোনাল্ড।

ঘোড়ার মাথা লক্ষ্য করে দড়ির ফাঁস ছুড়ল নিক।

মাথা ঝাঁকাল ঘোড়া, খুরের ঘায়ে ধুলো ওড়াল, গলা থেকে খুলে ফেলার চেষ্টা করল দড়ির ফাঁস। মুচকি হাসল নিক। বেশি বাড়াবাড়ি করছে না ঘোড়াটা, তার মানে দড়ির সঙ্গে পরিচিত। তবে জিন আর লাগামের সঙ্গে পরিচয় নেই, পরাতে গিয়ে বুঝল সে।

হ্যাঁচকা টানে গলার ফাঁস শক্ত করে এঁটে দিলো নিক, দড়ির মাথা বাঁধল কোরালের খুঁটির সঙ্গে। জিন আর লাগাম পরাতে এগোল। তাড়াহুড়ো করল

BanglaBook.org

না, শান্ত কণ্ঠে কথা বলছে ঘোড়াটার সঙ্গে। ফাঁস গলায় আটকালে কী কষ্ট হয়, জানা আছে ওটার, তাই বেমক্কা কিছু করার চেষ্টা করল না। তাকিয়ে আছে মানুষটার দিকে। দৃষ্টিতে রাগ মেশানো ভয়।

পিঠে কম্বল বিছিয়ে তার ওপর জিন পরিয়ে দিলো নিক। মুখে লাগাম। সামান্য প্রতিবাদ জানিয়ে অবশেষে মেনে নিলো ঘোড়া।

কেবিনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে জুলিয়া, দেখছে। নিক তার দিকে ফিরে তাকাতেই ডাকল, 'আসুন।'

তখুনি আর কিছু করতে গেল না সে, জিন আর লাগামের সঙ্গে ঘোড়াটাকে সহজ হওয়ার সুযোগ দিয়ে কোরাল থেকে বেরিয়ে এলো। ডোনাল্ডের দিকে তাকাল একবার, তারপর তার মায়ের দিকে। তাকাল পাহাড়ের চূড়ার দিকে। চারদিক থেকে অববাহিকাকে ঘিরে রেখেছে পাহাড়। অ্যাপাচি ইন্ডিয়ানদের এলাকায় মা-ছেলে এভাবে একা রয়েছে, ব্যাপারটা অবাক করেছে তাকে।

কী ভেবে আস্তাবলের দিকে এগোল নিক। ওটা পেরিয়ে গিয়ে ছোট্ট ঝর্নার পাড় থেকে একবার চক্কর দিয়ে এলো। বৃষ্টির পর নাল পরা কোনো ঘোড়া আসেনি এখানে, ছাপ নেই, তারমানে কোন শ্বেতাঙ্গ মানুষ আসেনি। চিন্তিত চোখে আরেকবার তাকাল পাহাড়চূড়ার দিকে।

দরজার পাশে বেঞ্চিতে রাখা একটা টিনের গামলা, তাতে পানি। পাশে পরিষ্কার তোয়ালে আর এক টুকরো ঘরে তৈরি সাবান। শার্ট খুলে হাত-মুখ-ঘাড় ভালমতো ধুয়ে নিলো নিক। তোয়ালে দিয়ে মুছে চুল আঁচড়াল। আবার পরে নিলো আধ-ময়লা দোমড়ানো শার্টটা। তারপর ঘরে ঢুকল।

'আহ, দারুণ গন্ধ তো, ম্যা'ম,' হাসিমুখে চুলার দিকে তাকাল নিক।

'ইস, আর সময় পেল না ডোনাল্ডের বাবা,' নিকের কথা যেন শুনতেই পায়নি জুলিয়া। 'আজকের দিনে গেল গরু খুঁজতে। নইলে কি ভালোই না কাটত সময়টা।'

চেয়ার টেনে বসল নিক। 'বড় নির্জন এলাকা।'

'আমার খারাপ লাগে না। এখানেই জন্মেছি তো।'

দরজায় দেখা দিলো কুকুরটা, দ্বিধা করল, তারপর ঢুকল ভিতরে। শুয়ে পড়ল নিকের কাছ থেকে দূরে। সতর্ক চোখে তাকাচ্ছে। প্রভুভক্তির কোন লক্ষণ নেই দৃষ্টিতে, রয়েছে একধরনের শ্রদ্ধা আর ভয়। কোথায় যেন মিল রয়েছে মানুষ আর পশুটার মধ্যে—নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর; মরুর রোদ-বৃষ্টি-বাতাসে শাণিত দুইজনেই কেউ কাউকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না, কিন্তু ভয়াল মরুতে একে অন্যের চমৎকার সঙ্গী, পরিপূরক।

'কুকুরটাকে কী খাওয়াব?'

BanglaBook.org

'কিছু লাগবে না, থ্যাংকস। নিজের খাবার নিজেই জোগাড় করে নিতে পারে। ওকে দৌড়ে হারানোর ক্ষমতা নেই খরগোশের।'

'আরে না, না, কিছু হবে না, অনেক খাবার আছে,' জুলিয়া ভাবল নিক ভদ্রতা করে মানা করছে। চুলার পাশে ফেলে রাখা এঁটো পাত্রের দিকে ঝুঁকল কুকুরটাকে কী দেয়া যায় দেখার জন্য।

'সত্যি বলছি, ম্যা'ম, ওকে কিছু না দিলেই খুশি হবো।'

মুখ তুলল জুলিয়া। লোকটাকে যতই দেখছে ততই অবাক হচ্ছে। অদ্ভুত মানুষ, কেমন যেন আচার-আচরণ। লোকটা আজব, বিপজ্জনকও হতে পারে। কিন্তু ভয় লাগছে না জুলিয়ার, বরং নিরাপত্তা বোধ করছে। কেন, তা ঠিক বুঝতে পারছে না।

'ও, আপনি চান না আর কেউ ওকে খাওয়াক? ঠিক আছে, আমি দিই, আপনার হাতেই খাওয়ান।'

'না, ম্যা'ম, আমিও খাওয়াই না ওকে।'

সন্দেহ ফুটল জুলিয়ার চোখে।

'সত্যি আমি খাওয়াই না। টিংকার স্বাধীন, ওকে শিকল পরানোর কোন ইচ্ছে নেই আমার। পরনির্ভর করতে চাই না।'

টেবিলে খাবার দেয়া হলো। প্লেট টেনে নিলো নিক।

'কিন্তু সবারই তো কাউকে চাই।'

'হ্যাঁ, ম্যা'ম,' খেতে খেতে বলল নিক। 'খুব খারাপ, তাই না?'

চুলায় লাকড়ি ফেলল জুলিয়া। লোকটা অদ্ভুত বটে, কিন্তু আকর্ষণ আছে ওর মাঝে। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, ও-ও তেমনি টানে মেয়েমানুষের মনকে। নইলে এমন লাগছে কেন জুলিয়ার? অহেতুক লাকড়ি দিয়ে জ্বলন্ত কয়লা খোঁচাল সে।

নীরবে খাচ্ছে নিক। নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে।

পিছন ফিরে ভাবছে জুলিয়া, লোকটার বুটজোড়া পুরনো, ক্ষয়ে গেছে তলা। রঙচটা জিনসের প্যান্টের উরুর কাছে দাগ, হোলস্টারের ঘষায় হয়েছে। পিস্তলের চকচকে মসৃণ বাঁটের দিকে নজর গেল ওর। লোকটা কি বন্দুকবাজ? হতে পারে, না-ও পারে। এই পশ্চিম অঞ্চলে সঙ্গে পিস্তল-বন্দুক রাখে সবাই, তাই বলে প্রত্যেকে বন্দুকবাজ নয়।

'রান্নার হাত খুব ভালো আপনার,' শূন্য প্লেট ঠেলে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল নিক। ফিরে তাকাল জুলিয়া। 'থ্যাংক ইউ!' প্রশংসায় খুশি হয়েছে।

'রাঁধতে না পারলে মেয়েদের জন্মই বৃথা,' হাসল নিক। হ্যাটটা মাথায় বসিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে বাইরে।

BanglaBook.org

দুই

শান্ত বিকেল। আগুন ঢালছে সূর্য।

বেড়ার ওপর বসে লোকটাকে ঘর থেকে বেরোতে দেখল ডোনাল্ড। ও বসে আছে, জানে, খেয়ে এসে ঘোড়াকে পোষ মানাবে আগন্তুক। ওই দৃশ্য দেখার জন্য অস্থির হয়ে আছে সে।

শান্ত হয়ে গিয়েছিল ঘোড়াটা, নিককে দেখেই চঞ্চল হলো। সরে যাওয়ার চেষ্টা করল, পারল না। গলায় বাঁধা রয়েছে দড়ির ফাঁস।

ডোনাল্ডের উত্তেজিত চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল নিক, 'এখুনি না। জিন আর লাগামে আরেকটু অভ্যস্ত হয়ে নিক।' ভালোমতো দেখল আবার চারদিকের পাহাড়। কাউকে চোখে পড়ল না।

বেড়া থেকে নেমে বিশাল এক কটনউড গাছের নিচে গিয়ে শুকনো কুটা কুড়াতে শুরু করল ডোনাল্ড। জ্বালানি।

জুলিয়া এলো কোরালের কাছে। 'বেশি পাজিটাকেই বাছলেন? নাম্বার ওয়ান ফাইটার!'

'ফাইট না জানলে ওর জন্য কানাকড়ি খরচ করতাম না আমি। ঠাণ্ডা ঘোড়া দরকারের সময় ডোবায়।'

খড়-কুটোর আঁটি বেঁধে নিয়ে কেবিনের দিকে চলল ডোনাল্ড।

ব্যাপারটা লক্ষ করল নিক। চত্বরের এক ধারে জড় করে রাখা আছে গাছের গুঁড়ির বড় বড় টুকরো, মোটা ডাল। ফেড়ে নিলেই লাকড়ি হয়।

কুড়ালটা রয়েছে কামারশালায়। গিয়ে তুলে নিলো সে। ফলার দিকে তাকিয়েই বেঁকে গেল মুখ। অনেক দিন শান দেয়া হয়নি কুড়ালে, একেবারে ভোঁতা। তার ওপর আনাড়ি হাতে ব্যবহার হয়েছে।

'মিসেস রবার্ট, আমি শানপাথর ঘোরাচ্ছি। আপনি কুড়াল ধরতে পারবেন?'

'পারব,' খুশি হয়ে এগোল জুলিয়া।

পুরনো আমলের ভারী শানপাথর, ঘোরাতে জোর লাগে। ঘোরাতে শুরু করল নিক। পাথরের ওপর কুড়াল চেপে ধরল জুলিয়া। বিকেলের শান্ত নীরবতা যেন চিরে দিলো ইস্পাতের সঙ্গে পাথরের তীক্ষ্ণ ঘর্ষণের শব্দ। আগুনের ফুলকি ছুটল। ঘোরানো থামিয়ে উঠে গিয়ে পানি এনে পাথরটার ওপরের ফানেলে ঢালল নিক। ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ে পাথরকে ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থা।

'এখানেই বড় হয়েছেন আপনি, না মিসেস রবার্ট?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ। ডোনাল্ডের বাবাও এই র‍্যাঞ্চেই মানুষ হয়েছে।'
পাথর ঘোরাতে ঘোরাতে জুলিয়ার দিকে তাকাল নিক। চোখ নামিয়ে নিল মহিলা। শান্ত সুন্দর মুখ, কিছুটা শুকনো। এই সৌন্দর্য ভালো লাগল নিকের। মরুর নিষ্ঠুর রুক্ষ বাতাস আর কড়া রোদ মিলেও কোমলতা পুরোপুরি ছিনিয়ে নিতে পারেনি মহিলার চামড়া থেকে। কিন্তু কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল রয়েছে। জুলিয়ার চোখের তারায় অস্বস্তি, কেন?
এখানে এই নির্জনতার মাঝে এভাবে বাস করছে একজন সুন্দরী মহিলা, ঠিক মানাচ্ছে না, অন্তত জুলিয়ার বেলায় তো নয়ই। কেন পড়ে আছে সে এখানে এভাবে? না হয় এখানে জন্মেছেই, বড় হয়েছে। তাতে কী?
পাহাড়ের দিকে তাকাল নিক। কারো দেখা নেই।
চুপ করে থাকলে অস্বস্তি আরো বাড়ে, কিছু একটা বলা দরকার। আগের কথার খেই ধরল জুলিয়া, 'এতিম হয়ে এখানে এসেছিল ডোনাল্ডের বাবা। ইন্ডিয়ানরা তার বাবা-মাকে মেরে ফেলেছিল, আমার বাবা অসহায় বাচ্চাটাকে দেখে কুড়িয়ে এনেছিল। তারপর থেকে এখানেই বড় হয়েছে।'
জবাব না দিয়ে পুরো এক মিনিট জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল নিক। জুলিয়া চোখ তুলে তাকাতেই বলল, 'ইনটারেসটিং।'
চমৎকার ধার হলো কুড়াল। জুলিয়ার হাত থেকে নিয়ে কাঠের স্তূপের দিকে এগোল নিক। লাকড়ি ফাড়বে।
জুলিয়ার মনে হলো, মানুষ নয়, তেল দেয়া নিখুঁত একটা যন্ত্র লোকটা। যন্ত্রের মতোই স্বচ্ছন্দ, মাপা গতি, কোনো ভুলভ্রান্তি নেই, এমনভাবে গাছ ফাড়ছে যেন জাতকাঠুরে। কোনো কাজই কি অজানা নেই নাকি ওর?
লাকড়ি ফাড়া শেষ করে কোপ দিয়ে কুড়ালের ফলাটা গাছে গেঁথে ডোনাল্ডের দিকে ফিরল নিক, 'কাজ শেষ করে সব সময় কাঠে গেঁথে রাখবেন। মরচে ধরবে না তাতে।'
বাইরে থাকলে বৃষ্টিতে ভিজবে, তাই লাকড়িগুলো তুলে নিয়ে ছাউনিতে পালা করে রাখতে শুরু করল নিক। খানিক দূরেই বসে আছে টিংকার।
লোভাতুর নয়নে কুকুরটার দিকে তাকাচ্ছে ডোনাল্ড। নিককে জিজ্ঞেস করল, 'পোষ মানানো যায় না?'
'দেখো চেষ্টা করে।'
পায়ে পায়ে কুকুরটার দিকে এগোল ডোনাল্ড। আদর করে চাপড়ে দেয়ার জন্য হাত বাড়াল।
ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেল কুকুরটার। খ্যাঁক করে উঠল।

BanglaBook.org

ঝট করে হাত সরিয়ে নিলো ডোনাল্ড। আরেকটু হলেই দিয়েছিল তার হাত কামড়ে। কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল চেহারা।
এগিয়ে এলো জুলিয়া। কড়া গলায় বলল, 'মিস্টার কার্টার, জানেনেই যদি কামড়াবে, ধরতে বললেন কেন?'
'মিসেস রবার্ট,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলো নিক, 'ছেলেটাকে আগেই বলেছি, ওটা পোষা কুত্তা নয়। তার পরও লোভ ছাড়তে পারল না। আছাড় খেয়ে জায়গা চেনা ভালো, সারা জীবন মনে থাকবে।'
দ্বিধায় পড়ে গেল জুলিয়া। সেটা ঢাকা দেয়ার জন্য ছেলের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'ডোনাল্ড, খবরদার, ওটার ধারেকাছে যাবে না আর।'
নিকের দিকে তাকাল ডোনাল্ড।
হাসল নিক, 'দুঃখ কোরো না। জীবনে আরো অনেক কামড় খাবে। আগে থেকেই তৈরি না থাকলে পরে সহ্য করতে পারবে না। বেশি বিশ্বাস কাউকেই কোরো না।'
শার্টে হাত মুছতে মুছতে কোরালের দিকে পা বাড়াল সে।
নিক আর লাগামে অনেকখানি অভ্যস্ত হয়ে এসেছে ঘোড়াটা। খুলে ফেলার চেষ্টা করছে না আর।
কোরালে ঢুকল নিক। অস্বস্তি ফুটল ঘোড়ার চোখে। কিন্তু আগের মতো সরে গেল না।
নিচু গলায় কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে এগোল নিক। খুব সাবধানে খুলল ঘোড়ার গলার ফাঁস। তারপর লাগাম ধরে হঠাৎ এক লাফে চড়ে বসল পিঠে।
এটা আশা করেনি ঘোড়া। চমকে গেল। পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে খাড়া হয়ে গেল। পিঠ বাঁকা করে, নেচেকুঁদে, ঝাড়া দিয়ে নিককে পিঠ থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল। খুরের ঘায়ে ধুলো উড়ল, মুখ দিয়ে ফেনা ঝরছে।
কোরালের দরজা খোলা। হঠাৎ তীব্র বেগে সেদিকে ধেয়ে গেল ঘোড়া। বেরিয়ে ছুটল পাহাড়ের দিকে।
চোখ বড় বড় করে দেখছে জুলিয়া। উত্তেজনায় হাঁ হয়ে গেছে ডোনাল্ড।
ঢাল বেয়ে উঠে পাহাড়ের ওপাশে হারিয়ে গেল মানুষ আর ঘোড়া। চলার পথে ধুলোর ঝড় উঠেছিল, আস্তে আস্তে নেমে এল মাটিতে।
ধীরে কাটছে অপেক্ষার মুহূর্তগুলো। কয়েক মিনিট পর ডোনাল্ড এসে মায়ের হাত ধরে টান দিলো, 'মা, লোকটা আর আসবে না?'
'আসবে।'
পেরিয়ে যাচ্ছে সময়। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে জুলিয়া। আসছে না কেন এখনো? পা ভেঙে পড়ে রইল ঘোড়াটা? নাকি মরুভূমির দিকে ছুটে গেছে, তার সে-ছুট

BanglaBook.org

থামাতে পারছে না লোকটা? বারবার পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকাতে লাগল, কিন্তু দেখা গেল না ঘোড়া কিংবা মানুষ। ঠোঁট কামড়াচ্ছে জুলিয়া। হলো কী? নিজেকে ধমক লাগাল জুলিয়া। অচেনা একজন লোকের জন্য এতটা উদ্বিগ্ন হচ্ছে কেন সে? ও তার কে? এসেছে, একটা ঘোড়া কিনে নিয়ে চলে যাবে, ব্যস। না না, আসলে ঘোড়ার কথা ভাবছি আমি, দামি ঘোড়া তো–নিজেকে বোঝাল সে।

আরেকবার দেখল চারপাশের পাহাড়। শূন্য।

ঘরে ফিরে এলো জুলিয়া। চুল আঁচড়ে বাঁধল। দুরুদুরু করছে বুক। খাঁচার ভিতরে অদ্ভুতভাবে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। কেন এমন হচ্ছে? তার মতো বিবাহিতা মহিলার এ রকম হওয়া উচিত নয়। তাহলে? সে যে নারী এটা মনে করিয়ে দিয়েছে ওই আজব মানুষটা? ভাবতেই লাল হয়ে গেল গাল। আয়নায় নিজের চেহারায় পরিবর্তন দেখে নিজেই অবাক হলো।

ধীর-কদমে ঢাল বেয়ে নেমে এলো ঘোড়া। পিঠে বসে আছে নিক। দুজনেই ঘর্মাক্ত।

দরজায় দাঁড়ানো জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে সামান্য কুঁচকে গেল নিকের ভুরু। মহিলার চোখে স্বস্তির ছায়া ফুটতে দেখে অবাক হলো। কার জন্য ভাবছিল? তার জন্য, নাকি ঘোড়াটার? সামান্য একটু সেজেছে, তাতেই অপূর্ব লাগছে। খুব সুন্দরী।

'পোষ মানল?' নিকের দিকে সরাসরি তাকাতে পারছে না জুলিয়া।

'মানল। এবার নাল পরাতে হবে। বাকিগুলোকেও দেবো পরিয়ে?'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়।'

ঘোড়াটাকে কোরালে ঢোকাল নিক। এক খাবলা খড় এনে ডলে ডলে মুছতে লাগল ঘোড়ার পায়ের ঘাম। নার্ভাস হয়ে গেল ওটা। নতুন এই ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবে বুঝতে পারছে না। পছন্দ করা কি উচিত? চুপ করে থাকার সিদ্ধান্ত নিলো ঘোড়া। অনেক চেষ্টাই তো করে দেখল, পরাস্ত করতে পারল কই মানুষটাকে! প্রতিটি ব্যাপারে বরং সে-ই পরাজিত হয়ে বসে আছে।

কামারশালাটা দেখিয়ে বলল জুলিয়া, 'নাল পরানোর সব জিনিস ওখানে পাবেন।' ডোনাল্ডের দিকে ফিরল। 'যাও, ঘরে যাও। তোমার ঘুমানোর সময় হয়েছে।'

যেতে মন চাইছে না জনের। 'মা, শুধু নাল পরানোটা দেখেই...'

'না। তোমাকে যা বলা হয়েছে করো। অবাধ্যতা আমি একদম সইতে পারি না।'

BanglaBook.org

করুণ চোখে কামারশালার দিকে তাকাল ডোনাল্ড। ঘুরে রওনা হলো ঘরের দিকে। চলতে চলতে কয়েকবার ফিরে তাকাল।

মুখ নামিয়ে কাজ করছে নিক। কয়েকবার তার দিকে তাকাল জুলিয়া, কী বলে কথা শুরু করবে, ভাবছে। অবশেষে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে মিনমিন করে বলল, 'এখনো আসছে না। রাত করবে কি না কে জানে।'

জবাব দিলো না নিক। একমনে কাজ করছে। যেন শোনেইনি।

গলা আরেকটু চড়িয়ে জুলিয়া বলল, 'হয়তো কাল আসবে। তখন আপনি থাকবেন না। এসে খুব দুঃখ করবে।' আড়চোখে তাকাল নিকের দিকে। চেহারায় কোনো ভাবান্তর নেই লোকটার।

হঠাৎ দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল জুলিয়া, পালাতে পারলে যেন বাঁচে। ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'যাই, দেখি, ডোনাল্ড ঘুমাল কি না।'

'মিসেস রবার্ট।'

ফিরে তাকাল জুলিয়া। অস্বস্তি বেড়েছে। নিকের চওড়া কাঁধ আর সরু কোমর থেকে চোখ সরিয়ে নিলো জোর করে। লোকটার গায়ে নিশ্চয় বাঘের জোর।

'আপনি মিথ্যে বলতে পারেন না,' শান্ত কণ্ঠে বলল নিক।

চুপ করে রইল জুলিয়া।

'বলতে গেলে ধরা পড়ে যান,' আবার বলল নিক।

'কী বলছেন বুঝতে পারছি না,' গলায় জোর নেই জুলিয়ার। চোখ অন্য দিকে। তার এই লাজুক ভঙ্গি ভালো লাগল নিকের। জুলিয়া যে সুন্দরী, মনে মনে আরেকবার স্বীকার করল। মরুর রুক্ষ আবহাওয়াও পুরোপুরি কেড়ে নিতে পারেনি ত্বকের লাবণ্য। ভালো জায়গায় আর দশটা শহুরে মেয়ের মতো আরামে থাকলে ওর দিক থেকে চোখ ফেরানো যাবে না।

কোরালের ঘোড়াগুলো দেখাল নিক। 'কয়েক মাস হয়েছে নাল পরানো হয়নি। ভোঁতা কুড়াল পুরুষ মানুষ থাকলে এ রকম হওয়ার কথা নয়। রান্নাঘরে পাঁচ পাউন্ডের চায়ের টিনটা খালি। অনেক দিন হলো বাড়ি থেকে গেছে আপনার স্বামী...'

রক্ত সরে গেছে জুলিয়ার মুখ থেকে। 'দেখুন, মিস্টার কাউবয়, আপনার কোনো অধিকার নেই...'

'অধিকারের কথা বলছি না আমি। বলছি আপনি মিথ্যে বলতে পারেন না। কেন বলছেন, মিসেস রবার্ট? ঘরে পুরুষ মানুষ নেই বলে আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছেন?'

'কিছুটা।'

BanglaBook.org

নেহাইয়ের কোণায় আটকানো লাল টকটকে লোহার পাতে হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মারল নিক, আগুনের ফুলকি ছুটল, ধীরে ধীরে ঘোড়ার খুরের রূপ নিতে লাগল ওটা। 'মেয়েদের ওই এক দোষ। যেকোনো পুরুষ তাকালেই ভাবে, তার জন্য বুঝি পাগল হয়ে গেছে।'

আর থাকতে পারল না ওখানে জুলিয়া। ঘুরে দ্রুত পায়ে রওনা হলো ঘরের দিকে।

'এখানে এসেই দেখেছি,' পিছন থেকে বলল নিক, 'ঘোড়ার নালের তাজা দাগ নেই আশেপাশে। যা আছে অনেক পুরনো। বৃষ্টির পর আর কেউ আসেনি।'

নাল পরানো শেষ করল নিক। একটা সিগারেট ধরিয়ে উঠানে এসে দাঁড়াল। নীরবে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তাকাল আশপাশে। পাহাড়ের দিকেও তাকাল। এই পড়ন্ত বেলায় চমৎকার লাগছে জায়গাটা। যে-ই বাড়ি বানানোর জন্য বেছে নিয়েছিল, তার পছন্দ ছিল বলতে হবে।

বাড়িটা বানিয়েছিল জুলিয়ার বাবা, এ কথা বলে দিতে হলো না নিককে। কঠোর পরিশ্রমী ছিল ভদ্রলোক, বোঝাই যায়। পাথর দিয়ে তৈরি হয়েছে মূল বাড়িটা। আস্ত এক দুর্গ যেন। প্রচুর গুলি আর রাইফেল নিয়ে ওর ভিতরে লুকিয়ে একজন মানুষই ছোটখাটো একটা সেনাদলকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে অনেকক্ষণ। বিপদের ভয় আছে জেনেশুনেই ওভাবে বানানো হয়েছে বাড়িটা।

কোরাল, কামারশালা, গোলাঘর, সবই মজবুত করে বানানো হয়েছিল। তবে এখন যত্নের অভাবে নড়বড়ে। ডোবাটারও সংস্কার দরকার।

এ সব পুরুষের কাজ। জুলিয়া তার বাচ্চাকে নিয়ে একা যে আছে এই নির্জন অঞ্চলে, এটাই বেশি, সাহসের প্রশংসা করতে হয়। তার পক্ষে সব কিছু ঠিক রাখা, পরিষ্কার রাখা প্রায় অসম্ভব।

সাঁঝের বেশি বাকি নেই। পাহাড় ঘিরে থাকায় নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অন্ধকার নামে এই উপত্যকায়।

দরজা খোলার শব্দ হলো। ফিরল না নিক। তার পিছন দিয়ে বালতি হাতে ঝর্নায় যাওয়ার সময় সামান্য দ্বিধা করল জুলিয়া, বোধহয় কথা বলতে চায়। কিন্তু বলল না, চলে গেল।

ফেরার পথে থামল। 'মিস্টার কার্টার?'

'বলুন।'

'ঠিকই ধরেছেন, মিছে কথাই বলেছি আমি। অনেক দিন হলো গেছে আমার স্বামী।'

মাথা নোয়াল নিক। 'অ্যাপাচিরা মেরে ফেলেনি তো?'

BanglaBook.org

শক্ত হয়ে গেল জুলিয়া। এ কথা তারো মনে হয়েছে অনেকবার। 'তা না-ও হতে পারে। আরো অনেক কারণ আছে।' স্বামীকে চেনা আছে তার। আরেকটা কারণ বারবার মনে এসেছে, কিন্তু জোর করে তাড়িয়েছে। ওসব ভাবতেও খারাপ লাগে।

'কেন, ইন্ডিয়ানরা নয় কেন? সেটাই তো বেশি সম্ভব।'

'কেন মারবে? ওদের সঙ্গে তো গোলমাল করিনি আমরা...'

'মিসেস রবার্ট,' জুলিয়ার চোখের দিকে তাকাল নিক।

'আমার কথা যদি শোনেন, এক্ষুনি গিয়ে জিনিসপত্র গোছগাছ করে ডোনাল্ডকে নিয়ে চলুন আমার সঙ্গে। ভয়ানক বিপদ আসছে। অ্যাপাচিদের সর্দার মোহাকু আশেপাশের সমস্ত উপজাতিকে ডেকে মিটিং করেছে। একজোট হয়েছে ওরা। সে-খবরই আমি নিয়ে যাচ্ছি আর্মির কাছে।'

'না, না,' মাথা নেড়ে নিজেকেই বোঝাল যেন জুলিয়া, 'তা কেন করবে? কখনো ওদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিনি। এ পথে যাওয়ার সময় আমাদের ঝর্নায় পানি খেয়ে যায় ওরা। মোহাকুকে দেখিনি আমি, শুনেছি হৃদয়টা নাকি তার অনেক বড়।'

'আমি দেখেছি মোহাকুকে, শান্তিচুক্তির আগে। তার ঘোড়ার গলায় চল্লিশজন শ্বেতাঙ্গর মুণ্ডুর মালা পরিয়ে রেখেছিল।'

'সে-তো শান্তিচুক্তির আগে।'

'চুক্তি ভঙ্গ করেছে শ্বেতাঙ্গরা। অ্যাপাচিরা গেছে রেগে। তাদের এলাকায় শ্বেতাঙ্গ দেখলেই ধরে খুন করছে।'

'আমাদের কিছু করবে না।'

'কিছুই বলা যায় না।'

'আমরা তো আর বেঈমানি করিনি। যারা করেছে তাদের মারবে।'

'আত্মবিশ্বাস থাকা ভালো।'

অন্য কথায় চলে গেল জুলিয়া, 'আরে, কুকুরটাকে দেখছি না? গেল কই?'

'পাহাড়ের ও দিকে গেছে হয়তো। ওরও তো খিদে পায়।'

'আজব কুকুর পালছেন।'

'পালছি না।'

'কিন্তু এক সঙ্গেই তো থাকেন।'

'থাকি। ওর সঙ্গে আমার একটা না-বলা চুক্তি হয়েছে। আমাকে ওর দরকার, ওকেও আমার দরকার। আধ মাইল দূর থেকে ইন্ডিয়ানের গন্ধ পায় ও।'

কোরালের দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করল নিক। আলো থাকতে থাকতে সারতে

BanglaBook.org

পারবে কি না আন্দাজ করল বোধহয়। তারপর এগিয়ে গিয়ে বেড়া বাঁধতে শুরু করল।

সূর্য ডুবে গেছে, কিন্তু আলো আছে এখনো। দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে মরুর বাতাস। পশ্চিম আকাশের সাদা মেঘগুলো এখন গোলাপি। কটনউড গাছের মাথায় আলোর হালকা হলদে আভা। শুকনো পাতা সরসর করছে বাতাসে।

গাছের তলায় ঘন হচ্ছে ছায়া। পশ্চিমের পাহাড়ের গোড়ায় ইতোমধ্যেই অন্ধকার নেমেছে, এগিয়ে আসছে গুটিগুটি পায়ে।

পায়ে পায়ে কোরালের কাছে এসে দাঁড়াল জুলিয়া। 'মিস্টার কার্টার, শুনেছি, ইন্ডিয়ানরাও নাকি শ্বেতাঙ্গদের গন্ধ পায়। ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'আমার বিশ্বাস হয় না।'

হাসল নিক। হাসি তার চেহারা থেকে রুক্ষতা অনেকখানি সরিয়ে দেয়। 'কিন্তু কথাটা ঠিক, ম্যা'ম। এই তো, আপনি তো আমার কাছ থেকে দূরে রয়েছেন, গন্ধ তো পাচ্ছি। অথচ আমি ইন্ডিয়ান নই, ওদের সঙ্গে কিছু দিন থেকেছি মাত্র।'

অস্বস্তি ঢাকার জন্য হেসে উঠল জুলিয়া। মাথা নাড়ল, 'অসম্ভব।'

বাতাসের উজানে রয়েছে জুলিয়া। কয়েকবার নাক কুঁচকে বাতাসে গন্ধ নিলো নিক। বলল, 'আজ সকালে আপনি ময়দা মেখেছেন, গায়ে রুটির গন্ধ। নুন দেয়া মাংস রান্না করেছেন। সাবান মেখে হাতমুখ ধুয়েছেন। তা ছাড়া তীব্র মেয়েলি গন্ধ ছড়াচ্ছে আপনার ঘাম। মেয়েদের গন্ধ পুরুষের চেয়ে আলাদা। সেটা তীব্র হয়ে ওঠে বিশেষ বিশেষ সময়ে। কী, ঠিক বলিনি?'

চোখ নামিয়ে রেখেছে জুলিয়া। আবছা অন্ধকারে গালের লাল ছোপ অস্পষ্ট। হাত দিয়ে ডলে অযথাই অ্যাপ্রনের কোঁচকানো জায়গা সমান করার চেষ্টা করছে। 'যাই, কাজ পড়ে রয়েছে।' প্রায় দৌড়ে চলে গেল সে, পালিয়ে বাঁচল। রান্নাঘরের পরিচিত পরিবেশে ফিরে এসেও স্বস্তি পেল না জুলিয়া। নানা রকম প্রশ্ন খচখচ করছে মনে। সত্যিই কি তার ঘাম তীব্র গন্ধ ছড়াচ্ছে? অবিশ্বাস করতে পারল না সে। মানুষটাকে দেখার পর থেকেই কি যেন হয়ে গেছে তার ভিতর।

বাইরে অন্ধকার। গাছের পাতায় কাঁপুনি তুলে বয়ে গেলো এক ঝলক বাতাস, ঘরের চালে আঘাত হেনে মৃদু গুঙিয়ে রওনা হলো পাহাড়ের দিকে। ওই সুর জুলিয়ার পরিচিত। অন্য দিন তার কাছে ওটা ছিল নিঃসঙ্গ বাতাসের বিলাপ, বুকভাঙা হাহাকার। ওই বিষণ্নতা আতঙ্কিত করত তাকে। কিন্তু আজ তা করতে পারল না। ভয় দেখানোর চেষ্টা করে বিফল হয়ে ফিরে গেল বাতাস।

BanglaBook.org

ঘুরে ঘুরে বারবার কথাটা ফিরে আসছে জুলিয়ার মনে। জোর করে তাড়াতে হচ্ছে। না, না, এ হতে পারে না। ওই লোকটাকে সে চেনে না, জানে না, আগে কখনো দেখেনি। আজ এসেছে, কালই আবার চলে যাবে। তারপর হয়তো আর কোনো দিনই দেখা হবে না। তার জন্য...

জীবনে এই প্রথম পুরুষ মানুষ দেখছে সে, তা নয়। বিয়ের আগে তার বাবা বেঁচে থাকতে মাঝে সাঝে লোকজন এসেছে এই র‍্যাঞ্চে। তাদের কেউ কেউ সুপুরুষও ছিল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছেও। কোনো আকর্ষণ অনুভব করেনি জুলিয়া। কিন্তু আজ ওই অদ্ভুত লোকটা যেন তার হৃদয়ের মূল ধরে টান দিয়েছে।

বাইরে তার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, বিড়বিড় করে কথা বলছে ঘোড়াগুলোর সঙ্গে। কী অপূর্ব কায়দা! কত সহজে পোষ মানিয়ে নিল বেয়াড়া ঘোড়াটাকে। ভয়ানক কুকুরটা পর্যন্ত তার বাধ্য।

বাইরে রোদে শুকানো কঠিন মাটিতে তার জুতোর শব্দ হলো। আসছে। ঘরে ঢুকবে এবার। পাগলের মতো চারপাশে তাকাচ্ছে জুলিয়া, নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। কী যেন ভুলে গেছে, কী যেন খুঁজছে। ও আসছে ঘরে। পুরুষশূন্য ঘরে, রাতের বেলা, অন্ধকারে...

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তিন

চুলে হাত চালাল জুলিয়া, দরজার দিকে তাকাল।
দরজার বাইরে থেমেছে পদশব্দ। মুহূর্ত নীরবতার পর করাঘাত হলো।
খিল খোলার জন্য হাত বাড়িয়েও সরিয়ে নিলো জুলিয়া, 'কী চাই?'
'ঘোড়াগুলোকে খাইয়েছি।'
'থ্যাংকিউ।'
'রাতে আর যাচ্ছি না। কামারশালায়ই ঘুমাতে পারব।'
নিকের ঘুরে দাঁড়ানোর শব্দ শুনল জুলিয়া। দ্বিধা করল। খুলে দিলো দরজা।
থেমে গেল নিক। ঘুরে তাকাল। দরজা দিয়ে লণ্ঠনের আলো গিয়ে পড়ছে তার গায়ে, মুখে।
চোখ সরাতে পারল না জুলিয়া। 'বাইরে কাটাবেন? বাতাস যা ঠাণ্ডা। আসুন, ঘরে আসুন।'
জিন, কম্বল আর মালপত্রের ছোট বোঝাটা নিয়ে এলো নিক। তার পিছনে এলো টিংকার। দরজার বাইরে শুয়ে পড়ল।
কেরোসিন-বাতির আলো বাড়াল জুলিয়া।
সারা ঘরে চোখ বোলাল নিক। ডোনাল্ড ঘুমাচ্ছে বিছানায়। মালপত্র নিয়ে ঘরের এক কোণে চলল সে। কম্বল বিছাল মেঝেতে। হ্যাট খুলে ঝুলিয়ে রাখল একটা হুকে।
বালিশ নিয়ে এল জুলিয়া।
'লাগবে না। বেশি নরম। কান ঢেকে যায়, ফলে কানে ঠিকমতো শব্দ ঢোকে না।'
'ঘুমের মধ্যে শব্দ না ঢুকলেই তো ভালো।'
'না, ম্যা'ম, আমার জন্য নয়। দুই রাতও টিকব না তাহলে।' জিনের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল নিক। 'গুড নাইট।'
'সকালে রুটি বানানোর জন্য গম ভাঙব আমি। আওয়াজে অসুবিধে হবে না তো?'
হোলস্টার থেকে পিস্তল খুলে মাথার কাছে রাখল নিক। 'না, হবে না।' কম্বল টেনে দিলো গায়ের ওপর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। শোনা গেল তার ভারী নিঃশ্বাস।

BanglaBook.org

সারা দিন কঠোর পরিশ্রম করেছে তো–ভাবল জুলিয়া, ক্লান্ত শরীর, তাই এই ঘুম। আনমনেই মাথা নেড়ে ফিরে এসে জাঁতাকল নিয়ে বসল। নীরব রাতে জাঁতা ঘোরানোর ঘড়ঘড় শব্দ বিকট হয়ে কানে বাজল।

নিকের দিকে তাকাল জুলিয়া। অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

ঘুমের মাঝেই পাশ ফিরল একবার নিক। তারপর আর কোনো সাড়া নেই।

স্বামীর কথা ভাবছে জুলিয়া। লুক এখন কোথায়? অ্যাপাচিরা মেরে ফেলেছে? মনে হয় না। সে চলে গেছে, আর আসবে না কখনো। গত কয় মাসে লুক প্রায় মুছে গেছে তার মন থেকে। যাবে না-ই বা কেন? বিবাহিত জীবনে তাকে কী দিয়েছে তার স্বামী যে মনে রাখবে?

লুক জুয়াড়ি, জুয়া খেলতে চলে যেত। দিনের পর দিন অপেক্ষা করে থাকত জুলিয়া। অপেক্ষার সে-সব দুঃসহ মুহূর্তগুলোর কথা মনে পড়লে এখনো তেতো হয়ে যায় তার মন।

জুলিয়ার বাবার র‍্যাঞ্চে কোনো দিনই লুকের মন বসেনি। সব সময়ই সে উচ্ছৃঙ্খল, উড়ুউড়ু মন। বিয়ে করলে সব ঠিক হয়ে যাবে ভেবে মেয়ের সঙ্গে কুড়িয়ে পাওয়া ছেলের বিয়ে দিয়েছিল বৃদ্ধ এবং কিছু দিন যেতে না যেতেই বুঝেছিল, ভুল করেছে। মস্ত ভুল।

র‍্যাঞ্চের কাজকর্ম পছন্দ নয় লুকের। জুলিয়ার বাবার মৃত্যুর পর তাতে আরো বেশি অনীহা দেখা দিলো। সংসার চুলোয় যাক, জুয়া খেলার জন্য তার টাকা দরকার। তাই বুনো ঘোড়া ধরে পোষ মানিয়ে সেনাবাহিনীর কাছে বিক্রি করতে লাগল। লুক বলত, বুনো ঘোড়া ধরে আনে, কিন্তু জুলিয়ার সন্দেহ, ইন্ডিয়ানদের ঘোড়া চুরি করে আনত তার স্বামী।

সেটা একদিন খোলাখুলি জিজ্ঞেস করল। স্বীকার করল লুক। এ-ও বলল, এতে সে দোষের কিছু দেখে না।

মন আরো বিষিয়ে গেল জুলিয়ার। তার স্বামী চোর!

ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল জুলিয়ার বাবার, এমনকি মোহাকুর সঙ্গেও তার ভাব ছিল। ঘোড়া আর রাইফেল কেনাবেচা করেছে কত। জুলিয়া বুঝল, সেই সুসম্পর্ক নষ্ট করবে লুক। হুঁশিয়ার করল স্বামীকে। কিন্তু তোয়াক্কাই করল না লুক। সংসারের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করল। জুলিয়ার দৃঢ় বিশ্বাস–সন্তান আর স্ত্রীর দায়িত্ব তার কাছে বোঝা, তাই পালিয়েছে।

লুকের সঙ্গে জুলিয়ার বিয়ে হয়েছে, ঠিক, তার সন্তানের মা-ও হয়েছে, কিন্তু তাদের মাঝে ভালোবাসা জন্ম নেয়নি কোনো দিন। প্রেম কী জিনিস বোঝেইনি এতদিন জুলিয়া। কিন্তু আজ...ঘুমন্ত নিকের দিকে তাকাল সে।

BanglaBook.org

জাঁতা সরিয়ে রেখে উঠল জুলিয়া। এগোল। জিনের শিংয়ে আটকানো রয়েছে চকচকে একটা পিতলের চাকতি, সেটাই নজর কেড়েছে তার। কৌতূহল জাগিয়েছে। আলো হাতে এসে ওটার ওপর ঝুঁকল।
চাকতিটায় খোদাই করা রয়েছেঃ ফার্স্ট প্রাইজ। ব্রংক রাইডিং। নিক স্যান্ডারাস।
চমকে গেল নামটা পড়ে। অস্ফুট শব্দ বেরোল মুখ থেকে।
সামান্য ওই শব্দ আর নড়াচড়াই যথেষ্ট। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল নিক। হাতে উদ্যত পিস্তল। ঘুমের লেশমাত্র নেই চোখে।
এক লাফে সরে গেল জুলিয়া। একটা কোল্ট পিস্তল বের করে তুলে ধরল নিকের বুক বরাবর। 'তুমি নিক কার্টার! বন্দুকবাজ! অনেক বদনাম শুনেছি তোমার।'
পিস্তল নামাল নিক। চোখ মিটমিট করছে।
'গত বছরই তিনজন লোককে পিস্তল-লড়াইয়ে খুন করেছিলে শুনেছি। তি-ন জ-ন!'
'হ্যাঁ, ম্যা'ম।'
হেসে আগে বাড়ল নিক। হাত বাড়াল জুলিয়ার হাতের পিস্তলটার জন্য।
কী জানি কী হয়ে গেল জুলিয়ার। টিপে দিলো ট্রিগার।
খট করে খালি চেম্বারে পড়ল হ্যামার।
আস্তে করে জুলিয়ার হাত থেকে কোল্টটা নিয়ে নিলো নিক, মোলায়েম কণ্ঠে বলল, 'এই ভুল আর কখনো করবেন না। গুলি ছাড়া পিস্তল তাক করবেন না কারো দিকে।' নিজের খালি হোলস্টারে পিস্তলটা ঢোকাল সে।
'ডোনাল্ডের ভয়ে খালি রাখি।'
'সব সময় চেম্বারে গুলি ভরে রাখবেন, এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখবেন যাতে ডোনাল্ড খুঁজে না পায়। গুলি ছাড়া এটার কোনো মূল্যই নেই।'
'আ-আমি...আ-আপনাকে গুলি...মানে গুলি ভরা থাকলে...'
'ভুলে যান। আপনার জায়গায় আমি হলেও এ রকম কিছুই করতাম।' বিছানার দিকে চলল নিক। 'আপনাকে চমকে দিয়েছি। স্বাভাবিক শব্দে ঘুম ভাঙে না আমার। অস্বাভাবিক...সরি, ম্যা'ম।'
শুয়ে পড়ল নিক। গায়ে কম্বল টেনে দিতে না দিতেই আবার ঘুম।
নিক...নিক কার্টার নামটা যেন খোঁচাতে লাগল জুলিয়ার মনকে। নিকোলাইকে জুলিয়া দেখেছে। জানে, তাঁর মতো লোক যাকে বিশ্বাস করে গোপন কাজের দায়িত্ব দিয়ে দুর্গম এলাকায় পাঠায়, সেই লোক আর যাই হোক, লুকের মতো অসৎ কাপুরুষ হবে না।

BanglaBook.org

সে-রাতে শুয়ে শুয়ে আরো অনেক কথাই ভাবল জুলিয়া। ভাবল, নিকের কাছ থেকে পাওয়া ঘোড়া বিক্রির টাকা এই র‍্যাঞ্চ ছেড়ে যাওয়ার সময় কাজে লাগবে তাদের। আদৌ যদি যেতে হয় কোনো দিন। এমনিতে তো যাওয়ার ইচ্ছে মোটেও নেই ওর। এত সুন্দর জায়গা, এখানে জন্মেছে সে, বড় হয়েছে। রাইফেলে ভালো নিশানা তার, শিকারের ভাবনা নেই। সব কিছুই পাওয়া সম্ভব এখানে, খালি যদি ইন্ডিয়ানরা শান্তিতে থাকতে দেয়...আর...আর সঙ্গে একজন পুরুষ...

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠল নিক। কান পেতে শুনল নিশা শেষের পরিচিত নানা রকম শব্দ, অন্ধকার তাড়িয়ে রাজকীয় চালে আসছে দিন।

উঠে হোলস্টার ঝোলাল কোমরে। জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিলো। পুব আকাশে ধূসর আলো। শান্ত নিথর উঠান। অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াগুলো। ফিরে এসে কম্বল আর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলো সে।

ডোনাল্ড আর তার মা ঘুমোচ্ছে। প্রায় নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে বেরোল নিক।

তাকে দেখেই কোরালের বেড়ার কাছে এগিয়ে এলো ঘোড়াগুলো। একদিনের সেবাযত্নেই খাতির হয়ে গেছে। বিড়বিড় করে কথা বলল নিক, খাবার এনে দিলো। বেয়াড়া মাসট্যাংটা পর্যন্ত আদর করে মুখ ঘষল তার গায়ে।

পাথরের ফাঁকে ফাঁকে বয়ে চলা ঝর্নার কুলকুল কানে আসছে। সেদিকে চলল নিক। হ্যাট খুলে হাত-মুখ ধুয়ে নিলো ভালোমতো। ঝর্নার স্বচ্ছ পানি মুখে ঠাণ্ডা মোলায়েম স্পর্শ বোলাল যেন। চুল আঁচড়ে হ্যাট পরে নিয়ে পাহাড়ের মাঝের একটা খাঁড়ির দিকে রওনা হলো।

গাছের নিচে আর ডালপালার ফাঁকে এখনো ছায়া ছায়া অন্ধকার, কেমন যেন রহস্যময়। মিটমিট করছে কয়টা তারা, আকাশের মায়া কাটাতে পারছে না বুঝি। মুখে ঝাপটা দিয়ে গেল একঝলক তাজা বাতাস।

ঝর্নার পানি জমে ছোট্ট একটা প্রাকৃতিক পুকুর তৈরি হয়েছে এক জায়গায়। পাড়ে ঘন সবুজ ঘাস। পুকুরের পাড়ে নরম মাটিতে হরিণের পায়ের ছাপ। রাতে পানি খেতে এসেছিল। লোভনীয় ঘাসও তাদের আরেকটা বড় আকর্ষণ। অনেক ইন্ডিয়ান বাঁধাকপি জন্মে আছে এক জায়গায়। কিছু পাতা ছিঁড়ে নিয়ে র‍্যাঞ্চে ফিরে এলো নিক। যা দেখার দেখেছে। পরিশ্রমী পুরুষের জন্য জায়গাটা স্বর্গ। দরজায় দেখা দিলো জুলিয়া।

'বাঁধাকপি,' বাড়িয়ে দিলো নিক। 'খাঁড়ির কাছে অনেক জন্মেছে। মাংসের সঙ্গে দিয়ে রাঁধলে দারুণ হবে।'

BanglaBook.org

সাদাটে পাতাগুলো নিলো জুলিয়া।
'রুটিমূলও আছে দেখলাম,' আবার বলল নিক। 'আর মেসকিট সিম। গুঁড়ো করে রুটি বানাতে পারেন।'
'নিশ্চয় ইন্ডিয়ানদের কাছে শিখেছেন,' ঠিক প্রশ্ন নয়।
'এলাকাটা ওদের তো, হাজার হাজার বছর ধরে আছে। জানে এখানে কী করে বাঁচতে হয়। শ্বেতাঙ্গরা তো উড়ে এসে জুড়ে বসতে চাইছে।'
কোরালে গিয়ে মাসট্যাংটাকে বের করে আনল সে। জিন পরাল। রাইফেল ঝোলাল তাতে। সামান্য গাঁইগুঁই করে মেনে নিল ঘোড়া।
'যাচ্ছেন?'
'হ্যাঁ, ম্যা'ম। যেতে হবে,' চোখে চোখ মেলাল নিক। 'মত বদলেছেন? আসবেন?'
'না। এই র‍্যাঞ্চই আমার সব।'
'দেখেশুনে রাখতে পারলে ভালই জায়গা। অনেক অযত্ন হয়েছে, অনেক কাজ দরকার। ডোবার পানি পরিষ্কার করা, বাগান সাফ করে তাতে সব্জি লাগানো, আরও অনেক কাজ।'
'যাই, ডোনাল্ডকে তুলে আনি।'
'থাক না, ঘুমাক। বেশি ঘুমালে বাচ্চাদের শরীর ভালো থাকে।'
'আপনাকে বিদায় জানাতে না পারলে আমাকে আস্ত রাখবে না।'
এই একটা ব্যাপারে খুব অস্বস্তি বোধ করে নিক। বিদায় নেয়া তার ধাতে সয় না, মন খারাপ হয়ে যায়।
ডোনাল্ডকে আনতে গেল জুলিয়া।
ব্যাগ খুলে ছোট একটা বাঁশি বের করল নিক।
দুই হাতে চোখ ডলতে ডলতে বেরোল ডোনাল্ড। ঘুমজড়িত কণ্ঠে বলল, 'চলে যাচ্ছেন? থাকুন না আরেকটা দিন।'
'থাকতে আপত্তি ছিল না, বাবা, কিন্তু জরুরি কাজ আছে। যেতেই হবে। নাও,' বাঁশিটা বাড়িয়ে দিলো। জুলিয়ার দিকে ফিরে বলল, 'ইন্ডিয়ানদের কাছে বানানো শিখেছি। বাঁশি বানানোর ওস্তাদ ছিল আমার স্ত্রী। গাঁয়ের সব বাচ্চাকে বানিয়ে দিত।'
বাঁশিটা নেড়েচেড়ে দেখল ডোনাল্ড। ফুঁ দিলো। তীক্ষ্ণ সুরেলা আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলল চারপাশের পাহাড়ে। কান খাড়া হয়ে গেল ঘোড়াগুলোর। হাসিতে দাঁত সব বেরিয়ে পড়ল ডোনাল্ডের। 'থ্যাংকিউ, মিস্টার কার্টার।'
হেসে মাথা ঝাঁকাল শুধু নিক।
'অ্যাপাচিদের সঙ্গে কত দিন থেকেছেন?' জানতে চাইল জুলিয়া।

BanglaBook.org

'পাঁচ বছর।'
সামান্য উসখুস করে জিজ্ঞেসই করে ফেলল জুলিয়া, 'স্ত্রীর কথা বললেন। ইন্ডিয়ান?'
'হ্যাঁ। কয়েক ফুট দড়ি দিতে পারেন? কিনে নেব। আমার দড়িটা নষ্ট হয়ে গেছে।'
'নিশ্চয়ই। পয়সা লাগবে না, নিয়ে যান।'
'পয়সাটা তো আমার পকেট থেকে যাচ্ছে না, মিলিটারির তহবিল। অকারণে আপনি নেবেন না কেন?'
দড়ির বান্ডিল এনে দিলো জুলিয়া।
প্রয়োজনমতো কয়েক ফুট কেটে নিলে নিক। দাম মিটিয়ে দিলো।
'হুঁহ্, ঋণী থাকতে চান না।' এক মুহূর্ত চুপ করে রইল জুলিয়া। প্রশ্ন করল, 'অ্যাপাচিদের সঙ্গে থাকা খুব আনন্দের, না?'
'আমার তো ভালোই লাগে।'
'আপনার ইন্ডিয়ান স্ত্রী কি খুব সুন্দরী?'
'মোটামুটি খারাপ ছিল না। মারা গেছে,' শান্ত কণ্ঠে বলল নিক।
'সরি।'
দড়িটা দক্ষ হাতে গুটিয়ে রিং বানাল নিক, গলিয়ে দিলো জিনের শিংয়ের ওপর দিয়ে। 'বেশ ভালো দড়ি। কাজে লাগবে।'
'স্ত্রীর কথা মনে পড়ে আপনার? নিশ্চয় খুব ভালো ছিল?'
সরাসরি জুলিয়ার দিকে তাকাল নিক। আঁচড়ানো চুল দেখল, মুখের রঙ দেখল।
লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছে জুলিয়া। তাকাতে পারছে না। নিচের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাকে খুব ভালোবাসতেন, না?'
দ্বিধা ফুটল নিকের চোখে, ক্ষণিকের জন্য। বেল্টের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে টানল অযথাই। 'জানি না। ওকে আমার দরকার ছিল।'
'ভালোবাসতেন না?'
'ভেবে দেখিনি কখনো। কেন?'
'এমনি,' ঠোঁট কামড়াল জুলিয়া।
বাঁশি বাজাতে বাজাতে ঝর্নার দিকে চলল ডোনাল্ড। বড়দের কথাবার্তা বুঝতে পারছে না, ভালোও লাগছে না। তারচেয়ে ঝর্নার ধার থেকে ঘুরে আসাটাই উচিত কাজ মনে করছে সে।
সিগারেট ধরাল নিক। আরেকবার দেখল জুলিয়াকে। 'ইন্ডিয়ান মেয়েদের মতো হাঁটেন আপনি। সোজা হয়ে।'

BanglaBook.org

চোখে চোখ পড়ল আবার দুজনের।
ঠোঁট থেকে সিগারেট সরিয়ে জুলিয়ার জামার সামনের অংশ খামচে ধরে কাছে টানল নিক। ঠোঁটে ঠোঁট মিলল। বাধা দিলো না জুলিয়া।
খানিক পরে ঠেলে সরিয়ে দিলো তাকে নিক।
জুলিয়ার চোখে রাগ নেই, চেহারা সামান্য ফ্যাকাশে। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'কাজটা কি ঠিক করলেন?'
'যা চাইছেন তাই তো করলাম।'
'আমি বিবাহিতা।'
'সেকথা গতরাতে অনেক ভেবেছি।'
হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ভেজা ঠোঁট মুছল জুলিয়া, পিছিয়ে গেল এক পা। 'কী ভেবেছেন?'
'দাঁড়কাকের পালকের মতো কুচকুচে কালো আপনার চুল। ইন্ডিয়ান মেয়েদের মতো প্রেম আর আগুন একই সঙ্গে খেলে আপনার চোখের তারায়...'
'বাহ্, আপনি দেখছি কবি! কবিতা লেখেন না কেন?'
চুপ করে রইল নিক।
'অদ্ভুত লোক আপনি, মিস্টার কার্টার,' আবার বলল জুলিয়া।
'জীবনটাই তো অদ্ভুত,' বলেই আচমকা ঘুরে দাঁড়াল। সোজা গিয়ে লাফিয়ে উঠে বসল ঘোড়ার পিঠে। 'গুডবাই, মিসেস রবার্ট।'
চুপচাপ উঠানে দাঁড়িয়ে রইল জুলিয়া। ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে মাসট্যাং। গর্বিত ভঙ্গিতে পিঠে বসে আছে নিক। একটিবারও পিছনে ফিরে তাকাল না।
হারিয়ে গেল পাহাড়ের ওপাশে। ধীরে ধীরে থিতিয়ে এলো ঘোড়ার খুরের আঘাতে ওড়া ধুলো। চূড়ার সঙ্গে এসে মিশেছে যেন গাঢ় নীল আকাশ, ঝকঝকে উজ্জ্বল। গরম হয়ে উঠছে বাতাস।
নিক কার্টার চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল জুলিয়া।
বাঁশি বাজাতে বাজাতে ফিরে এলো ডোনাল্ড। 'চলে গেল, মা? আর আসবে?'
জবাব না দিয়ে বালতিটা তুলে নিলো জুলিয়া। পানি আনতে চলল ঝর্নায়।

BanglaBook.org

চার

উইলো বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো নিক।

সামনে নদী। পেরিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ঘোড়াটাকে পানিতে নামিয়ে দিলো সে। বেশি গভীর নয়, তবে কমও নয়, ঘোড়ার পিঠ ডুবে যায়।

সূর্য উঠেছে, কিন্তু ঢাকা পড়েছে মেঘের আড়ালে। ঘন মেঘ জমেছে। ঠাণ্ডা সকাল, পানিও ঠাণ্ডা। বাতাস স্তব্ধ।

দু-দিন হলো জুলিয়ার র‍্যাঞ্চ ছেড়ে এসেছে। লিটল ডাচ ক্রিকে রয়েছে এখন। মিলিটারি পোস্ট আর বেশি দূরে নেই।

অ্যাপাচিদের আনাগোনা এদিকে খুব বেশি লক্ষ করছে নিক। র‍্যাঞ্চ থেকে যেদিন বেরিয়েছে সেদিনই দু-দুটো দলের চিহ্ন দেখেছে, আরেকটু হলেই ওদের চোখে পড়েছিল। আর গত দিন তো প্রায় ধরাই পড়ে গিয়েছিল, লম্বা ঘাসের ভিতর লুকিয়ে কোনো মতে বেঁচেছে।

আকাশে কামান দাগছে যেন বজ্র। ছড়িয়ে পড়ছে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ।

নদী থেকে পানি খেলো নিক, ক্যানটিন ভরল। নদী পেরিয়ে এসে টিংকারও পানিতে মুখ নামিয়ে চপাৎ-চপাৎ করে খেতে শুরু করল। ঝট করে মাথা তুলল হঠাৎ।

নাক ফুলিয়ে ফোঁসফোঁস করে উঠল ঘোড়াটা।

নিকও দেখতে পেল ওদের। দুজন ইন্ডিয়ান যাচ্ছে। একজন চেপেছে ইউএস আর্মির বিশাল এক ঘোড়ায়, অন্যজনের গায়ে লেফটেন্যান্টের নীল কোট, ময়লা। খয়েরি দাগ লেগে আছে। ভুরু কুঁচকে গেল নিকের। ওই দাগ কিসের জানা আছে তার। রক্ত!

এমন জায়গায় রয়েছে ওরা, ইন্ডিয়ানরা দেখতে পেল না।

ইন্ডিয়ানরা চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল নিক। আর কেউ আসে কি না দেখল।

এলো না।

ঘোড়ায় চেপে সাবধানে এগিয়ে চলল নিক। কুকুরটাও সতর্ক।

ধেয়ে এলো ভেজা বাতাস, ঢেউ তুলল ঘাসের বনে।

দূর থেকেই শকুনগুলোকে দেখতে পেলো নিক। পাহাড়ের ওপর সারি দিয়ে বসে। ঘোড়ার গতি বাড়াল সে। আশপাশে তাকিয়ে দেখল। লম্বা লম্বা ঘাস বাতাসে দুলছে, তার ভিতরে কেউ লুকিয়ে থাকলেও বোঝার উপায় নেই।

BanglaBook.org

বুক ভরে টেনে নিলো ভেজা ঠাণ্ডা বাতাস। গন্ধেই বুঝল ঝড় আসছে।
উপত্যকার দিকে এগোচ্ছে নিক। চোখে পড়ল একটা মরা ঘোড়া। খানিক দূরে পড়ে থাকতে দেখল লোকটাকে। ইন্ডিয়ান।
কাছাকাছি পাওয়া গেল আরো নয়টা লাশ। কয়েকটা বুলেটের খাপ পেল, পিতলের, ইউএস আর্মির জিনিস। বোঝা গেল ইন্ডিয়ানদেরকে অ্যামবুশ করে মেরেছে লেফটেন্যান্ট বোথামের লোক। এ পথেই গেছে তাহলে 'সি' কোম্পানি। পোস্টে যাবে।
পাহাড়ের ওপাশে উপত্যকায় পাওয়া গেল ওদের পুরো সি কোম্পানিকে। উলঙ্গ অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে সবাই, রক্তাক্ত। কয়েকজনের মুণ্ডু নেই। বীভৎস দৃশ্য।
লেফটেন্যান্ট বোথামকে তিনবার গুলি করা হয়েছে, বুকে দুইবার, একবার কপালে। গুলির তিনটি ফুটো ছাড়া অক্ষত রয়েছে শরীর, নষ্ট করা হয়নি। তার পাশেই পড়ে আছে বিশালদেহী বিগ চার্লি। একই সঙ্গে মারা গেছে দুজনে, লেফটেন্যান্ট আর তার অধস্তন সার্জেন্ট–যে তাকে দেখতে পারত না।
হুইস্কির একটা ভাঙা বোতল পড়ে আছে দুজনের মাঝে।
একটা পাথরে বসে সিগারেট ধরাল নিক। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে কী ঘটেছিল এখানে। বোতলটার মালিক ছিল লেফটেন্যান্ট, সে-ই নিশ্চয় চার্লিকে দিয়েছে। অথচ মদ নিয়েই দুজনের মাঝে শত্রুতা। পাঁড় মাতাল অবস্থায় চার্লিকে প্রতি হপ্তায় অন্তত চারবার গার্ডহাউসে পাঠিয়েছে বোথাম, শাস্তি দিয়েছে। সেই লোকই...মৃত্যু মানুষকে কত কাছাকাছি এনে দেয়!
জোরে সিগারেটে টান দিলো নিক, আসলে দম নিলো। পরিচিত আরেকজনকে দেখতে পেল। বুড়ো হাম্বল ডোনাল্ড। চারপাশে ছড়িয়ে আছে গুলির খোসা। লেফটেন্যান্ট আর সার্জেন্টের মতো তার দেহও অবিকৃত। অ্যাপাচিদের সাংঘাতিক প্রয়োজন সত্ত্বেও তার রাইফেল দুটো নেয়নি ওরা, পাশেই সাজিয়ে রেখে গেছে। বীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।
নিশ্চয় সবার শেষে মরেছে বুড়ো। মুখে লেগে রয়েছে তার বিখ্যাত নেকড়ে-হাসি। খানিক দূরে বিয়ার গ্রাসের ধারাল ডগায় সাদা একটা কাগজ দৃষ্টি আকর্ষণ করল নিকের। উঠে গিয়ে খুলে নিল। চিঠি। বুড়ো মিসেস মেরি হাম্বল ডোনাল্ডের জন্য লিখে রেখে গেছে বুড়ো। উদ্দেশ্য, কেউ খুঁজে পেয়ে ওটা পৌঁছে দেবে তার স্ত্রীর কাছে। বিষণ্ন ছায়া নামল নিকের কঠিন ঠোঁটে, হাসি না কান্না ঠিক বোঝা গেল না। চিঠিটা সযত্নে রেখে দিলো পকেটে।
ঘুরে ঘুরে দেখল নিক। প্রায় আশিটা লাশ। চার দিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল অ্যাপাচিরা, বোঝা যায়। দলে অনেক ভারী ছিল।

BanglaBook.org

আনমনে খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বোলাল নিক, পশ্চিমে তাকাল। বাতাসের গতি বাড়ছে, নুয়ে পড়েছে ঘাসের মাথা, সোজাই করতে পারছে না। উল্টো দিক থেকে আঘাত হেনে ঘোড়ার কেশর ফুলিয়ে দিচ্ছে বাতাস। টুপ করে বৃষ্টির বিশাল একটা ফোঁটা পড়ল নিকের হাতে। আরেকটা, তারপর আরেকটা।

দ্রুতহাতে কম্বলের ভিতর মুড়ে রাখা স্লিকারটা বের করল সে। পরা শেষও করতে পারল না, শুরু হলো বর্ষণ। সেই সঙ্গে শাঁই শাঁই বাতাস। কানফাটা শব্দ করে বাজ পড়ল পাহাড়ের মাথায়, ঘাসপোড়া গন্ধ এসে লাগল নাকে।

ঘোড়ায় চড়ে ছুটল নিক। কয়েক মিনিটেই বন্যা হয়ে যাবে উপত্যকায়, ঢালের পানি, চারপাশের নালার পানি এসে জমা হবে এখানে। তার আগেই পালাতে হবে।

এলাকাটা তার পরিচিত। জানে পাহাড়ের ঢালে এক জায়গায় ছোট একটা বাড়ি আছে, র‍্যাঞ্চ।

বাড়িটা দেখা গেল। এদিকের আর সব র‍্যাঞ্চের মতোই পাথরের দেয়াল ওটারও। বিদ্যুতের আলোয় চমকাচ্ছে ভেজা পাথর।

বাড়ির সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল নিক। নির্জন। অ্যাপাচিদের ভয়ে পালিয়েছে অধিবাসীরা। দেখেই বোঝা যায় খালি পড়ে আছে অনেক দিন।

ঘরের কোণে ফায়ারপ্লেস, পাশে শুকনো লাকড়ির স্তূপ। খুব তাড়াহুড়ো করে পালিয়েছে বাড়ির লোকেরা।

স্লিকার খুলে রেখে আগুন জ্বালল নিক। সিগারেট ধরিয়ে বসল আগুনের পাশে। বাইরে তুমুল বর্ষণ, সেই সঙ্গে ঝড়।

সি কোম্পানির কথা ভাবল সে। ঝড়বৃষ্টির মাঝে উন্মুক্ত আকাশের তলায় পড়ে আছে এককালের গর্বিত মানুষগুলো। এখন আর কোনো দাম নেই তাদের। মনে পড়ল বুড়ো হাম্বল ডোনাল্ড আর তার মিসেসের কথা। ওয়াশিংটনে প্রেম করে বিয়ে করেছিল, বহুবার সে গল্প বলেছে বুড়ো। বৃদ্ধাও খুব ভালো। অতিথি আপ্যায়নে তার জুড়ি মেলা ভার। হাসিখুশি মহিলা, এই বয়েসেও ভালো নাচতে পারে। বৃষ্টির মধ্যে নিঃসঙ্গ পাহাড়ের গোড়ায় আকাশের দিকে তাকিয়ে পড়েছিল তার স্বামী, যখন শুনবে, কী করবে? সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল নিক, চিঠিটা সে হাতে হাতে না দিয়ে অফিসে জমা দেবে, তারাই পাঠানোর ব্যবস্থা করবে।

ভীষণ শব্দে বাজ পড়ল বাইরে। গোঁ গোঁ করে উঠল মেঝেতে শোয়া টিংকার।

আচ্ছা, জুলিয়ার র‍্যাঞ্চেও এখন নিশ্চয় বৃষ্টি হচ্ছে। একলা মেয়েমানুষ একটা বাচ্চাকে নিয়ে কিভাবে কাটাচ্ছে? ভয় পাচ্ছে?...

BanglaBook.org

ঘুম ভাঙল নিকের। আগুনের পাশে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ফায়ারপ্লেসে কাঠ ফুরিয়েছে, নিভে গেছে আগুন। বাইরে ঝড় থেমেছে।

দরজা খুলে বেরোল সে। বৃষ্টিও নেই বাতাসও নেই, ঠাণ্ডা সূর্যাস্ত। আকাশে মেঘ আছে এখনো, তবে কালিমা হারিয়েছে। ভীষণ তাড়া আছে যেন মেঘের, ছুটে চলেছে পশ্চিমে। বহু দূরে পর্বতের মাথায় কোথাও বাজ পড়ছে, চাপা গর্জন ভেসে আসছে মাঝে মাঝে।

ছাউনির নিচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা।

পশ্চিমে রওনা হলো মানুষ, ঘোড়া আর কুকুর মিলে তিনজনের দলটা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পাঁচ

ঝড়ের পরদিন সকালে বেলা করে কেবিন থেকে বেরোল জুলিয়া। হাতে বালতি নিয়ে পানি আনতে চলল।

ওপরে উঠেছে সূর্য। চওড়া আকাশে পেঁজা তুলোর মতো উড়ছে সাদা মেঘ। নীরব প্রকৃতি, শান্ত।

একটা বালতি ভরে রেখে আরেকটা ভরতে নামল। বালতিটা ভরে ফিরতেই দেখল ঘোড়ায় বসে আছে লোকটা, ইন্ডিয়ান।

গাছের আড়াল থেকে বেরোল আরেকজন, তারপর আরেকজন। জাদুমন্ত্রের ছোঁয়ায় যেন একে একে উদয় হলো বারোজন অ্যাপাচি।

ইন্ডিয়ানরা কখনো বিরক্ত করবে ভাবেনি জুলিয়া। দূর দিয়ে প্রায়ই ওদের যেতে দেখেছে, এত কাছে এই প্রথম দেখল।

বিরাট চওড়া কাঁধ আর পাটার মতো বুকের জন্য উচ্চতার চেয়ে কিছুটা খাটো দেখায় ওদের। পাথর কুঁদে তৈরি যেন চেহারা, কঠিন, নিষ্ঠুর। গঠন দেখেই বোঝা যায় গায়ে বাইসনের জোর। বাদামি চামড়ায় ধুলো লেগে আছে। কাঁধের ওপর লুটিয়ে পড়া লম্বা কালো চুল রঙিন ফিতে দিয়ে কপালের কাছে বাঁধা।

বেশ চমৎকার একটা ঘোড়ায় বসে আছে একজন, প্রথমেই চোখে পড়ে তাকে। সে-ই যে সর্দার এ কথা জুলিয়াকে বলে দিতে হলো না।

সর্দারের কানে কানে কী যেন বলল তার পাশে বসা লম্বা আরেকজন, চেহারাতেই বোঝা যায় লোক ভালো না। তার ঘোড়ার গলায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে মানুষের অনেকগুলো মুণ্ডু, সদ্য কাটা হয়েছে।

বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবে যেন জুলিয়া। মনের সমস্ত জোর এক করে খাড়া রইল পায়ের ওপর। চেহারা ফ্যাকাশে। বৃদ্ধ নেতার দিকে তাকিয়ে কোনো মতে বলল, 'মোহাকু?'

'হ্যাঁ, আমি মোহাকু।'

'পানি দরকার?'

মোহাকুর গভীর কালো চোখের তারায় কোনো ভাবান্তর নেই। মেহগনি-কঠিন মুখের একটা পেশিও কাঁপল না। 'তোমাকে হুঁশিয়ার করতে এসেছি। চলে যাও এ দেশ থেকে, নাহলে মরবে।'

'আমি যেতে পারব না। আমার স্বামী বাইরে। তা ছাড়া এটাই আমার বাড়ি।'

BanglaBook.org

জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে রয়েছে মোহাকু। তার সঙ্গীরা চুপচাপ। জোরাল বাতাস বইল এক ঝলক, ধুলো ওড়ালো, মর্মর তুলল কটনউডের পাতায়।

'এটা অ্যাপাচিদের ঝর্না,' অবশেষে বলল সর্দার।

'অ্যাপাচিরা থাকে পর্বতের ওদিকে। এই ঝর্না তাদের দরকার নেই। আমাদের বেশি দরকার।'

'কিন্তু অ্যাপাচিরা যখন এ পথে যাবে পানি খাবে কোথায়? মরভূমি পেরিয়ে এসে গলা শুকিয়ে যায় তাদের। তুমি তো বাধা দেবে।'

'এ দিকে এটাই একমাত্র ঝর্না নয়, সর্দার নিশ্চয় জানে। আর মহান মোহাকুর লোকেরা যদি এখানেই পানি খেতে আসে, আমাদের কোনো ক্ষতি না করে, কেন বাধা দেবো? কখনো দিয়েছি?'

কপালের ভাঁজ গভীরতর হলো মোহাকুর, অধৈর্য হওয়ার লক্ষণ। আতঙ্কিত জুলিয়া বুঝল, কথা শেষ।

'অ্যাপাচিরা কসম খেয়েছে তাদের এলাকায় কোনো শ্বেতাঙ্গ রাখবে না।' লম্বা লোকটার দিকে ফিরল মোহাকু। 'অ্যাকোয়া!' ইন্ডিয়ান ভাষায় নির্দেশ দিলো।

হাসি ফুটল অ্যাকোয়ার মুখে। লাফ দিয়ে নামল ঘোড়া থেকে। সর্দারের ঘোড়ার গলা ছুঁয়ে কী যেন বলল। বোধহয় ঘোড়ার কেশরের সঙ্গে তুলনা করছে জুলিয়ার চুলের, মুণ্ডুটা ওখানেই ঝোলাতে চায়। ইয়া বড় এক ছুরি বের করে এগোল।

চেঁচাল না জুলিয়া। কিছুই করল না। ভয় পেয়েছে এটা বুঝতে দিলো না। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্থির।

এই সময় কেবিন থেকে বেরোল ড্যানিয়েল। হাতে কোল্ট। দুই হাতে উঁচু করে ধরল অ্যাকোয়ার বুক বরাবর।

থেমে গেল অ্যাকোয়া। হেসে উঠল অন্যেরা। ছোট্ট ছেলেটার হাতে বেমানান বিশাল পিস্তল দেখে অ্যাকোয়ার মুখেও হাসি ফুটল।

ঘুরে দৌড় দিতে গেল জুলিয়া, রাইফেল আনার জন্য। ধরে ফেলল তাকে একজন। ঠিক ওই মুহূর্তে গর্জে উঠল পিস্তল।

অ্যাকোয়ার মাথার পাশ ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল প্রচণ্ড শক্তিশালী বুলেট, ঠিকমতো লাগলে চৌচির হয়ে যেত খুলি, সামান্য ছোঁয়ায় চোটই সামলাতে পারল না, মাটিতে পড়ে গেল সে। ডোনাল্ডের হাতে ভীষণভাবে লাফিয়ে উঠল পিস্তল, ঝাঁকুনিতে উল্টে পড়ল সে-ও।

ঝাড়া দিয়ে হাত ছুটিয়ে ডোনাল্ডের কাছে দৌড়ে গেল জুলিয়া।

BanglaBook.org

বেহুঁশ হয়ে গেছে অ্যাকোয়া।
ঘোড়ার পিঠে বসে রয়েছে মোহাকু, তার মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। ডোনাল্ডের দিকে তাকিয়ে জুলিয়াকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ছেলে? সাংঘাতিক সাহস। তোমার স্বামী যে নেই ভালোই হয়েছে আমাদের জন্য। নইলে অমন আরো একদল যোদ্ধা ছেলের জন্ম দিত। অ্যাপাচিদের সঙ্গে লড়ত তারা।'
'অ্যাপাচিদের সঙ্গে লড়ার কোনো ইচ্ছেই নেই আমার,' গম্ভীর হয়ে বলল জুলিয়া। 'অ্যাপাচিরা তাদের মতো থাকুক, আমাকেও আমার মতো শান্তিতে থাকতে দিক।' চিবুক উঁচু করল সে, 'নাকি মহান যোদ্ধা মোহাকু মেয়েমানুষের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা ভাবছে?'
ঘোড়া থেকে নামল মোহাকু, ছুরি খুলল।
ছেলেকে জড়িয়ে ধরে রাখল জুলিয়া। আড়চোখে তাকাল পড়ে থাকা পিস্তলটার দিকে। নাহ্, চেষ্টা করে লাভ নেই। গুলি করার সুযোগ পাবে না।
মাটিতে নামায় আরো বড় দেখাচ্ছে এখন মোহাকুকে। তার হাঁটা-চলা কথাবার্তা সব কিছুতেই একটা রাজকীয় ভাব, অ্যাপাচিদের যোগ্য নেতা।
নিঃশব্দে এগিয়ে এলো মোহাকু। পিছনে ইন্ডিয়ানরা নীরব।
ঝুঁকে ডোনাল্ডের একটা হাত তুলে নিয়ে তার বুড়ো আঙুলের মাথায় পোচ মারল মোহাকু। নিজের আঙুলও কাটল একইভাবে। ডোনাল্ডের কাটা জায়গায় চেপে ধরল নিজের হাত। রক্তে রক্ত মেশাল।
'এখন থেকে ও আমার ছেলে,' ভারী কণ্ঠস্বর আরো ভারী করে তুলল মোহাকু। 'আমি ওর নাম দিলাম খুদে যোদ্ধা।' জুলিয়ার দিকে তাকাল সর্দার। 'এখন থেকে আমার হয়ে তুমি ওকে দেখবে। আর কোনো ভয় নেই তোমার, থাকো এখানে।'
হুঁশ ফিরল অ্যাকোয়ার। তাড়াতাড়ি উঠে চারপাশে তাকাল। আপনাআপনি হাত চলে গেছে ক্ষতে, চটচটে রক্ত। হাত নিয়ে এলো চোখের সামনে। রক্ত! রাগে ছুরি হাতে লাফিয়ে উঠল সে, বিচ্ছু ছেলেটাকে খুন করবে।
চাবুকের মতো শপাং করে উঠল যেন মোহাকুর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ, 'অ্যাকোয়া!'
সর্দারের দিকে ফিরে তাকিয়ে অবাক হলো অ্যাকোয়া। ইঙ্গিত বুঝল। সামান্য দ্বিধা করে ফিরে গেল নিজের ঘোড়ার কাছে।
যাওয়ার জন্য ঘোড়ার মুখ ঘোরাতে গেল মোহাকু, থেমে গেল জুলিয়ার কথায়, 'মহান মোহাকুর ছেলে আজ থেকে আমার ছেলের বন্ধু।'

BanglaBook.org

মোহাকুর কঠিন চেহারা আরও কঠিন হয়ে গেল। 'আমার ছেলে মারা গেছে সাদা মানুষের জেলখানায়!'

রওনা হয়ে গেল সর্দার।

পিছনে একে একে ঘোড়ার মুখ ঘোরাল অন্য ইন্ডিয়ানরা, অ্যাকোয়া বাদে। তাকাল জুলিয়ার দিকে। চোখে তীব্র ঘৃণা।

জুলিয়া বুঝল, অ্যাকোয়া এখন থেকে তাদের এক নম্বর শত্রু। সুযোগ পেলেই ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।

চলে গেল অ্যাপাচিরা।

পিস্তলটা তুলে নিলো জুলিয়া। নিক কার্টার উপস্থিত নেই, কিন্তু পরোক্ষে আজ সে-ই তাদের বাঁচিয়ে দিলো। তার কথামতোই পিস্তলে গুলি ভরে রেখেছিল জুলিয়া।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ছয়

গ্রামের পর থেকে শুরু হয়েছে সামরিক এলাকা, সারি সারি তাঁবু পড়েছে। দুই পাশে গড়ে উঠেছে শুঁড়িখানা, খাবারের দোকান, কোয়ার্টার মাস্টারের গুদাম, বেকারি, কামারশালা, আস্তাবল। রোদে-পোড়া ইঁটের তৈরি একটা বিল্ডিং তৈরি হয়েছে চত্বরের এক ধারে। ওটাই অস্থায়ী মিলিটারি হেডকোয়ার্টার।

শুঁড়িখানার আশেপাশে দাঁড়িয়ে-বসে আছে কিছু লোক, অথবা ঘুরঘুর করছে, বেশির ভাগই সীমান্তের ওদিক থেকে আসা ভবঘুরে। দু-চার জন স্কাউটও আছে তাদের সাথে। কয়েকজন স্কাউট বসে আছে বাড়িটার সিঁড়িতে। সবাই চুপ। চোখ পাহাড়ের ঢালের দিকে, নিঃসঙ্গ ঘোড়সওয়ারকে দেখছে। ভাবছে, কে লোকটা? কোথা থেকে আসছে? একা একা ঘোড়া নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর সময় তো এটা নয়! আর যেদিক থেকে আসছে সেদিকে রয়েছে ঘোরতর বিপদ। সবচেয়ে দুঃসাহসী লোকটিও এখন একা ওদিকে যেতে সাহস করে না।

হেডকোয়ার্টারের দরজায় দেখা দিলো বিশালদেহী এক লোক, একজন স্কাউট। আসল নাম একটা আছে বটে, কিন্তু তার আকার-আয়তন আর স্বভাবচরিত্রের কারণে খেতাব একটা পেয়ে গেছে, 'গ্রিজলি'।

হেডকোয়ার্টারের সামনে ঘোড়া থেকে নামল নিক, হিচরেইলে বাঁধল ঘোড়াটাকে। খানিক দূরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে বিষাক্ত চোখে স্কাউটদের দিকে তাকাল টিংকার। যতখানি পথ হেঁটে এসেছে, অন্য কুকুর হলে জিভ বেরিয়ে যেত এতক্ষণে, কিন্তু ও তেমন হাঁপাচ্ছেও না।

'এসেছ,' ভালুকের মতোই গোঁ গোঁ করে উঠল গ্রিজলি। 'এসো। এক জগ রেডআই পাওনা হয়েছে তোমার...ওটা তোমার নাকি? কুত্তা, তো না, পুমা।

সামান্য মাথা নোয়াল শুধু নিক।

'আমরা তো ভাবছিলাম, গেছ তুমি। তোমার মাথা ঝুলছে এখন কোনো অ্যাপাচির ঘোড়ার গলায়। বাজি পর্যন্ত ধরে ফেলেছি কয়েকজনের সঙ্গে। ডুবিয়েছ তুমি আমাকে, নিক।'

'আরেকটু হলেই জিতে গিয়েছিলে। মৃত্যুটা আমার ঘোড়ার ওপর দিয়ে গেছে।'

'দেখি,' হাত বাড়াল গ্রিজলি। 'ওঅর ব্যাগটা দাও।'

BanglaBook.org

ব্যাগ নিয়ে ঢুকে গেল গ্রিজলি। ঘোড়ার পিঠে আদর করে চাপড় দিয়ে নিকও ঢুকে পড়ল।

জেস্কের ওপাশে বসে আছে একজন সার্জেন্ট। তার কাছাকাছি দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসেছে একজন সৈনিক, আর একজন স্কাউট। ডেস্কের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা, সুদর্শন এক লোক। উত্তেজিত, অধৈর্য চাউনি। কোমরে পিস্তল, বাঁট দেখেই বোঝা যায় অনেক ব্যবহার হয়েছে।

'আমি মেজরকে চাই,' রুক্ষ কণ্ঠ লোকটার। 'আর কারো সঙ্গেই কথা বলব না।'

'মেজর ঘুমাচ্ছেন,' অনেক কষ্টে কণ্ঠস্বর সংযত রাখল সার্জেন্ট, 'কতবার বলব? তিনি এখন দেখা করতে পারবেন না।'

'ঘুম থেকে ডেকে তুলুন।'

'তিন দিন পর ঘুমানোর সুযোগ পেয়েছেন তিনি। কিছুতেই ডাকতে পারব না এখন। তা ছাড়া উত্তর থেকে এখনো তেমন কোনো খারাপ খবর আসেনি যে জরুরি ব্যবস্থা নেব।'

কঠোর দৃষ্টিতে সার্জেন্টের দিকে তাকাল লম্বা লোকটা। 'আপনি কি কচুটা জানেন? মোহাকুর ভয়ে ক্যাভালরি অস্থির ওদিকে। আমার মনে হয় ইউএস ক্যাভালরি...'

সার্জেন্টের পিছনে ঘরের দরজা খুলে দেখা দিলেন মেজর জন ফুলার। তিনিও লম্বা, ইস্পাত-কঠিন দেহ, মুখে ক্লান্তির ছাপ। তার ব্যক্তিত্বের কাছে ম্রিয়মাণ হয়ে গেল লম্বা লোকটা, থেমে গেল বড় বড় কথা।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন,' শুকনো শোনাল মেজরের কণ্ঠ, 'থামলেন কেন? ইউএস ক্যাভালরি সম্পর্কে আপনার কী ধারণা বলে ফেলুন।'

'আমি লুক রবার্ট,' মিনমিন করে বলল লোকটা। 'সিভিলিয়ানদের সাহায্য করা ক্যাভালরির কর্তব্য, দায়িত্ব। উত্তরে আমার একটা খামার আছে, গ্রু...'

'সি কোম্পানি গিয়েছে ওদিকে। সিভিলিয়ানদের সাহায্য করতে গেছে। হপ্তাখানেক আগেই ফেরার কথা ছিল, কোনো কারণে দেরি হচ্ছে। চলে আসবে।'

টেইটের পিছনে এসে দাঁড়াল নিক। টিংকারও ঘরে ঢুকল। ভিতরে অনেক মানুষ দেখে দরজার কাছেই রইল, শুয়ে পড়ল দরজাজুড়ে।

দেয়ালে ঝোলানো কয়েকটা জিনের পাশে নিজেরটাও ঝুলিয়ে রাখল নিক। ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'সি কোম্পানি আর কোনো দিনই ফিরবে না।'

BanglaBook.org

রক্ত সরে গেল মেজরের মুখ থেকে। সি কোম্পানি ছিল তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত শক্তিশালী বাহিনী। ইস, মস্ত বোকামি হয়ে গেছে! মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো তাঁর। ওদের পাঠানো মোটেই উচিত হয়নি।

টেইটের ওপর আবার চোখ পড়তেই বিরক্তি ফুটল মেজরের চোখে। 'আপনি এখন যান। আমার জরুরি কাজ আছে।'

কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে গেল রবার্ট।

সার্জেন্টের দিকে ফিরলেন মেজর। 'সার্জেন্ট!'

ওই একটি শব্দেই যা বোঝার বুঝে নিলো সার্জেন্ট। আর কোনো দ্বিধা নেই তার। মেজরের আদেশ পাওয়া গেছে, সিভিলিয়ানের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে পারে এখন। চেপে রাখা ক্ষোভ যেন ছিটকে বেরোল আগ্নেয়গিরির গলিত লাভার মতো, 'যাও, বেরোও! আর আসবে না কক্ষনো।'

চোখ গরম করে সার্জেন্টের দিকে তাকাল রবার্ট। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকার সাহস করল না আর। অবস্থা ঘোরাল হয়ে উঠেছে। দরজায় কুকুরটাকে শুয়ে থাকতে দেখে সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল ওটার ওপর। গটমট করে গিয়ে লাথি তুলল, 'সর, কুত্তার বাচ্চা কুত্তা!'

পা সরিয়ে নিতে হলো সঙ্গে সঙ্গেই।

দাঁড়িয়ে গেছে টিংকার। চোখ ছোট ছোট। দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ভয়ানক ভঙ্গিতে।

বাপরে বাপ, কুত্তা তো না, পুমা, পার্বত্য সিংহ! পিছিয়ে এলো রবার্ট। হাত চলে গেল পিস্তলের খাপের ওপর।

পিছনে রাইফেলের বোল্ট টানার শব্দে ফিরে তাকাল।

তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছে নিকের রাইফেল।

'তোমার কুত্তা?' খাপ থেকে হাত সরিয়ে আনতে আনতে বলল রবার্ট। 'সরাও।'

'পাশে অনেক জায়গা আছে। ঘুরে যাও,' শান্ত কণ্ঠে বলল নিক।

'না, আমি সোজাই যাবো। একটা নেড়ি কুত্তার ভয়ে সরব আমি করেছ?'

'এই তো পুরুষ মানুষের মতো কথা। তা যাও না, আমাকে সরাতে বলছ কেন?'

একটা মাছি ভনভন করছে ঘরের মধ্যে। বাইরে কঠিন মাটিতে নাল ঠুকল একটা ঘোড়া।

স্থির দাঁড়িয়ে আছে রবার্ট। নিককে দেখছে। লোকটা তার অপরিচিত। কিন্তু

BanglaBook.org

কথাবার্তা, ঠাণ্ডা মেজাজ, রাইফেল ধরার ভঙ্গি দেখে হুঁশিয়ার হয়ে গেল সে। ট্রিগার টিপতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না ওই লোক।
আড়চোখে সার্জেন্টের দিকে তাকাল রবার্ট।
অপেক্ষা করছে সার্জেন্ট। রবার্ট বোকামি করুক এটাই চাইছে।
তাকে খুশি হওয়ার সুযোগ দিলো না রবার্ট। ভনভন করেই চলেছে মাছিটা। বাইরে খকখক করে উঠল এক পাঁড় মাতাল। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। সুযোগ অনেক আসবে, পরে, এই মুহূর্তে বোকামি করা উচিত হবে না
কুকুরটার পাশ দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল রবার্ট।
'ভেবেছিলাম, দুনিয়া থেকে একটা হারামি লোক কমবে,' হতাশা ঢাকার চেষ্টা করল না সার্জেন্ট। 'কিন্তু রাজি হলো না সে।'
দরজার কাছে গিয়ে পা দিয়ে ঠেলে টিংকারকে সরাল নিক। 'দরজা আটকাবি না।'
'কোথায় দেখেছ ওদের?' জিজ্ঞেস করলেন মেজর।
'এখান থেকে অর্ধেক দিনের পথ উত্তরে,' ফিরে বলল নিক। 'টুইন বুটস-এ।'
'একজনও বেঁচে নেই?'
'একজনও না। হ্যাটটা মাথার পিছনে ঠেলে দিয়ে পকেট থেকে সিগারেট বানানোর সরঞ্জাম বের করল নিক।
'খুলে বলো তো।'
সিগারেট টানতে টানতে খুলে বলল নিক।
তার কথা শেষ হওয়ার পরও অনেকক্ষণ পিনপতন নীরবতা বিরাজ করল ঘরে। সবাই চুপ। বিষণ্ন।
সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে দরজার দিকে তাকাল একবার নিক, দ্বিধা করল, তারপর ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'মেজর, উত্তর থেকে কোনো সেটেলারকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে? এই দু-চার দিনের মধ্যে?'
'অল্প কয়েকজন।'
'সুন্দরী একজন অল্পবয়েসী মহিলা? সঙ্গে একটা ছেলে?'
'না, সবাই মাঝবয়েসী, কিংবা বুড়ো।'
বেরিয়ে এলো নিক। বাইরে শান্ত, ঠাণ্ডা বিকেল। ভাবছে সে, উদ্ধারকারীরা তাহলে পায়নি জুলিয়া আর ডোনাল্ডকে। বিধবা পেলেও আনতে পারেনি, আসতে রাজি হয়নি হয়তো জুলিয়া।
পরদিন সকালে টুইন বুটস্-এ রওনা হলো এফ কোম্পানি। লাশগুলোর সৎকার করতে। ছায়ায় দাঁড়িয়ে ওদের যেতে দেখল নিক।

BanglaBook.org

পাহাড়ের ওপাশে দলটা হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। তারপর এসে ঢুকল হেডকোয়ার্টারে। ডেস্কে বসে রয়েছে সেই সার্জেন্ট। পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে একটা টুলে বসে আছে গ্রিজলি। নিককে দেখে হাসল। 'কাল খুব মিস করেছি, নিক।'

চোখ নাচাল শুধু নিক, অর্থাৎ, কী?

'রবার্টকে নাকি খুব শিক্ষা দিয়েছ। ভালো করেছ। আস্ত হারামি। ডিক বেশি ভদ্র বলে ছেড়ে দিয়েছে,' সার্জেন্টকে দেখাল সে। 'আমি হলে তো ঘাড় মটকে দিতাম। যা-ই হোক, তুমি সাবধানে থেকো, নিক। রবার্ট হারামজাদা সহজে ভুলবে না।'

'থাকব,' কথা দিলো নিক। সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করল 'মেজর কোথায়?'

'অফিসে। কথা বলবে?'

মাথা নোয়াল নিক।

'যাও,' দরজা দেখিয়ে দিলো সার্জেন্ট। 'আচ্ছা, দাঁড়াও, আমি দেখে আসি। এক মিনিট।'

মেজরের অফিস থেকে আধ মিনিট পরেই বেরিয়ে এলো সে। 'যাও।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে জানালার বাইরের রোদতপ্ত প্যারেড-গ্রাউন্ডের দিকে তাকিয়েছিলেন মেজর। সুদর্শন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, চুয়াল্লিশ বছর বয়েস, জন্মই হয়েছে যেন সৈনিক হওয়ার জন্য। এই অঞ্চল তার পরিচিত, এখানকার অধিবাসীরা পরিচিত। নিকের সাড়া পেয়ে মুখ ফেরালেন। 'কিছু বলবে?'

'আবার ওদিকে যেতে চাই, স্যার,' মাথা নেড়ে পাহাড়ের দিকটা নির্দেশ করল নিক। 'ব্যক্তিগত কাজ।'

সোজা হয়ে বসে টেবিলে রাখা একগাদা কাগজ টেনে নিলেন মেজর। 'সরি, নিক। তোমার এখানে থাকা দরকার। জেনারেল বলেছেন, স্কাউটদের হাতছাড়া না করতে।' চুপচাপ কয়েকটা কাগজ দেখলেন, অক্ষরগুলোতে মন যে নেই, বোঝাই যায়। মুখ তুললেন, 'ব্যক্তিগত?'

'হ্যাঁ, সার, এক মহিলা আর তার বাচ্চাটা একা রয়েছে। ইন্ডিয়ানদের এলাকা। কী হয় না হয়। যারা আনতে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গে আসেনি বটে, কিন্তু আমার সঙ্গে আসবে।'

পাইপটা টেনে নিয়ে ঠুকে ঠুকে অ্যাশট্রেতে পোড়া তামাক ফেলতে লাগলেন মেজর। 'অ্যাপাচিদের সঙ্গে অনেক বছর থেকেছ, না?'

'হ্যাঁ, সার।'

BanglaBook.org

'বসো,' চেয়ার দেখালেন মেজর। পাইপ ধরালেন। 'জেনারেলের কড়া নির্দেশ, খুব জরুরি কাজ না হলে যেন স্কাউটদেরকে হাতছাড়া না করি। তবে মোহাকুর খোঁজ আনতে গেছে, এ কথা তাকে বোঝানো গেলে হয়তো কিছু বলবেন না।'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল নিক।

'আমার মনে হয় অন্য কেউ যেতে চাইবে না,' বললেন মেজর। 'আর যদি কেউ চায়, সে হয় পাগল, নয় বোকা।'

উঠে দাঁড়াল নিক। 'আর কিছু বলার আছে, স্যার?'

'আছে,' দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ সরালেন মেজর। 'খুব হুঁশিয়ার থাকবে। যাও।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সাত

ঘর ঝাড়তে ঝাড়তে হঠাৎ খেয়াল করল জুলিয়া, অনেকক্ষণ থেকেই ডোনাল্ডের কোনো সাড়া নেই। বাইরেই তো খেলছিল। ঝাড়ু হাতে দরজায় বেরিয়ে এলো সে। চত্বরে নেই, ছাউনিতে নেই, কোরালের কাছে নেই। ধড়াস করে উঠল বুকের ভেতর। লাফিয়ে উঠানে নামল সে, চেঁচিয়ে ডাকল, 'ডোনাল্ড! ডোনাল্ড!' জবাব নেই।

কপালে হাত রেখে রোদ বাঁচিয়ে পাহাড়ে চোখ বোলাল জুলিয়া। নেই। ডোনাল্ডকে ওদিকে যেতে নিষেধ করেছে সে। তার কথার অবাধ্য নয় ছেলেটা, যেতে মানা যখন করেছে যাবে না। তাহলে গেল কোথায়?

প্রায় দৌড়ে কেবিনের চারপাশ ঘুরে দেখল জুলিয়া। নেই। আবার ডাকল, 'ডোনাল্ড!'

পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো তার ডাক। ঢাক পেটাচ্ছে যেন বুকের মধ্যে। কোরালের ওদিকে ছুটে গেল সে, কান্নাজড়িত গলায় ডাকল, 'ডোনাল্ড! ডোনাল্ড!'

গাছের আড়াল থেকে বেরোল দুটো ঘোড়া। একটাতে বসে আছে মোহাকু, আরেকটায় ডোনাল্ড।

ঝর্নার ঠাণ্ডা পানির মতো জুলিয়ার গায়ে পরশ বোলাল যেন স্বস্তি। বৃদ্ধ ইন্ডিয়ানের দিকে তাকিয়ে তোতলাতে শুরু করল, 'আ-আমি...কই, কো-কোনো আওয়াজ...'

'আওয়াজ করে না অ্যাপাচিরা,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল মোহাকু।

ঘোড়া থেকে নামল সর্দার। আস্তে করে মাটিতে নামিয়ে রাখল ডোনাল্ডকে। কাঁধে হাত রাখল, বাবার স্নেহ-ছোঁয়া রয়েছে তাতে।

'মা, সর্দার বলে আমি নাকি বড় যোদ্ধা হবো?'

মাথা নেড়ে সায় দিলো মোহাকু। 'হ্যাঁ, খুব বড় যোদ্ধা হবে। ঘোড়ায় চড়ার ধরনেই বুঝেছি।'

'মা, দেখো, আমার হেডব্যান্ড। সুন্দর, না?' গর্বিত ভঙ্গিতে কপালের বন্ধনীটা দেখাল ডোনাল্ড। তাতে চমৎকার একটা উপল পাথর বসান।

ঝুঁকে হাত বুলিয়ে পাথরটা দেখল জুলিয়া। 'হ্যাঁ, খুব সুন্দর।'

'অ্যাপাচি বীরের প্রতীক এটা।' ডোনাল্ডের দিকে ফিরল মোহাকু, 'তুমি ঘরে যাও। তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলব।'

BanglaBook.org

বাধ্য ছেলের মতো ঘরের দিকে ছুটে চলে গেল ডোনাল্ড। সেদিকে তাকিয়ে আছে জুলিয়া, মনে ভাবনা। নিশ্চয় জরুরি কিছু বলবে মোহাকু। সাবধানে জবাব দিতে হবে তার কথার, একটু এদিক-ওদিক করা চলবে না। গত কয় দিন ধরে অনেক ইন্ডিয়ানকে যেতে দেখেছে সে, সবার ঘোড়ার গলায় ঝুলতে দেখেছে শ্বেতাঙ্গ মানুষের কাটা মুণ্ডু। সে আর ডোনাল্ড এখনো বেঁচে রয়েছে শুধু মোহাকুর কৃপায়। তাকে মনঃক্ষুণ্ন করা চলবে না।

'খুদে যোদ্ধার একজন বাবা দরকার, যে তাকে শেখাতে পারবে।'

'যেকোনো দিন এসে পড়বে আমার স্বামী।'

এক মুহূর্ত চুপ রইল মোহাকু। মাথা নাড়ল। 'আমার মনে হয় না। ও মারা গেছে, নইলে এত দিনে এসে পড়ত।'

দ্বিধা করল জুলিয়া। 'আমাদের সমাজের নিয়ম, মেয়ে মানুষ তার স্বামী পছন্দ করবে। একজন যদি মারা যায় আরেকজনকে বেছে নেয়ার সুযোগ আছে।'

'অনেক সাহসী যোদ্ধা আমার সঙ্গে চলে।'

'মোহাকুর সঙ্গে যখন চলে, নিশ্চয় খুব ভালো লোক তারা। কিন্তু অ্যাপাচি মহিলার স্বামী হয় অ্যাপাচি বীর, আর শ্বেতাঙ্গ মহিলার স্বামী শ্বেতাঙ্গই হওয়া উচিত।'

যুক্তি বোঝে সর্দার। 'খুদে যোদ্ধা এখন মোহাকুর ছেলে। তার শিক্ষা অ্যাপাচি বীরের মতোই হওয়া উচিত।'

গভীর কালো বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটোর দিকে তাকাল জুলিয়া। 'নিশ্চয়ই। মোহাকুর মতোই যোদ্ধা হোক আমার ছেলে, তার মতো জ্ঞানী, মহান, দয়ালু। মোহাকু নিশ্চয় জানে, আমার ছেলে এখানেই জন্মেছে, অ্যাপাচিদের জন্মভূমিতে। তাদের মতোই এই দেশকে চিনবে-জানবে সে, তাদের মতোই ভালোবাসবে এখানকার মাটিকে। মহান মোহাকুর আশীর্বাদ সে পেয়েছে, এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী পাবে সে?' অ্যাপাচি সর্দারকে গলানোর জন্য বলেনি জুলিয়া, অন্তর থেকেই বলেছে, সত্য কথা।

ভাবান্তর নেই মোহাকুর চেহারায়। দীর্ঘ নীরব একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল জুলিয়ার চোখে চোখে। 'ভেবে দেখব তোমার কথা,' বলে আর দাঁড়াল না।

মোহাকু চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল জুলিয়া, গায়ে যে কড়া রোদ লাগছে টেরই পাচ্ছে না যেন, কাজ পড়ে আছে, তা-ও ভুলে গেছে। মহা সমস্যা। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে সে আর তার ছেলে। তার হিসাবে বা কথায় সামান্য ভুল হলেই মরতে হবে। এই অঞ্চলকে সে

BanglaBook.org

ভালোবাসে, তার ছেলে অ্যাপাচিদের গুণ পাক, তাতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে পুরোদস্তুর অ্যাপাচি হয়ে যাবে, তা ও মেনে নিতে পারবে না।

কত দিন সময় দেবে মোহাকু? খুব বেশি দিন নয়, জানে জুলিয়া। যদি আর্মি ইতিমধ্যে না আসে, উদ্ধার করে না নিয়ে যায়, তাহলে মোহাকুর বীরদের মধ্য থেকেই স্বামী হিসেবে কাউকে বেছে নিতে বাধ্য করা হবে তাকে।

আরেকটা উপায় আছে। শিগগিরই কোনো শ্বেতাঙ্গকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নেয়া এবং সেই লোককে জানতে হবে অ্যাপাচিদের নিয়ম-কানুন। খুদে যোদ্ধাকে অ্যাপাচি বীরের অনুকরণে গড়ে তুলতে হবে। তেমন লোক কই?

নামটা মনে আসতেই লজ্জা পেল জুলিয়া। লাল হলো গাল। ঠোঁট কামড়ে ধরে ঘুরল, টের পেল রোদ। কখন জানি হাত থেকে ফেলে দিয়েছিল ঝাড়ুটা, তুলে নিয়ে আবার কাজ করতে চলল।

ভাবনা তাকে ছাড়ল না। নিজেকে ধমক দিলো, সে একজন বিবাহিতা মহিলা, পরপুরুষের কথা ভাবতে লজ্জা হওয়া উচিত। নিক কার্টার তার কে? তার স্বামী আছে...সত্যি আছে কি? স্বামীই যদি হবে, কোথায় এখন সে? স্বামীর কোন কর্তব্যটা পালন করছে?

স্বামী বলতে যা বোঝায়, লুক সেটা কোনো দিনই ছিল না জুলিয়ার কাছে। দুজনে কিছু দিন এক সঙ্গে বসবাস করেছে, একটা ছেলে হয়েছে, ব্যস, ওই পর্যন্তই। জুলিয়ার মনে কোনো রকম ছাপ ফেলতে পারেনি লুক, সে চেষ্টাও সে করেনি।

সারাটা দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করল জুলিয়া, আর ভাবল। সন্ধ্যায় হাত-মুখ ধুয়ে বসল সিঁড়িতে।

পাহাড়টাকে যেন বড় বেশি নিঃসঙ্গ মনে হলো আজ রাতে। চাঁদের দিকে মুখ তুলে ডাকল একটা কয়োট। ক্ষণিকের জন্য রাতের নীরবতা খান খান করল একটা কোয়েলের কর্কশ চিৎকার।

আর কত সময় আছে? ঘুরে-ফিরে সেই একই ভাবনা এলো আবার জুলিয়ার মনে। কত দিন সময় দেবে তাকে মোহাকু?

ডোনাল্ড এসে বসল সিঁড়িতে, মায়ের পাশে। 'মা, লোকটা কি আমার হেডব্যান্ড পছন্দ করবে?'

'নিশ্চয়ই করবে।' সাবধানে, প্রতিটি শব্দ বেছে ছেলেকে বোঝাল, 'ডোনাল্ড, তুমি শ্বেতাঙ্গ। হয়তো কিছু দিন ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে তোমাকে থাকতে হবে, ওদের আচার-আচরণ শিখতে হবে, কিন্তু তাই বলে তোমাকে অ্যাপাচি হওয়া

BanglaBook.org

চলবে না। নিক কার্টার তো অনেক দিন থেকেছে ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে, তাই বলে কি সে ইন্ডিয়ান হয়ে গেছে? হয়নি।'

গুড়ি মেরে এলো অন্ধকার, ঘিরে ধরল আস্তাবলকে। বাতাসে সেজ ঝাড়ের সুবাস। অস্থির হয়ে পা ঠুকল ঘোড়াগুলো। পুবে পর্বতের মাথায় বিশাল এক তারা ঝলমল করছে।

সে কি আসবে? সময়মতো?

'মা,' মায়ের হাত টেনে নিলো ডোনাল্ড, 'যোদ্ধা হতে হলে কী কী শিখতে হয়?'

'বুনো জানোয়ারের পায়ের ছাপ অনুসরণ করতে জানতে হয়, ঘোড়ায় চড়া, শিকার করা, মরুভূমিতে খাবার খুঁজে বের করা...এবং আরো অনেক কিছু।'

'আমি পারব, মা? ওই লোকটার মতো ঘোড়ায় চড়তে?'

'হ্যাঁ, কেন পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে,' দ্বিধা করল জুলিয়া। 'যদি তোমাকে শেখায়। ও খুব ভালো মানুষ, ডোনাল্ড।'

'হ্যাঁ, মা। ওকে আমারও খুব ভালো লেগেছে,' শান্ত তারার দিকে তাকিয়ে বলল ডোনাল্ড। 'ওর কুকুরটাও আমার খুব পছন্দ।'

'কিন্তু ওটা তো তোমাকে কামড়াতে চেয়েছিল।'

'চেনে না তো, তাই। বুঝতে পারেনি আমি ওর বন্ধু। অচেনা লোককে কেন গায়ে হাত দিতে দেবে? যদি মেরে বসে?'

মৃদু শব্দ হলো। কে? কান খাড়া করল জুলিয়া।

ঘোড়ার খুরের শব্দ, অনেকগুলো।

দেখা গেল ওদের। জনা বারো লোক হবে। কেবিনের আলো থেকে দূরে ঝর্নার ধারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে ঘোড়াগুলো। একটা ঘোড়ার চোখে ঝিক করে প্রতিফলিত হলো আলো।

সারি থেকে বেরিয়ে এলো একজন ঘোড়সওয়ার।

অ্যাকোয়াকে চিনতে পেরে দাঁড়িয়ে গেল জুলিয়া।

কাছে এসে কড়া চোখে তাকাল অ্যাকোয়া। কোমরের বেল্টে ঝোলানো একটা সদ্য কাটা মানুষের মাথা দেখাল। লাল চুল।

সারি থেকে বেরিয়ে এসে অ্যাকোয়ার পাশে দাঁড়াল আরেকজন। বলল কিছু। শুধু 'মোহাকু' নামটা বুঝতে পারল জুলিয়া।

দ্বিধা করল অ্যাকোয়া। ঘোড়ার মুখ ঘোরাল, আবার ফিরল, তারপর আবার ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল দলের কাছে।

BanglaBook.org

ডোনাল্ডের হাত শক্ত করে ধরে স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে জুলিয়া। চলে যাচ্ছে ইন্ডিয়ানরা।

ওরা চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জুলিয়া। তারপর ছেলেকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। প্রথমেই পিস্তলটা পরীক্ষা করল। গুলি ভরাই আছে। জানে, একটিমাত্র গুলি খরচ হয়েছে, তবু নিশ্চিত হয়ে নিল।

অ্যাকোয়া আবার আসবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এবার একা আসবে। তারপর যা ঘটিয়ে যাবে তার জন্য দোষ দেবে অন্য কোনো ইন্ডিয়ানকে।

এই বিপদ থেকে জুলিয়াকে বাঁচাতে পারে এখনমাত্র একজন লোক, নিক কার্টার। আহা, যদি সময়মতো এসে পড়ত সে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আট

আস্তাবলের বাইরে খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে ঘোড়াটা। ঘরের কোণ ঘুরে এগোল নিক, এক হাতে রাইফেল, আরেক হাতে অন্যান্য জিনিসপত্র। ঘোড়ার পিঠে বাঁধতে শুরু করল ওগুলো।

পিছনে পদশব্দ শুনে কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল। আঙুল থামছে না, কাজ করে চলেছে। লুক রবার্ট আসছে, সঙ্গে সার্জেন্ট ডিক।

'দেখেছেন?' মাথা নাচিয়ে বলল রবার্ট। 'ওটা আমার ঘোড়া। আমার ব্র্যান্ড।'

ঘোড়ার ঘাড়ের কাছে লেখা অক্ষর দুটো পড়ল সার্জেন্ট, আশা করছে, টেইটের কথা ভুল হবে। নিকের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক বলছে?'

'হ্যাঁ। ওর ঘোড়া।'

'কোথায় পেয়েছ?'

চোখের ইশারায় রবার্টকে দেখাল নিক, 'ওর বাড়িতে। সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি।'

দ্বিধা করল ডিক, অস্বস্তি বোধ করছে। এ সব গোলমালে জড়ানোর কোনো ইচ্ছে নেই তার। রবার্টকে পছন্দ করে না সে, খুব বাজে লোক। বিপজ্জনক। নিক আরো বেশি বিপজ্জনক। তবে টেইটের মতো খারাপ নয়, অনেক গুণ তার আছে।

জেনারেলের কড়া হুকুম, এখানকার ক্যাম্প ছেড়ে কেউ যেন যেতে না পারে। জোর করে যেতে চাইলে আটকানোর নির্দেশ রয়েছে। সেই আদেশের বলে নিককে আটকানোর চেষ্টা করতে পারে ডিক। কিন্তু গতকাল অনেকক্ষণ মেজর ফুলারের অফিসে বসেছিল নিক, কী কথা হয়েছে কে জানে। সার্জেন্ট মেজর ডিককে বলে দিয়েছে, নিক কার্টারের কোনো কাজে বাধা না দিতে।

যেন কথার কথা বলছে, এমনিভাবে বলল ডিক, 'কিন্তু ওটা তো ইন্ডিয়ানদের এলাকা। সেখানে কাউকে যেতে দেয়া নিষেধ।'

সার্জেন্টের দিকে কান বাড়িয়ে দিলো নিক। 'কী বললে? জোরে বলো। কানে কম শুনি আমি।'

ধীরে সুস্থে ঘোড়ায় চড়ল সে। লাগাম টেনে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে চলতে শুরু করল আস্তাবল আর প্যারেড গ্রাউন্ডের মাঝের পথ ধরে।

খপ করে সার্জেন্টের হাত চেপে ধরল রবার্ট। 'চলে যাচ্ছে তো। আটকান। আমার ঘোড়া...'

BanglaBook.org

ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল ডিক। কঠোর কণ্ঠে বলল, 'দেখো, অন্য যা কিছু বলো, কিন্তু নিক কার্টার ঘোড়া চোর, এ কথা আমার সামনে বলবে না কখনও।' দাঁড়াল না আর সে।

গাল দিলো রবার্ট। কাকে দিলো, সে-ই জানে। ফিরে জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হলো না ডিকের। ঝামেলা থেকে যে ভালোয় ভালোয় মুক্তি পেয়েছে, তাতেই খুশি সে। হাঁটতে হাঁটতে দেখল শুঁড়িখানার দরজায় বেরিয়ে এসেছে আরেকজন বাজে লোক, টেইটের দোসর, 'ব্যাড' মরগান।

নিজের তাঁবুর কাছে এসে ফিরে তাকাল ডিক। মরগান আর রবার্ট পাশাপাশি হাঁটছে। শুঁড়িখানায় যাচ্ছে।

তাঁবু থেকে বেরোল সার্জেন্ট মেজর হেনরি। ডিকের মুখ দেখে ভুরু কোঁচকাল। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

সংক্ষেপে জানাল ডিক।

'ভালো করেছ,' মাথা ঝাঁকাল হেনরি। 'ওসব ঝামেলায় যাওয়ার দরকার নেই আমাদের। তা ছাড়া আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে।'

'কিন্তু ওরা ছাড়বে না। পিছু নেবেই।'

'নিক না, আমাদের কী?' হাসল সার্জেন্ট মেজর। 'ইন্ডিয়ানদের হাত থেকে যদিও বা বাঁচে, নিকের হাত থেকে বাঁচবে না।'

শুকনো একটা গিরিখাতের ভিতর থেকে উঠে এলো দুইজন ঘোড়সওয়ার। আগে আগে চলেছে রবার্ট, ঠিক পেছনেই রয়েছে মরগান, ছিপছিপে গড়ন তার, গায়ের রঙ বাদামি। শেষ বিকেলের ছায়া পাহাড়ের গোড়ায়, সেদিকে তাকিয়ে বলল সে, 'লুক, এ সব ভালো লাগছে না আমার।'

রবার্ট জবাব দিলো না। যতখানি আসতে হবে ভেবেছিল, তার চেয়ে বেশি চলে এসেছে। এখন আর ফেরার কোনো মানে হয় না। যে কাজে এসেছে, শেষ করেই যাবে। চিহ্ন ধরে অনুসরণ করায় দক্ষ সে, কিন্তু মরগান তার ওস্তাদ। দুজনে মিলে চিহ্ন দেখে দেখে অনুসরণ করে চলেছে নিককে। অবশ্য চিহ্ন লুকানোর তেমন কোনো চেষ্টা দেখা যাচ্ছে না নিকের মধ্যে, হয়তো জানেই না পিছু নেয়া হয়েছে তার।

'ইন্ডিয়ানদের এলাকায় ঢুকে যাচ্ছে ও,' তিক্ত কণ্ঠে বলল আবার মরগান। 'আমাদেরও টেনে নিয়ে চলেছে।'

'ভ্যানভ্যান করছ কেন? অনেক টাকা আছে ওর কাছে, জানোই। রাত হয়ে এসেছে, আর বেশিদূর যাবে না সে। থামবে এবার।'

BanglaBook.org

মুখ বাঁকাল মরগান। 'গতকালও একই কথা বলেছিলে। কিন্তু রাতে ওর ক্যাম্প খুঁজে পাইনি।'

'আজ পাব।'

এগিয়ে চলেছে ওরা। মরগান চিহ্ন খুঁজছে বটে, কিন্তু টেইটের বিশেষ মাথাব্যথা নেই এ ব্যাপারে। সে জানে, নিক কোথায় যাচ্ছে। পোস্টে কেউই জানে না সে বিবাহিত, তার একটা বাচ্চা আছে, তাদেরকে ফেলে রেখে এসেছে ইন্ডিয়ানদের এলাকায় সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে। তাহলে তাকে পোস্টে থাকতেই দিত না আর্মি, ফেরত পাঠিয়ে দিত। সে যে বিবাহিত এ কথা মরগানও জানে না।

প্রথম দিকে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে কিছুটা ছিল টেইটের। ইন্ডিয়ানদের তেমন পরোয়া করে না সে, তাকে তাড়া করে ফিরত র‍্যাঞ্চের একাকিত্ব। কাজ করতেও ভালো লাগে না। তার কথা, জুয়া খেলে সহজেই যখন টাকা আসে, র‍্যাঞ্চে হাড়ভাঙা পরিশ্রমের কী দরকার? বহুবার শহরে চলে যাওয়ার অনুরোধ করেছে জুলিয়াকে, কিছুতেই রাজি করাতে পারেনি। একেবারে বাবার মতো হয়েছে মেয়ে, অন্যায় বরদাস্ত করতে পারে না।

'ঘন ঘন আসা-যাওয়া করছে এ দিকে অ্যাপাচিরা,' মাটির দিকে তাকিয়ে বলল মরগান। 'আজ রাতে ওকে না পেলে আর আমি এ সবের মধ্যে নেই। কাল সকালেই ফিরে যাব।'

রাগ আহত গোখরোর মতো ফুঁসে উঠল টেইটের ভেতর, জোর করে চাপা দিলো। 'ব্যাড' মরগানকে রাগাতে চায় না সে। তা ছাড়া খুব ভালো করেই জানে, নিক কার্টারকে একা সামাল দিতে পারবে না, মরগানের সাহায্য দরকার।

'দেখো,' লোভ দেখাল রবার্ট, 'হাজার ডলারের কম নেই ওর কাছে, আমি শিওর। এত টাকা অন্য কোথায় পাবে? স্যান ফ্র্যান্সিসকোয় চলে যেতে পারব আমরা।'

'যদি বেঁচে থাকি।'

সাঁঝের ছায়া ঘন হচ্ছে, চলার গতি ধীর হয়ে এলো ওদের। ডেডম্যানে পৌঁছল। মাত্র কয়েক মাইল সামনে রয়েছে নিক। আর ঘোড়ার নালের ছাপের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে আছে ইন্ডিয়ানদের ঘোড়ার খুরের ছাপ।

'ঠিক আছে,' রবার্ট বলল, 'আজ রাতে না পেলে কাল দুজনেই ফিরে যাব।'

এগিয়ে চলেছে ওরা।

যতই নিকের কাছাকাছি হচ্ছে, অস্বস্তি বাড়ছে টেইটের। বারবার জিভ বুলিয়েও ভেজা রাখতে পারছে না শুকিয়ে আসা ঠোঁট।

BanglaBook.org

বড় বড় ছায়া কালো চাদরের মতো বিছিয়ে ঢেকে দিচ্ছে যেন পাহাড়কে। তাদের পিছনে পর্বতের ওপাশে হারিয়ে গেছে সূর্য। বাতাস ঠাণ্ডা। কিন্তু দরদর করে ঘামছে রবার্ট, আঠা আঠা হয়ে যাচ্ছে চামড়া। মরগানেরও একই দশা। খানিক পরপরই থামছে দুজনে। কান পেতে শুনছে।

'লুক।'

ফিরে তাকাল রবার্ট।

'আমার ভালো লাগছে না। মন বলছে, খুব খারাপ কিছু ঘটবে।'

মনে মনে অস্বীকার করল না রবার্ট, মুখে বলল, 'গাধার মতো কথা বোলো না।' দাবিয়ে রেখেছে কণ্ঠস্বর। 'আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তারপরই কেল্লা ফতে।'

বালুর ওপর দিয়ে চলেছে ঘোড়া। সামনে পাতার মর্মর কানে এলো। কটনউডের পাতা। আর কটনউড মানে পানি। তীব্র ঘৃণা মারাত্মক বিষের মতো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল টেইটের মনে। নিজের অজান্তেই পিস্তলে হাত বুলিয়ে খাপ থেকে ঢিলে করে নিল অস্ত্রটা। ঘোড়াকে আরো জোরে চলার নির্দেশ দিলো।

কানে এলো অতি মৃদু শব্দ। পাথরে ঘোড়ার খুরের ঘষা, জিনের পাকা চামড়ার মিহি মচমচ।

রাশ টেনে ঘোড়া থামাল রবার্ট। ভিতরে ভিতরে পুলকিত। 'যাক, অবশেষে পেলাম ওকে। কী, বলিনি, আজ ওর দেখা পাবোই?'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নয়

বুনো বাঁধাকপি তুলে সঙ্গের ঝুড়িতে রাখছে জুলিয়া। মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছে পাহাড়ের দিকে। গ্রীষ্মের কড়া রোদে ঢালে জন্মানো সবুজ ঘাসের রঙ জ্বলে বিবর্ণ হয়ে গেছে, একই রঙ হয়েছে বাঁধাকপির পাতারও

এত কাজ করে, তা-ও খুব ধীরে কাটে আজকাল সময়। প্রতীক্ষার সময় দীর্ঘই হয়। বার বার পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকানো একটা অভ্যাস হয়ে গেছে তার। যতই দিন যায়, জুলিয়ার বিশ্বাস বাড়ে, নিক আসবেই।

মোহাকুর ভয় না থাকলে নিকের আসার ব্যাপারে এতখানি ব্যস্ত হতো না সে। যেকোনো মুহূর্তে এসে হাজির হতে পারে বৃদ্ধ সর্দার, বিয়ের চাপ দেয়ার জন্য। মহাবিপদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে চার দিকে। রক্তলোলুপ হয়ে উঠেছে ইন্ডিয়ানরা। এই তো, মাত্র আগের দিনই ইন্ডিয়ানদের বিজয়োল্লাস শুনতে পেয়েছে কাছেই। ক্যাভালরির কয়েকজন সৈন্যকে খুন করেছে, তাদের ঘোড়া জবাই করে খেয়ে পানি খেতে এসেছিল জুলিয়ার ঝর্নায়। মা-ছেলের প্রাণ এখন সরু সুতোয় বাঁধা, মোহাকুকে চটালে সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন হয়ে যেতে পারে সে-সুতো।

ঝুড়ি ভরে বাঁধাকপি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো জুলিয়া। সেগুলো ধুচ্ছে, এই সময় কানে এল ঘোড়ার খুরের শব্দ। দেখতে দেখতে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ছয়টা ঘোড়া, ছয়জন ইন্ডিয়ান আরোহী। তীক্ষ্ণ চিৎকার করছে, স্থির থাকতে দিচ্ছে না ঘোড়াগুলোকে, পাগল হয়ে গেছে যেন।

ছুটে ঘরে ঢুকল জুলিয়া। রাইফেল হাতে দরজায় বেরিয়েই স্থির হয়ে গেল। সামনেই ঘোড়ার পিঠে বসা মোহাকু।

'আমি জানতাম অ্যাপাচিরা নীরবে আসে।'

'শুধু স্ত্রী-খোঁজা উৎসবের সময় বাদে।'

ধক করে উঠল জুলিয়ার বুক। ঘুরে উঠল মাথা, সামলে নিল কোনো মতে।

'কী খোঁজা?'

'নতুন বউ। তাকে খুশি করার জন্য তখন নানা রকম খেলা দেখায় অ্যাপাচি বীরেরা।'

ফিরে হাত তুলল মোহাকু। 'হলা!'

থেমে গেল নাচানাচি, চিৎকার, সমস্ত গোলমাল। কড়া সামরিক শৃঙ্খলায় এক সারিতে দাঁড় করিয়ে ফেলল ঘোড়াগুলোকে, পিঠে বসে রইল চুপচাপ।

BanglaBook.org

ওদের দেখিয়ে বলল মোহাকু, 'যেকোনো একজনকে বেছে নাও। খুদে যোদ্ধার বাপ হওয়ার যোগ্য ওরা সবাই।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো যোদ্ধাদের দিকে তাকাচ্ছে জুলিয়া। দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে ওদের তুলনা খুব কম। দুজন বেশ লম্বা, অন্যেরা স্বাভাবিক উচ্চতার অ্যাপাচি, পাটার মতো বুক। সবাই রঙচঙে পোশাক পরেছে, দুজনের পরনে ছিনিয়ে নেয়া শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের ইউনিফর্ম।

সারির বাম দিক থেকে শুরু করল মোহাকু, প্রথম লোকটাকে দেখিয়ে বলল, 'ওর নাম এলিয়ানো। দুর্দান্ত সাহস। ছয়টা ঘোড়ার মালিক। দুই স্ত্রী। একটা এত বুড়ো, যখন-তখন মরে যেতে পারে। ভালো শিকারি। তার স্ত্রী হলে না খেয়ে মরার ভয় নেই।'

দ্বিতীয় লোকটাকে দেখাল সর্দার। 'ওর নাম হিরি। দশটা ঘোড়ার মালিক। বউ মাত্র একটা। সে...'

আর শুনতে পারল না জুলিয়া। ঘুরে প্রায় দৌড়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, এতই ভয় পেয়েছে।

পিছনে পায়ের শব্দ হলো। ফিরে তাকাল জুলিয়া। মোহাকু ঢুকেছে।

'যাও, আমার ঘোড়ার কাছে দাঁড়াও গিয়ে,' ডোনাল্ডকে আদেশ দিলো সর্দার।

'যাচ্ছি,' বেরিয়ে গেল ডোনাল্ড।

'চোখে পানি কেন?' জুলিয়াকে বলল মোহাকু। 'খুদে যোদ্ধা যেন কখনো এ সব না দেখে। অ্যাপাচিরা কক্ষনো কাঁদে না।'

আহত বাঘিনীর মতো ফুঁসে উঠল জুলিয়া, মরিয়া হয়ে উঠেছে। 'সর্দার, আমার ওপর জবরদস্তি করা হচ্ছে...আমি বিবাহিতা...'

'বোকা মেয়ে। তোমার স্বামী মৃত।'

'না। আমি ওর লাশ দেখিনি। আমাদের সমাজে স্ত্রীকে নিশ্চিত হতে হয় যে তার স্বামী মারা গেছে। তার আগে...

জুলিয়ার কথা যেন শুনতে পাচ্ছে না মোহাকু। দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে অ্যাপাচি বীরদের। বাঁ থেকে তৃতীয় লোকটাকে দেখিয়ে বলল, 'মিচিকা। খুব সাহসী যোদ্ধা। অনেকগুলো ঘোড়ার মালিক। বউকে মারেও কম। ভালো গান গায়।'

মৃত্যুকে আর পরোয়া করল না জুলিয়া। 'সর্দার বুঝতে পারছে না আমার অসুবিধে। আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে কাজ করতে বলা হচ্ছে। অ্যাপাচীরাও তো ধর্ম মানে, পাপ-পুণ্য মানে, তারা তো ধর্মের বিরোধিতা করে না। তাহলে অন্য ধর্মের কাউকে...'

BanglaBook.org

অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মোহাকু। তীক্ষ্ণ হলো কণ্ঠস্বর, 'যে ধর্ম মানুষকে বোকার মতো কাজ করতে শেখায় সেটা ভুল ধর্ম।' থেমে গেল জুলিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে। দ্বিধা করল। 'ঠিক আছে, আমরা অপেক্ষা করব। তবে বেশি দিন নয়। ফসল বোনার বৃষ্টি নামবে শিগগির। এর মাঝে তোমার স্বামী ফিরে এলে ভালো, নইলে অ্যাপাচি বীরকেই গ্রহণ করতে হবে তোমাকে। এটা আমার রায়।'

দলবল নিয়ে চলে গেল মোহাকু।

দুরুদুরু বুকে তাদের চলে যাওয়া দেখল জুলিয়া।

অল্প কিছু দিন সময় আরও পাওয়া গেল।

সারাটা রাত চোখের পাতা এক করতে পারল না সে। নানা রকম কথা ভাবল। কিভাবে অ্যাপাচিদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়? পালাবে নাকি? সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল করে দিলো ভাবনাটা। কয়েক মাইলও যেতে পারবে না। তার আগেই ধরা পড়বে ইন্ডিয়ানদের হাতে। তারপর? অ্যাকোয়ার চোখে তীব্র ঘৃণা দেখেছে। তারপর কী ঘটবে ভাবতেও ভয় পেল জুলিয়া।

দীর্ঘ রাত্রি শেষ হলো একসময়।

দরজা খুলে বাইরে বেরোল সে। পানি আনতে চলল ঝর্নায়।

হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো তিনজন ঘোড়সওয়ার, ইন্ডিয়ান। তাদের একজন, অ্যাকোয়া!

স্থির হয়ে গেল জুলিয়া। মাথা খাড়া রাখল কোনো মতে। ভয় পেয়েছে, এটা বুঝতে দেয়া চলবে না। বিপদ বাড়বে তাতে। একটা ব্যাপার বুঝতে পেরেছে, অন্যান্য ইন্ডিয়ানদের চেয়ে মোহাকুকে কম ভয় করে অ্যাকোয়া। বিশেষ ক্ষেত্রে সেটা আরো কমে যেতে পারে।

'কী চাই?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল জুলিয়া।

চোখ ছোট করে তাকাল অ্যাকোয়া। 'আস্তে কথা বলো। শিগগির আমার বউ হবে।'

'তোমার?' বিদ্রূপের হাসি হাসল জুলিয়া। 'ল্যাঙড়া অ্যাপাচিকে বরং স্বামী হিসেবে নেব, তবু তোমাকে নয়। কাপুরুষ কোথাকার!'

নাকের ফুটো বিস্ফারিত হলো অ্যাকোয়ার, আগুন ঝিক করে উঠল চোখের তারায়। দু-দিক থেকে ঘেঁষে এলো তার দুই সঙ্গী, পরিস্থিতি ঘোরাল হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরেছে। তাদের একজনকে চেনে জুলিয়া, গত সন্ধ্যায় এসেছিল, এলিয়ানো।

'আমি কাপুরুষ নই!' চাবুকের মতো শপাং করে আছড়ে পড়ল যেন অ্যাকোয়ার কণ্ঠস্বর। 'অনেক সৈন্য মেরেছি আমি। অনেক যুদ্ধ জোগাড় করেছি।'

BanglaBook.org

এলিয়ানো রয়েছে দেখে সাহস পাচ্ছে জুলিয়া। সমান তেজে জবাব দিলো, 'আর তোমাকে মারতে আমার ছেলেই যথেষ্ট। মাত্র ছয় বছর বয়েস ওর, বুঝেছ, কাপুরুষ? ওর যখন বারো হবে, তোমাকে কী করতে পারবে ভাবো?'

মেজাজের হেয়ার-ট্রিগার ছুটে গেল অ্যাকোয়ার। ঘোড়া নিয়ে লাফ দিয়ে এগোল।

ফেটে পড়ল যেন এলিয়ানোর কঠিন কণ্ঠ। তার পাশে দাঁড়াল তৃতীয় লোকটা। ঘুরল অ্যাকোয়া। মুখোমুখি হলো দুই বীরের।

দ্রুত কথা কাটাকাটি চলল।

দুইজনের বিরুদ্ধে একজন।

অবশেষে খারাপ কিছু করা থেকে বিরত হলো অ্যাকোয়া। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল।

'থ্যাংক ইউ, এলিয়ানো,' হাসিমুখে বলল জুলিয়া। 'তোমাদের কথা জানাব আমি মোহাকুকে।'

এক মুহূর্ত জুলিয়ার চোখে চোখে তাকিয়ে রইল এলিয়ানো, তারপর মুখ ঘোরাল। সঙ্গীকে নিয়ে হারিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে।

উত্তেজনা শেষ হতেই হাঁটু কাঁপতে শুরু করল জুলিয়ার। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। এলিয়ানো আর ওই ইন্ডিয়ানটা সঙ্গে না থাকলে কী হতো, ভাবতেই বুক কেঁপে উঠল তার। কোনো মতে হেঁটে এসে ধপ করে বসে পড়ল কেবিনের সিঁড়িতে। জানে, আবার আসবে অ্যাকোয়া। এবার হয় একা আসবে, নয়তো এমন সঙ্গী নিয়ে আসবে, যারা তার মতোই বাজে লোক।

দিনটা যেন ঘোরের মধ্যে কাটল জুলিয়ার।

আগের রাতে ঘুমায়নি, এ রাতে আর চোখ টেনে খোলা রাখতে পারল না। রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে চমকে উঠে বসল। অস্বাভাবিক নীরবতা চার দিকে। খানিক পরে শোনা গেল কঠিন মাটিতে ঘোড়ার খুরের শব্দ, মানব কণ্ঠের মিলিত বুনো চিৎকার। আবার খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর গুলির শব্দ হলো একবার, সেই সঙ্গে দীর্ঘ আর্তনাদ।

রাইফেল নিয়ে জানালায় উঁকি দিলো জুলিয়া। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও কিছুই চোখে পড়ল না। শুধু মায়াময় চাঁদের আলো আর কটনউডের পাতায় বাতাসের কানাকানি ছাড়া আর কিছু নেই, কিছু না। পাহাড়ের চূড়া শূন্য।

পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ডোনাল্ড। হাত ধরে টানল, 'মা, কী হয়েছে? লোকটা এসেছে?'

BanglaBook.org

আঁতকে উঠল জুলিয়া। তাই তো? লোকটা কি এসেছিল? এসে মারা পড়ল একেবারে তার ঘরের দরজায়?

আর ঘুম আসার প্রশ্নই ওঠে না। ডোনাল্ডকে বিছানায় আবার শুইয়ে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল জুলিয়া। রাইফেল হাতে বসে রইল জানালার পাশে।

শেষ হলো রাত। আলো ফুটল পুব আকাশে। কটনউড গাছের মাথা থেকে টুপ করে গড়িয়ে পড়ে গেল যেন চাঁদের রুপালি জ্যোৎস্না, তার জায়গায় ঠাঁই নিচ্ছে হলুদ আলো–সোনালি হলো ধীরে ধীরে। এক ঝাঁক সোনালি বর্শার মত ছুটে এলো সূর্যরশ্মি। তীক্ষ্ণ আঘাতে পিছু হটল যেন অন্ধকারের চাদর, সরে গিয়ে কিছুক্ষণ লুকিয়ে রইল গোলাঘরের নিচে, আনাচে কানাচে, টিকতে পারল না, আরও সরে যেতে হলো, একেবারে ঝর্নার ধারের ঝোপের কাছে। গুড়ি মেরে বসে রইল সেখানে গিয়ে। সুযোগ পেলেই বেরিয়ে আসবে আবার

'এই ভাই, কাছেপিঠে কেউ আছো তোমরা?' বলে যেন ডেকে উঠল একটা কোয়েল।

'আছি, এই যে এখানে,' সাড়া এল অন্য পাড় থেকে।

সুন্দর আরেক সকাল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দশ

নিক যেখানে থেমেছে তার সিকি মাইল পিছনে থামল রবার্ট আর মরগান।

'পেয়েছি এবার ওকে,' বলল রবার্ট। 'এখন ও নিশ্চয়ই ক্যাম্প করছে। সতর্ক তো থাকবেই, ওর মতো লোক। থাকুক। এখন যাচ্ছি না। কাল ভোরে ও ঘুম থেকে ওঠার আগমুহূর্তে আঘাত হানব।'

'দেখো পারো কি না,' পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে মরগান।

'সকাল তো, তা ছাড়া ঘুম। আঙুল শক্ত থাকবে তখন ওর, ট্রিগার টিপতে অসুবিধে হবে।'

ফিরে তাকাল মরগান। 'বেশি আশা কোরো না।'

'খামোকা ভাবছ তুমি, ভয় পাচ্ছ।'

ওরা যেখানে রয়েছে, সেখান থেকে গিরিখাতটা দেখা যায়। নিককে দেখতে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু ওখান থেকে ও এখন বেরোতে গেলে ওদের চোখ এড়িয়ে যেতে পারবে না।

চুপ হয়ে আছে মরগান। যতই সময় যাচ্ছে, অস্বস্তি বাড়ছে তার। অথচ এ রকম অনুভূতি হওয়ার কথা ছিল না তার মতো লোকের। আগে হয়নি কখনও। মিসৌরিতে মানুষ খুন করে পালিয়েছিল কানসাসে, সেখানে আবার খুন করে পালিয়ে এসেছে দক্ষিণে, টেকসাসে। দুই জায়গাতেই পুলিশ খুঁজছে তাকে।

সাহসী লোকের প্রতি একটা দুর্বলতা আছে তার। নিক কার্টার সাহসী লোক। টেইটের হয়ে তার বিরুদ্ধে গেছে বটে, কিন্তু তাই বলে প্রতিপক্ষের ওপর থেকে শ্রদ্ধাবোধ দূর হয়ে যায়নি। মরগান জানে না রবার্ট বিবাহিত, স্ত্রী আর সন্তানকে বিপজ্জনক এলাকায় রেখে কাপুরুষের মতো পালিয়ে এসেছে। তাহলে ধরে খুনই করে ফেলত তাকে।

অস্থির হয়ে উঠেছে মরগান। ভালো জায়গায় ক্যাম্প করেছে। আগুন জ্বালানোর দরকার নেই। সঙ্গে খাবার আর হুইস্কি আছে। তবু মন থেকে আশঙ্কা দূর করতে পারছে না কিছুতেই। টাকার প্রচণ্ড লোভই তাকে টেনে এনেছে এতদূর। কয়েক মাসের বেতন একসঙ্গে পেয়েছে নিক, তা ছাড়া তার জমানো কিছু স্বর্ণমুদ্রাও রয়েছে থলেতে, পোস্টে শুঁড়িখানার মালিকের কাছে জেনেছে এ কথা ওরা। তারমানে অনেক টাকা। জুয়া খেলে ইদানীং আর বিশেষ সুবিধে হচ্ছিল না। বার বার জেতে সে আর রবার্ট, কথাটা ছড়িয়ে পড়ার পর কেউ

BanglaBook.org

আর তাদের সঙ্গে বেশি টাকার দানে খেলতে সাহস করে না। কেউ কেউ এ কথাও বলে, ওরা জোচ্চোর, যদিও ধরতে পারেনি কেউ। কিছু টাকা জোগাড় করে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। নইলে শত প্রলোভনেও টেইটের টোপ গিলত না মরগান।

আচ্ছা, টেইটের হয়েছে কী? কেন নিকের ওপর তার ক্ষোভ? কয়দিন ধরেই ভাবছে মরগান কথাটা। লোভ আর তীব্র ঘৃণা ছাড়াও আরো কিছু রয়েছে। কী? খুব খারাপ লোক সে, মরগান নিজেই স্বীকার করে সেটা। তবে এ-ও জানে, কিছু ভালো গুণ তার মাঝেও আছে। বেশির ভাগ মানুষেরই থাকে। চিত হয়ে শুয়ে তারার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল সে। টেইটের ভালো গুণ একটাও আবিষ্কার করতে পারল না, বরং আরো দুটো খারাপ দিক খুঁজে পেল। ভীরুতা ও ঈর্ষা।

নিজের চেয়ে শক্তিশালী ও ভালো কাউকে দেখলেই ঈর্ষায় জ্বলতে থাকে রবার্ট, শত্রু হোক বা না হোক, আক্রমণ করে শেষ করে দেয়ার চেষ্টা করে। সাংঘাতিক বাজে স্বভাব। মরগানের সঙ্গে দোস্তি করেছে সে, তার কারণ তাকে নিজের চেয়ে বড় মনে করে না।

ভাবতে ভাবতে তেতো হয়ে গেল মরগানের মন। হঠাৎ যেন জোরাল হয়ে মুখ দিয়ে বেরোল ভাবনাটা, 'কাল হলে ভালো, নইলে আর এগোচ্ছি না। ফিরে যাব।'

'হবে,' জবাব দিলো রবার্ট।

গিরিখাতের তলায় ক্যাম্প করেছে নিক। সে-ও আগুন জ্বালেনি। সতর্ক রয়েছে। তার আসার পথে পিছনে ধুলো উড়তে দেখেছে, একবার রোদে ঝিক করে উঠেছিল কী যেন।

ভুলও হতে পারে তার, কিন্তু অবচেতন মন বলছে পিছু নেয়া হয়েছে তার। যে বা যারা নিয়েছে, তারা ইন্ডিয়ান হবে।

পাহাড়ী মেহগনি আর এক ধরনের কাঁটাঝোপের মাঝে এক চিলতে ফাঁকা জায়গা। আশেপাশে কিছু ক্যাট-ক্ল জন্মে আছে। এখানে নিশ্চিন্তে ঘুমানো যাবে। কোনো মানুষই তার অজান্তে কাছে আসতে পারবে না, শব্দ হবেই। আর সে-শব্দ যতই মৃদু হোক, নিকের শ্রবণশক্তিকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

হাত দিয়ে খুঁড়ে নরম বালুতে লম্বা একটা গর্ত বানাল নিক, চিত হয়ে শুলে তার শরীরটা এঁটে যাবে তাতে।

শুয়ে গায়ের ওপর কম্বল টেনে দিলো সে। হাতে পিস্তল। পাশে রয়েছে জিন, রাইফেল। খানিক দূরে বাঁধা ঘোড়াটা। টিংকার শুয়েছে একটা ঝোপের

BanglaBook.org

ভেতরে, মাটিতে পেট ঠেকিয়ে সামনের দুই পা মেলে দিয়ে তার ওপর থুঁতনি রেখে। চোখ তার ভালোবাসার মানুষটির দিকে।

মানুষটা অদ্ভুত, কিন্তু টিংকারের বন্ধু। একে অন্যকে বুঝতে পারে ওরা। এ রাতে টিংকারও অস্থির। দিনের বেলা দুইবার তার নাকে ঢুকেছে বিজাতীয় অথচ পরিচিত গন্ধ। ঠিক বুঝতে পারেনি কার গন্ধ, আর সেটাই অস্বস্তির কারণ।

সিকি মাইলের মধ্যে শুয়ে আছে তিনজন মানুষ, তিনজনেরই চোখ আকাশের দিকে। ভাবছে তিনজনেই, একেকজনের ভাবনা একেক রকম। একজন ভাবছে, খুন করে লাভ হবে তো? আরেকজনের ভাবনা, খুনটাই একটা মস্ত লাভ। আর তৃতীয়জনের মনের পর্দায় ভাসছে ছোট্ট একটা কেবিন, আগুনের আলোয় একজন মহিলার মুখ, লণ্ঠনের আলোয় দেয়ালে তার ছায়া, ঘরের কাজে ব্যস্ত সে, নানা রকম মিষ্টি ঘরোয়া আওয়াজ হচ্ছে। কাছেই বিছানায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে ফুটফুটে একটা ছেলে, দেখলেই ভালোবাসতে, আদর করতে ইচ্ছে করে।

খিদে নেই, তবু অভ্যাসবশে মুখের কাছে রসাল ঘাস দেখে কামড়ে কয়েকটা ছিঁড়ল ঘোড়াটা। তার চিবানোর শব্দের মাঝে কোনো অস্থিরতা নেই, সতর্কতা নেই, তার মানে বিপদও নেই এ মুহূর্তে। মহিলার কথা ভাবছিল যে লোকটা, ঘুমিয়ে পড়ল নিশ্চিন্তে।

রাতে দুইবার ঘুম ভাঙল টিংকারের, কান খাড়া করে শুনল, তাকাল সামনের ঘুমন্ত লোকটার দিকে। না, শব্দ ওই মানুষটা করেনি, করেছে দূরের অন্য কেউ। তাতে বিপদের গন্ধ পাওয়া গেল না, তাই ঘুমিয়ে পড়ল আবার টিংকার। ঘোড়াটাও আরামেই ঘুমাল।

গভীর রাতে খাদের পাড়ে এসে দাঁড়াল একটা কয়োট। আকাশের দিকে নাক তুলে গন্ধ নিল। বাতাসে কুকুর আর মানুষের গায়ের কড়া গন্ধ। না, জায়গা সুবিধের নয়। নীরবে সরে পড়ল জানোয়ারটা।

তাদের মাইল তিনেক দক্ষিণ-পশ্চিমে চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল একজন ইন্ডিয়ান। তার মোকাসিন পরা সতর্ক পায়ের নিচে পথ অস্বাভাবিক ঠেকল। বসে পড়ে আঙুল বুলিয়ে বুঝল—ঘোড়ার নালের ছাপ, সেই গর্তে পড়েছিল তার মোকাসিনের ডগা।

চারপাশে ঘিরে দাঁড়ানো সঙ্গীদেরকে নিচু গলায় কিছু বলল। সবাই মুখ তুলে তাকাল উত্তর-পুবে। সিদ্ধান্ত নিলো। পাশের পাহাড়ের দিকে সরে একটা গর্তে নেমে লুকিয়ে বসে রইল সকালের প্রতীক্ষায়।

BanglaBook.org

সামনে সাদা মানুষ। আর সাদা মানুষ মানেই মুণ্ডু আর আনুষঙ্গিক কিছু লাভ।
কক্ষপথে ঘুরে ঘুরে রাতের আকাশে কোন অসীমের দিকে পাড়ি জমিয়েছে যেন পৃথিবী নামের গ্রহটা, তারাগুলো চেয়ে চেয়ে তাই দেখছে। বাতাস ঠাণ্ডা, ভেজা ভেজা আমেজ। যারা জানার তারা জানে, পর্বতের মাথায় মেঘ জমছে ধীরে ধীরে, বাতাসে তারই পূর্বাভাস। শিগগিরই নামবে ইন্ডিয়ানদের চাষের বৃষ্টি।
ঘুমাচ্ছে ঘোড়া, কুকুর, মানুষ। জানে না, সামনে তাদের অপেক্ষায় রয়েছে কী ভয়াবহ মৃত্যু!

মস্ত উজ্জ্বল তারাটাকে যেন সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে আকাশে। চোখ মেলল নিক। তার চোখ মেলা মানে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়া, তা-ই করল সে। গান-বেল্টের বাকলস্ লাগাল, পিস্তল ঢোকাল হোলস্টারে, বুট পরল।
নীরবে কাছে এসে দাঁড়াল টিংকার। ততক্ষণে কম্বল গোটানো হয়ে গেছে নিকের। চাপা গোঁ গোঁ আওয়াজ করে উঠল কুকুরটা। ফিরে তাকাল নিক।
খট-খট করে একটা র‍্যাটল সাপের লেজ নাড়ার শব্দ হলো।
আবার গোঁ গোঁ করে উঠল কুকুরটা।
'শুনেছি, টিংকার। চুপ কর।'
বলেই পাঁই করে ঘুরল নিক। বিপদের গন্ধ পেয়েছে। সাপের আওয়াজের দিকে কান নেই টিংকারের, অন্য বিপদ। শিকারি বুনো জানোয়ারের মতো প্রতিক্রিয়া হলো নিকের। চোখের পলকে ডাইভ দিয়ে পড়ল মাটিতে, গড়িয়ে চলে গেল একটা ঝোপের আড়ালে। গড়ানোর সময়ই হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়েছে রাইফেলটা।
তারপর সব চুপচাপ। আর কোনো আওয়াজ নেই। কান পেতে রয়েছে নিক, চোখে ঈগলের দৃষ্টি, নাক ফুলিয়ে ঘ্রাণ নিচ্ছে জন্তুর মতো। চোখের সামনে উড়ছে একটা মৌমাছি, ডানার হির্‌রর শব্দ তুলে গিয়ে বসল একটা বুনো ফুলের ওপর। টিংকার নিথর। বিপদের গন্ধ পেয়ে ঘোড়াটাও চুপ। সুন্দর সকালটাকে বিরক্ত করতে চায় না যেন কেউ।
দেখা গেল ওদের।
খাদের পাড়ে দুজন ঘোড়সওয়ার। নীল আকাশের পটভূমিকায় অতি সহজ টার্গেট। চোখ বন্ধ করে ফেলে দিতে পারে ওদেরকে নিক। কিন্তু নড়ল না সে। রবার্ট আর মরগান। নরম বালিতে ঘোড়ার খুরের শব্দ প্রায় হচ্ছেই না।

এভাবে ঘোড়ায় চড়ে আসাটা ঝুঁকির ব্যাপার, শুধু নেড়ি কুকুরটার ভয়েই এটা করতে বাধ্য হয়েছে রবার্ট। তার ধারণা, খুব একটা অসুবিধে নেই। নিক

BanglaBook.org

নিশ্চয় ঘুমিয়ে আছে। নিঃশব্দে কাছে চলে যাবে ওরা, বিশ ফুট দূর থেকে একসঙ্গে গুলি চালাবে। একজনের বিরুদ্ধে দুজন। জেগে গেলেও মৃত্যুর আগে বড়জোর একজনকে গুলি করতে পারবে নিক।

টেইটের মনে হয়েছে, এর চেয়ে নিখুঁত প্ল্যান আর হয় না।

কিন্তু মরগানের পছন্দ হচ্ছে না এ সব। দুরুদুরু করছে বুক অজানা আশঙ্কায়, মুখ শুকিয়ে কাঠ। নাস্তা করে আসেনি, কফির জন্য আইঢাই করছে গলা। রাতে ঘুম হয়নি, হুইস্কি গিলেছে, ফলে স্নায়ুগুলো চঞ্চল। শান্ত প্রকৃতি। সকালের এই রূপে সে মুগ্ধ। ইচ্ছে করছে থেমে বুকভরে টেনে নেয় তাজা বাতাস, উপভোগ করে প্রকৃতির সৌন্দর্য।

মরগান খুনি। পেছন থেকে গুলি করে মানুষ মারার অভ্যাস আছে, দরকার পড়লে আবারো করতে দ্বিধা করবে না। সকালের এই অপরূপ সৌন্দর্য আজ ভীষণভাবে নাড়া দিলো তার মতো মানুষের মনকেও। কেন প্রকৃতিকে আর কোনো দিন এত কাছে থেকে দেখেনি? কেন হুইস্কির বোতলে ডুবে থেকে আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করেছে? আলোর এই স্নিগ্ধতা, বাতাসের কোমল পরশ...ইস, কী করেছে এত দিন? ফেলে আসা জীবনের ব্যর্থ দিনগুলোর কথা স্মরণ করে খুব আফসোস হলো তার। ফিরে যাবে নাকি?

বলার জন্য মুখ ফেরাল মরগান। বলা হলো না। সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে আছে রবার্ট। তাকে এখন ফেরার কথা বলে কোনো লাভ নেই।

নরম বালু মাড়িয়ে ঢাল বেয়ে নামছে ঘোড়া দুটো। চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে গিরিখাদের নিচের অংশ। উজ্জ্বল হচ্ছে সকাল। সূর্যকে পিছনে রেখে এগোচ্ছে ওরা, ইচ্ছে করেই। নিক রয়েছে নিচে, গুলি করার সময় সূর্যের দিকে থাকবে মুখ, সেটা খুব অসুবিধে।

একটা পাখি ডাকল। মরগানের মনে হলো এত মধুর শব্দ জীবনে কখনো শোনেনি। মুখে পাতার আলতো ছোঁয়া লাগল, গালে বাড়ি দিয়ে সড়াৎ করে সরে গেল সরু ডালটা। দূরে পাহাড়ের মাথায় ভাসছে সাদা মেঘ। পাহাড়-পর্বত, জঙ্গল, উপত্যকা, গিরিখাত, নীল আকাশ সব যেন ছবি। ঘোড়াটা যে ধীরে ধীরে নামছে, এটাও উপভোগ করছে সে, এমনকি ঘোড়ার গন্ধও আজ হুইস্কির চেয়ে অনেক ভালো লাগছে। ভালো লাগছে সেজ আর সিডারের নেশা ধরানো সুবাস...আহ্, এত ভালো কিছু আছে দুনিয়ায়, জানতে কেন এত দেরি করল?

ফিরে, চোখের ইশারা করল রবার্ট। রাইফেল তুলল মরগান। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে গেছে। আর মুহূর্ত পরেই নিশ্চিত হয়ে যাবে, সে বাঁচবে কি মরবে। নেমে চলে এসেছে গিরিখাতের তলায়।

BanglaBook.org

মেহগনির জঙ্গলটা পেরোতেই চোখে পড়ল গোটানো কম্বল। জিন। ঝোপের ধারে বাঁধা নিকের ঘোড়া। কিন্তু মানুষটা কই!

দুজনেই আশা করেছে, নিশানা দেখতে পাবে। কিন্তু জায়গা যে শূন্য!

রাইফেলের ব্যারেলে রোদ লেগে ঝিক করে উঠল। ঝট করে ডানে মাথা ঘোরাল মরগান। পলকের জন্য চোখে পড়ল অ্যাপাচির পেশিবহুল, চকচকে বাদামি শরীর, চল্লিশ গজ দূরে। বুঝে ফেলল, মরতে চলেছে সে।

রাইফেল তুলল, ট্রিগার টেপার সুযোগ আর হলো না। মুখ থেকে বেরোল মাত্র দুটো শব্দ, 'ওহ্, গড...!' চোয়াল গুঁড়িয়ে দিয়ে গলায় ঢুকে গেছে শক্তিশালী বুলেট।

পায়ের ফাঁক থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে গেল ঘোড়াটা। মাটিতে পড়তে পড়তে আরো গুলির শব্দ কানে এলো মরগানের। মুখ নিচু করে পড়ল, বালু আর রক্তের স্বাদ পেল জিভে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। বাতাসের জন্য আকুলিবিকুলি করছে ফুসফুস, হাঁ করে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করল। গড়িয়ে চিত হলো, মুখ ওপরের দিকে। চোখে পড়ল সকালের গাঢ় নীল খোলা আকাশ।

পাহাড়ের ওপর থেকে সরে এসেছে সাদা মেঘের টুকরোটা, নিঃসঙ্গ, বিষণ্ন, অজানা পথের যাত্রী। চোখের সামনে দ্রুত নিষ্প্রভ হয়ে আসছে সব কিছু, মরগান বুঝল, তার সময় শেষ হয়ে গেছে। কথা বলার চেষ্টা করল—মুখের ভিতর ভরে গেছে রক্তে, স্বর বেরোল না...

বনের ভেতর ঢুকে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ রবার্ট আর মরগানকে দেখতে পায়নি নিক, ওরা গাছের আড়াল থেকে বেরোনোর পর আবার দেখল।

গুলি খেয়ে পড়ে গেল মরগান, রবার্টও পড়ল।

খাতের কিনারে স্পষ্ট তিনটে নিশানা, তিনজন অ্যাপাচি। দেখতে পেলে ছেড়ে কথা কইবে না, মরগান আর টেইটের অবস্থা করবে নিকেরও। ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না।

বাঁয়ে সব চেয়ে কাছের লোকটা লম্বা, সুগঠিত শরীর, মরগানকে গুলি করেছে সে-ই। নিকের গুলি ঢুকল ঠিক তার হৃৎপিণ্ডে। ঝাঁকুনি দিয়ে পিছনে চিত হয়ে গেল শরীরটা, উল্টে পড়ে গেল। মাঝের লোকটা মাথায় গুলি খেয়ে গড়িয়ে পড়ল খাতের ভেতরে। তৃতীয় লোকটা কিছু সময় পেয়েছে, এক লাফে পিছনে সরে হারিয়ে গেল।

ক্ষণিকের জন্য দ্বিধায় পড়ে গেল নিক। খাড়াই বেয়ে সে ওপরে ওঠার আগেই চলে যাবে অ্যাপাচিটা, তাকে ধরা যাবে না, রাইফেলের আওতার ভেতরেও পাবে কি না সন্দেহ। ওদিকে গুলি খেয়েও মরেনি রবার্ট, নড়ছে।

BanglaBook.org

আর কোনো ইন্ডিয়ান নেই নিশ্চিত হয়ে টেইটের কাছে উঠে এলো নিক। পাশে বসে ক্ষত পরীক্ষা করল। 'বেশি লাগেনি।'

উঠে বসল রবার্ট, কাঁপছে। যতটা না আঘাতে, তার চেয়ে বেশি আতঙ্কে। শার্টে রক্ত। বুক পকেট থেকে একটা ধাতব জিনিস বের করল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এটাই বাঁচিয়েছে।'

শক্ত জিনিসটায় বাড়ি খেয়ে চ্যাপ্টা হয়ে বুকের চামড়ায় গভীর আঁচড় কেটে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। ক্ষতি করতে পারেনি।

উঠে দাঁড়াল নিক, ঝুঁকে রাইফেলটা নিতে নিতে বলল, 'অ্যাপাচিটাকে যেতে দেয়া উচিত হয়নি। খবর ছড়িয়ে পড়বে। আশেপাশে যত ইন্ডিয়ান আছে, সবাই জেনে যাবে।'

'তার মানে আমরা শেষ?'

'হয়তো,' ঘুরে খাদের পাড়ের দিকে তাকাল নিক।

হঠাৎ গুঙিয়ে উঠল টিংকার।

লাফিয়ে পাশে সরল নিক, ফিরে তাকাল। গুলি করল। চিত হয়ে গেল রবার্ট। হাত থেকে উড়ে গেল পিস্তলটা।

নিথর পড়ে থাকল, নড়ল না আর। আকাশের দিকে খোলা চোখ, নিষ্প্রাণ।

জুলিয়ার মৃত স্বামীর পাশে এসে বসল নিক। কাছেই পড়ে আছে ছবিটা। হাত বাড়িয়ে তুলে নিলো।

তামার প্লেটে খোদাই করা একটা মুখ, নিখুঁত, দক্ষ শিল্পীর কাজ।

প্রতিকৃতিটা ডোনাল্ডের।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

এগারো

মরুভূমির ওপর দিয়ে ছুটছে নিক। প্রাণের কোনো চিহ্ন চোখে পড়ছে না। সূর্য অনেক ওপরে। ঘাড় বেয়ে ঘাম ঝরছে তার। ঘামে ঘোড়াটার চামড়াও কালচে দেখাচ্ছে। সামনে ছড়িয়ে রয়েছে মরুর বিশাল বিস্তার, বালু আর পাথর, মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ ক্যাকটাস।

প্রাণের নিরাপত্তা নেই এখন এখানে। নিশ্চয় এতক্ষণে গিয়ে খবর বলেছে বেঁচে যাওয়া অ্যাপাচিটা, দল বেঁধে বেরিয়েছে নিককে খুঁজতে।

মরুভূমি নামটা যে-ই রেখেছে, সঠিক হয়নি, কারণ আশ্চর্য রকম জীবন্ত এই অঞ্চলে। এখানেও প্রাণের জন্ম হয়, পরিবেশের সঙ্গে মিল রেখে তাদের দেহে থাকে আগুন, কাঁটা কিংবা হুল। মরুভূমিকে যারা ঠিকমতো চিনে নিতে পারে, তাদের কাছে এটা লোভনীয় জায়গা, অফুরন্ত এর সম্পদ। মরুর বিরুদ্ধে গিয়ে, লড়াই করে কেউ টিকতে পারে না। এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলে আর কোনো ভয় নেই। তবে কাজটা সহজ নয়। চিনতে হয় অনেক কিছু, জানতে হয়, শিখতে হয়, আর থাকতে হয় সদাসতর্ক। মুহূর্ত ঢিল দেয়ার অবকাশ নেই, কারণ, অসতর্ক জীবের জন্য নানা রকম মারাত্মক ফাঁদ পেতে রাখে মরুভূমি।

নিকের মতোই তার ঘোড়াটারও এই অঞ্চল চেনা, এর ভয় আর বিপদের সঙ্গে পরিচয় আছে। সতর্ক রয়েছে তাই। সারাক্ষণই চোখ নড়ছে নিকের। প্রতিটি ক্ষুদ্র ছায়া, বড় পাথরের চাঙড়, এমনকি ছোট শুকনো কাঁটা, ঝোপঝাড়, যার ভেতরে লুকানোর, আড়াল নেয়ার সামান্যতম জায়গা আছে, দেখছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

ছোট একটা পাহাড়ের ধার দিয়ে চলার সময় হরিণের খুরের তাজা ছাপ চোখে পড়ল নিকের। কিছু দূর এগিয়ে হঠাৎ বাঁয়ে মোড় নিয়ে ছুটে গেছে হরিণটা।

একটানে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিলো নিক। হাত চলে গেল রাইফেলে। যাকে দেখে ভয় পেয়েছে হরিণ, হয়তো চলে গেছে এতক্ষণে। কিন্তু ঝুঁকি নেয়া ঠিক না।

আরো কিছুক্ষণ পর পার্বত্য সিংহের পায়ের চিহ্ন দেখতে পেল। অ, অ্যাপাচি নয় তাহলে? নাকি?

গিরিপথের ভেতর দিয়ে চলল নিক। বেরিয়ে এলো ছোট্ট এক উপত্যকায়।

BanglaBook.org

ঝর্না বইছে। দুই তীরে কটনউড আর উইলোর সারি। ঝাড়ের ভেতরে ঢুকে ঘোড়া থেকে নামল। জুতো খুলে খালি পায়ে ফিরে এলো যেখান দিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে, সেখানে। সাবধানে সব চিহ্ন মুছে ফেলে অনুসরণকারীকে ধোঁকা দেয়ার জন্য নতুন ছাপ ফেলল, দেখলে মনে হবে যেন আড়াআড়ি ঝর্না পেরিয়ে চলে গেছে সে।

আবার জুতো খুলে আগের চেয়েও সাবধানে ফিরে এলো। একটা ডালেও যাতে তার শরীর না লাগে সেদিকে লক্ষ রাখল। ঝরা পাতায়ও পা দিলো না। বুনো জানোয়ার ভুল করে না, বোকামি করে শুধু ঘোড়া, গরু আর আনাড়ি মানুষ।

ফিরে এসে একটা গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসল নিক।

দুপুর হয়নি এখনো। প্রচণ্ড গরম। জিরিয়ে নেয়া দরকার, সেই সঙ্গে পেটও ঠাণ্ডা করতে হবে। শরীরের ক্ষমতা অটুট রাখা এখন জরুরি।

শুকনো মাংস চিবাল নিক। ঘোড়াটা খেল তাজা ঘাস। দুজনেই পানি খেল ঝর্না থেকে। ঠাণ্ডা পরিষ্কার পানি।

ঘণ্টাখানেক জিরিয়ে নিয়ে উঠল নিক। ঝাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে ভালোমতো পরীক্ষা করল নিচের তরাই অঞ্চল। ছাপ মুছে দিয়ে বিপথে চালিত করার ব্যবস্থা করে এসেছে বটে, কিন্তু জানে ইন্ডিয়ানদের ফাঁকি দিতে পারবে না। সামান্য দেরি করিয়ে দিতে পারলেও যথেষ্ট লাভ, কষ্টটা করেছে সে আশাতেই।

ঝর্নার ধার দিয়ে গাছের আড়ালে আড়ালে নেমে চলল সে। বন শেষ হলো। আবার ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল পাহাড়ের ঢাল। শেষ কয়েকটা ফুট একেবারে খাড়া, তার ওপর আলগা পাথর। ওঠা প্রায় দুঃসাধ্য। সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করল তার ঘোড়াটা। উঠে এলো চূড়ায়।

নিচে ছড়ানো উপত্যকা। লম্বা লম্বা স্যাগুয়ারু ক্যাকটাস আর পাথরের ছোট-বড় টিলা যেন সতর্ক প্রহরীর মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। রোদে পুড়ে কালো হয়ে গেছে পাথরের রঙ।

নামতে শুরু করল ঘোড়া। বিশ্রাম পেয়েছে, ফলে আবার সতেজ হয়ে উঠেছে, চলার জড়তা নেই।

হঠাৎ খানিক দূরে চমকে উড়ে গেল একটা পাখি। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার মুখ আরেক দিকে ঘুরিয়ে দিলো নিক।

পাথরের আড়াল থেকে বেরোল অ্যাপাচিরা, কিন্তু ততক্ষণে জোর কদমে ছুটতে শুরু করেছে নিকের ঘোড়া।

BanglaBook.org

তীক্ষ্ণ, বুনো চিৎকার করে উঠল ইন্ডিয়ানরা।

দৌড়ানোর জন্যই যেন জন্ম হয়েছে ঘোড়াটার, ছুটতে ভালোবাসে। পেয়েছে সেই সুযোগ। বাতাসে উড়ছে ঘাড়ের লম্বা কেশর, বড় বড় হয়ে গেছে নাকের ফুটো।

ফিরে তাকাল নিক। পিছিয়ে পড়ছে ইন্ডিয়ানরা। হঠাৎ কানে এলো টিংকারের উত্তেজিত চিৎকার। বনের ভেতর ঢোকার পরপরই সে হারিয়ে গিয়েছিল, বোধ হয় খেতে গিয়েছিল। খাওয়া শেষ করে শর্টকাট পথে চলে এসেছে।

আরেকবার চেঁচিয়ে উঠল কুকুরটা। ঘুরে তাকিয়ে দেখল নিক, সামনে এক পাশ থেকে বেরিয়ে আসছে আরো কয়েকজন ইন্ডিয়ান। ওদেরকে এড়াতে হলে মোড় নিতে হবে তাকে, তাতে পিছনের লোকগুলো কাছে চলে আসবে। কিন্তু কিছু করার নেই।

পিছনের ইন্ডিয়ানরা দ্রুত এগিয়ে আসছে। কোনাকুনি ছুটেছে নিক। ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে। ওপরে উঠে দেখল, সামনে ফাটল। আশপাশে আর কোনো পথ নেই। ঘোড়া নিয়ে ফাটল পেরোনোর জন্য লাফ দিলো সে। সামনের পা ঠিকই পৌঁছল, কিন্তু পেছনের পা ফসকে গেল ঘোড়াটার, পিছলে পড়তে শুরু করল নিচের দিকে। তার খুরের আঘাতে ধুলোর ঝড় উঠল। কান ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে টিংকার। ফাটল সে-ও পেরিয়েছে।

শেষ মুহূর্তে পা আটকাল ঘোড়াটার। পড়তে পড়তেও বেঁচে গেল। উঠে ছুটল আবার।

জোরে ছুটতে পারছে না টিংকার, সামনের একটা পা তুলে খোঁড়াচ্ছে। ফাটল পেরোনোর সময় ব্যথা পেয়েছে পায়ে, ভেঙেই গেছে কি না কে জানে।

ঘোড়া থামিয়ে পাশে কাত হয়ে ঝুঁকে কুকুরটাকে তুলে নিলো নিক। ফিরে তাকাল। অনেকখানি মূল্যবান সময় নষ্ট হয়েছে, অনেক কাছে এসে গেছে ইন্ডিয়ানরা।

পথ ভীষণ খারাপ, পিঠে ভার বেশি, পদক্ষেপ ঠিক রাখতে পারল না ঘোড়াটা। পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ল। পিঠ থেকে উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়ল নিক আর টিংকার।

উঠে যখন বসল, চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে ইন্ডিয়ানরা।

কাঁচা চামড়া দিয়ে নিকের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা হলো। কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গরগর করছে টিংকার, বন্ধুর নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে। অনুমতি পেলেই টুঁটি ছেঁড়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুর ওপর।

BanglaBook.org

মোট নয়জন ইন্ডিয়ান। সবচেয়ে লম্বা লোকটার নাম অ্যাকোয়া, নিক সেটা জানে না। টিংকারের দিকে তাকিয়ে চোখ জ্বলে উঠল লোকটার, পাশের সঙ্গীর কাছে তীর-ধনুক চাইল।

'ভেটি (ভাগ), টিংকার, ভেটি?' চেঁচিয়ে বলল নিক।

চোখের পলকে ঘুরে গেল বিশাল কুকুরটা, তিন পায়েই ছুটে হারিয়ে গেল বড় একটা ঝোপের আড়ালে। দেখা যাচ্ছে না, শুধু তার গরগর কানে আসছে।

এগিয়ে এসে ঠাস করে নিকের নাকেমুখে থাপ্পড় মারল অ্যাকোয়া। খুব খুশি। দারুণ জমবে আজ রাতে। বন্দি শক্তিমান। সাহস আছে। টিকবে অনেকক্ষণ...কিন্তু দেরি করে কী লাভ? এখন শেষ করে দিলেই তো হয়? না, থাক, রাতেই। অ্যাপাচিদের ভাষা জানে বন্দী। সেটা আরেক মজা।

'লোকটা আমাদের ভাষায় কথা বলে,' সঙ্গীদের বলল অ্যাকোয়া। 'ভালো। কী করব আগেই জানিয়ে দিতে পারব। তাতে যন্ত্রণা বেশি পাবে।'

'তোমার ঘোড়ার গলায় অনেক মুণ্ডু,' বলল নিক।

'তা তো থাকবেই,' ঘাড় বাঁকিয়ে জবাব দিলো অ্যাকোয়া।

অ্যাকোয়াকে রাগানোর জন্য, ধীরে ধীরে, প্রতিটি শব্দের ওপর জোর দিয়ে বলল নিক, 'কার কাছ থেকে জোগাড় করেছ ওগুলো? নিশ্চয় মেয়েমানুষ? নাকি নেড়ি কুত্তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছ?'

শব্দ করে হাসল একজন অ্যাপাচি। রাগে জ্বলে উঠল অ্যাকোয়ার চোখ, বিকৃত হয়ে গেল চেহারা। বন্দীর কাছে এ রকম ব্যবহার আশা করেনি।

'পস্তাবে এ জন্য,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল অ্যাকোয়া। 'ব্যথা কাকে বলে টের পাবে।'

'বেঁধে রেখে চামচিকেও পুমা মারার ডাঁট দেখাতে পারে,' বলল নিক।

'পাবে, পাবে,' হাত নাড়ল অ্যাকোয়া, 'টের পাবে।'

'তুমি, আর কী টের পাওয়াবে, মেয়ে মানুষের গোলাম, ভীতু খরগোশ কোথাকার। দেখো বাছা, পাহাড়ে বেশি ঘোরাঘুরি কোরো না, কোনো দিন কয়োটে ধরে খেয়ে ফেলবে।'

বুঝেশুনেই রাগাচ্ছে নিক। এই অঞ্চল তার পরিচিত, এখানকার মানুষজনও চেনা, তাদের স্বভাব জানে। অ্যাপাচির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা দুরাশা বন্দীকে কড়া পাহারায় রাখে তারা। মারে একটিমাত্র শাস্তিই দেয়, মৃত্যুদণ্ড। আর সে-মৃত্যুও সহজ নয়, খুব কষ্টে তিলে তিলে মারে। পা বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে দেয় আগুনের ওপর, কিংবা পিঁপড়ের ঢিবির ওপর চোখা

BanglaBook.org

গজাল দিয়ে গেঁথে রাখে, অথবা কাঁচা চামড়া দিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখে মরুভূমিতে, দুপুরবেলা। গরম বালিতে পুড়ে কাবাব হয়ে যায় বন্দী। নিক চাইছে অ্যাকোয়াকে রাগিয়ে দিয়ে দ্রুত মৃত্যু। রাগের বশে গুলি করে বসতে পারে লোকটা, ছুরি বা তীর মারলেও যন্ত্রণা অনেক কম হবে।

রাগল বটে অ্যাকোয়া, কিন্তু ওসব কিছুই করল না, বরং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, যতটা সম্ভব বেশি যন্ত্রণা দিয়ে মারবে বন্দীকে। বন্দীর সহ্যশক্তি নিশ্চয় অপরিসীম, তাকে মেরে মজা পাবে। খুব উপভোগ্য হবে ব্যাপারটা। অনেক দিন মনে থাকবে সে কথা।

আরো কষে বাঁধা হলো নিকের হাত, রক্ত চলাচল করতে না পেরে যাতে ফুলে ওঠে। ঘোড়ার পিঠে তোলার সময় ইচ্ছে করেই পাথরের ওপর একবার ফেলে দিলো তাকে অ্যাকোয়া। খিকখিক করে হাসল শয়তানি হাসি।

ভীষণ গরম হয়ে উঠেছে বিকেলের রোদ, চামড়ায় ছ্যাঁকা দিচ্ছে। তামাটে আকাশে যেন ঝুলে রয়েছে সূর্য।

চলতে শুরু করল দলটা।

ঘোড়ার পিঠে ঝুলছে নিক, মাথা এক দিকে পা আরেক দিকে, ঘামছে। চোখের ভেতর নোনা ঘাম ঢুকে জ্বালা বাড়াচ্ছে। ভীষণ ফুলে উঠেছে হাত, ফলে আরো কেটে বসছে কাঁচা চামড়ার বাঁধন।

মাথা তুলে তাকাল। অ্যাকোয়া এদিকে তাকাতেই থুতু ছিটাল, 'মেয়ে মানুষের গোলাম। ছুঁচো!'

জ্বলে উঠল অ্যাকোয়ার চোখ। কিন্তু কিছু করল না, মুখ ফিরিয়ে নিল আবার।

নাহ্, রাগের মাথায় করবে না কিছু ইন্ডিয়ানটা। রক্তের চাপে শক্ত হয়ে ওঠা আঙুল নড়ানোর চেষ্টা করতে করতে কসম খেলো নিক, অন্তত ওই একটা অ্যাপাচিকে না মেরে সে মরবে না।

ঘোড়ার প্রতিটি পদক্ষেপের সময় ব্যথা পাচ্ছে নিক। ঝাঁকুনি বেশি হলে ব্যথাও বাড়ছে। ভুলে থাকার জন্য চোখ বন্ধ করে জুলিয়ার কথা ভাবতে শুরু করল। জুলিয়া...ডোনাল্ড...ছোট্ট র‍্যাঞ্চ...ঝর্না...কটনউড পাতার মর্মর...কফির গন্ধ...

খুব ধীরে কাটছে সময়।

ধোঁয়ার গন্ধ নাকে লাগল। আর এক ধরনের পুরনো পরিচিত গন্ধ। অ্যাপাচিদের আস্তানা।

মুখ তুলে তাকাল নিক। স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে এখনো সেই দৃশ্য, তেমনি শব্দ, তেমনি গন্ধ। মনে হলো যেন এখুনি বেরিয়ে আসবে তার স্ত্রী। কিন্তু সে আর কোনো দিন আসবে না, মারা গেছে।

BanglaBook.org

চ্যাপ্টা, কঠিন চেহারা মানুষগুলোর, ঠেলে বেরোনো চোয়াল। ও রকম মানুষের সঙ্গে কত দিন শিকারে গেছে সে, মেক্সিকোতে গেছে ঘোড়া ধরে আনতে। হয়তো সেই মানুষদের কেউ, তার পরিচিত কেউ আছে এখানে, তাকে দেখলে চিনবে!

হৈহৈ করে ছুটে এলো ইন্ডিয়ানরা।

ঘোড়া থেকে নামানো হলো নিককে। নামানো মানে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো। তারপর ঘাড় ধরে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো।

আগুনের কাছে নিয়ে আসা হলো তাকে। চেঁচিয়ে অ্যাকোয়াকে গাল দিলো নিক।

দূরে দাঁড়িয়ে ছিল মোহাকু, কাছে এলো।

'আমাদের ভাষা জানে সাদাটা,' সর্দারকে বলল অ্যাকোয়া। 'অনেক গালমন্দ করেছে আমাকে।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বারো

নিকের হাতের বাঁধন খুলে দেয়া হয়েছে। কারো অনুমতি না নিয়েই সামনে এক পিপে ঠাণ্ডা পানি দেখে তাতে হাত ডুবিয়ে দিলো সে। ডলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিতে লাগল। তাতে বাধা দিলো না কেউ।

'এ সময়ে এত শান্ত,' বিড়বিড় করল মোহাকু। 'খুব সাহস।' গর্জে উঠল হঠাৎ, 'এই তোমার সঙ্গীরা কোথায়?'

'আমি একা এসেছি, মোহাকু,' জবাব দিলো নিক।

'নাম জানলে কিভাবে?'

'ফোর্ট মিডেতে আর্মির সঙ্গে যখন চুক্তি করছিলে, তখন দেখেছি তোমাকে।'

'চুক্তি! সব সাদা মানুষের শয়তানি। কথার কোনো দাম নেই।' তীক্ষ্ণ হলো মোহাকুর কণ্ঠ, 'যোদ্ধারা কোথায়?'

'বললাম তো আমি একা এসেছি।'

ঘোড়ার পিঠের জিনটা দেখাল মোহাকু। 'তাহলে যোদ্ধাদের চিহ্ন কেন?'

'এক সময় ওদের দলে ছিলাম। এখন আর নেই।'

বসল মোহাকু। তাকাল বন্দীর হাতের দিকে। ফোলা অনেক কমেছে। আরো কমলে তারপর শুরু করবে, নইলে এক ব্যথা থাকলে আরেক ব্যথা বিশেষ টের পাবে না। 'তুমি যদি ওদের লোক না-ই হও, গুপ্তচর না হও, আমাদের দেশে এসেছ কেন?'

দ্বিধা করল নিক। কণ্ঠে চরম অবজ্ঞা ফুটিয়ে বলল, 'সেটা তোমার জানার দরকার নেই, সর্দার। শুধু এটুকু জেনে রাখো, তোমার বা তোমার লোকের কোনো ক্ষতি করতে আমি আসিনি।'

উঠে চলে গেল মোহাকু। তার সঙ্গে গেল অন্যেরা। নিক এখন একা। হাতের ফোলা আর ব্যথা দুই-ই কমেছে। তাকাল অ্যাপাচিদের ঘরগুলোর দিকে। ঘর না বলে তাঁবু বলাই ভালো। চারাগাছ কেটে পিরামিড-আকৃতির কাঠামো বানিয়ে ঘাস কিংবা চামড়া দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। একসময় ও রকম একটা ঘর নিকেরও ছিল। ঘরগুলোর কাছেই ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে, বাচ্চা ছেলেমেয়েরা খেলছে। যোদ্ধাদের কাউকে চোখে পড়ছে না, কিন্তু সে জানে, আড়ালে লুকিয়ে তার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে ওরা। পালানোর চেষ্টা করে লাভ হবে না।'

বসে বসে ভাবছে নিক। পরিচিত কেউ নেই এখানে। তাকে মরতেই হবে। নিষ্ঠুর, কঠিন মৃত্যু। অথচ এত তাড়াতাড়ি মরতে চায় না সে।

BanglaBook.org

খাবার নিয়ে এলো এক অ্যাপাচি মহিলা। তাকে ধন্যবাদ জানাল নিক। মহিলার চোখে বিস্ময় ফুটতে দেখল।
পাত্রে করে ঠাণ্ডা পানি নিয়ে এলো মহিলা।
কেন এই আতিথ্য? করুণা, নাকি খাইয়ে-দাইয়ে শক্ত করে নিচ্ছে যাতে মরতে দেরি হয়?
না, করুণাই। মহিলার চোখে সেটা স্পষ্ট দেখল নিক।
খাবার যা আনা হয়েছে, সব চেটেপুটে খেয়ে নিলো সে। যখন মরবে তখন দেখা যাবে, আগে থেকেই হা-হুতাশ করে লাভ নেই। হ্যাঁ, যা ভাবছিল, এত তাড়াতাড়ি মরতে চায় না সে। অনেক কাজ বাকি এখনো। আবার বিয়ে করবে, নিজের বাড়ি হবে, ছেলে হবে। স্ত্রী-পুত্র আর থাকার একটা নির্দিষ্ট জায়গাই যদি না থাকল, পুরুষের জন্মই বৃথা—এটা তার নিজস্ব দর্শন।
সন্ধ্যার পর মশাল জ্বলল, জ্বালানো হলো অগ্নিকুণ্ড। দলবল নিয়ে ফিরে এলো মোহাকু। নিককে ঘিরে বসল সবাই। সময় উপস্থিত, বুঝল সে।
সর্দারের ইশারায় চিত করে মাটিতে শুইয়ে ফেলা হলো বন্দীকে। দুই হাত দু-দিকে ছড়িয়ে শক্ত করে চেপে ধরল কয়েকজন। কব্জির কাছে এমনভাবে ধরা হয়েছে, মুঠো বন্ধ করতে পারছে না নিক। গাছের বাকলে করে জ্বলন্ত কয়লা তুলে এনে তার খোলা তালুতে রাখল অ্যাকোয়া।
প্রচণ্ড যন্ত্রণা। চামড়া পোড়া গন্ধ ঢুকল নিকের নাকে। মুখ অবিকৃত রাখল। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'মেয়েমানুষের গোলাম। ভীতু খরগোশ!'
অ্যাকোয়ার চোখে ঘৃণা আর বিজয়ের মিশ্রণ। 'এই তো সবে শুরু। দেখব কত সহ্য করতে পারো।'
জিনের সঙ্গে বাঁধা নিকের ব্যাগ খোলার আদেশ দিলো মোহাকু। অপেক্ষায়ই ছিল কয়েকজন যোদ্ধা, ছুটে গেল। সব ঢেলে ফেলল মাটিতে। একজন দেখল প্রতিকৃতিটা, অবাক হয়ে কুড়িয়ে নিয়ে এলো সর্দারের কাছে।
একনজর দেখেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মোহাকু, 'ছাড়ো ওকে! ছেড়ে দাও।'
নিককে যারা ধরেছিল, ছেড়ে দিয়ে সরে গেল।
রাগে কালো হয়ে গেল অ্যাকোয়ার মুখ, চেঁচিয়ে উঠল, 'ও আমার বন্দী!'
ঠাণ্ডা গলায় বলল মোহাকু, 'ওকে আমার দরকার।'
'তা হয় না! আমি ওকে ধরে এনেছি...'
অ্যাকোয়ার কথায় কান দিলো না সর্দার।
হাত থেকে ঝেড়ে কয়লা ফেলে দিয়েছে নিক, ক্ষত পরীক্ষা করছে। পোড়েনি বিশেষ, চামড়া সাংঘাতিক শক্ত। মুঠো করতে পারে কী না দেখল সে, পারে, তবে ফোসকা পড়ে যাওয়ায় ব্যথা লাগে।

BanglaBook.org

মোহাকুর ইঙ্গিতে ছুরি হাতে এগিয়ে এলো ওঝা। বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে, খানিকক্ষণ চেঁচিয়ে, খানিকক্ষণ বিড়বিড় করে কি সব পড়ল। মন্ত্রপুত করছে দুটো ছুরি।

এ সব অনেক দেখা আছে নিকের। সেদিকে তাকাল না। সে তার পোড়া হাতের সেবায় ব্যস্ত।

নিকের হাতে একটা ছুরি গুঁজে দিয়ে সরে গেল ওঝা।

যেহেতু ধরে এনেছ,' অ্যাকোয়াকে বলল মোহাকু, 'তোমার একটা অধিকার আছে। নাও, সুযোগ দিলাম।'

একটানে গায়ের আর্মি জ্যাকেট খুলে ফেলল অ্যাকোয়া। ছুরি হাতে লাফিয়ে এসে পড়ল নিকের সামনে।

'সাদা মানুষ,' নিককে জিজ্ঞেস করল মোহাকু, 'বুঝতে পারছ?'

'পারছি। অনেক দিন থেকেছি আমি অ্যাপাচিদের সঙ্গে।'

পোড়া হাতেই শক্ত করে ছুরি চেপে ধরল নিক।

একে অন্যকে সামনে রেখে ঘুরতে শুরু করল ওরা। দুজনের চোখেই ঘৃণা। দুজনেই বুঝতে পারছে, প্রতিপক্ষ ভয়ানক বিপজ্জনক। সামান্য এদিক-ওদিক হলে, ভুল করলেই সর্বনাশ।

লাফিয়ে আগে বাড়ল অ্যাকোয়া, সাঁই করে ছুরি চালাল। এতই দ্রুত, পুরোপুরি সরে যাওয়ার সময় পেল না নিক। ছুরির আগা লেগে কাঁধের কাছে চিরে গেল তার শার্ট, চামড়া কেটে রক্ত বেরোল।

অ্যাকোয়াকে পিছাতে দিলো না নিক। বুট দিয়ে মাটিতে চেপে ধরল তার মোকাসিন পরা পা। তারপর পা-টা ছেড়েই লাথি মারল উরুতে। সামান্য বেসামাল হয়ে গেল অ্যাকোয়া। এই সুযোগে ছুরি চালাল নিক। ঠিকমতো লাগাতে পারল না। একেবারে বিফলও হলো না। বুকের এক পাশে গভীর হয়ে চিরে গেল অ্যাকোয়ার। রক্ত দেখা গেল।

আবার দুজনে দুজনকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল।

উত্তেজনায় ঘামছে দর্শকরা, ঘাম চকচকে মুখ। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। আগুনের আলোয় লালচে, বিকট দেখাচ্ছে চেহারাগুলো।

আবার লাফ দিয়ে এসে পড়ল অ্যাকোয়া। ছুরি চালাল। লাগাতে না পেরে ভারসাম্য হারাল।

ল্যাঙ মারল নিক। মাটিতে পড়তে পড়তেও প্রায় সামলে নিয়েছিল অ্যাকোয়া, কিন্তু লাথি মেরে তার এক পা মাটি থেকে সরিয়ে দিলো সে। ধপাস করে চিত হয়ে পড়ল বিশালদেহী ইন্ডিয়ান।

BanglaBook.org

প্রায় উড়ে এসে তার ওপর পড়ল নিক। বুট দিয়ে অ্যাকোয়ার দুই হাত মাটিতে চেপে ধরে বুকের ওপর বসল। এক হাতে চুল আঁকড়ে ধরে ছুরিটা গলায় লাগাল জবাই করার ভঙ্গিতে।

হাত নাড়তে পারছে না, গলা সরাতে পারছে না, পরাজয় মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকল না অ্যাকোয়ার।

উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল দর্শকেরা।

নিকের উদ্দেশ্য বুঝে এগিয়ে এলো মোহাকু। 'অ্যাকোয়া, তোমাকে বাঁচার সুযোগ দিচ্ছে সাদা মানুষ। বাঁচবে, নাকি বীরের মতো মরবে?'

দ্বিধা করছে অ্যাকোয়া। বাঁচলে সারা জীবন কাপুরুষ খেতাব নিয়ে বাঁচতে হবে। কিন্তু পরোয়া করে না সে। মরে গেলে তো শেষই হয়ে গেল। বেঁচে থাকলে কোনো এক সুযোগে সাদা মানুষটাকে খুন করে তার মুণ্ডু কাটবে, দুর্নাম ঘুচবে তখন। আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে অ্যাপাচি সমাজে।

'বাঁচব,' বিড়বিড় করল সে।

ছেড়ে দিয়ে উঠে এলো নিক।

মার খাওয়া কুকুরের মতো উঠে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল অ্যাকোয়া।

'সাদা মানুষ,' মোহাকু বলল, 'তোমার মন কী বলে? আরো অনেক দিন বাঁচবে?'

'বাঁচব।'

'দেখা যাক, তোমার ভাগ্যে কী লেখা আছে।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তেরো

আকাশজুড়ে মেঘের ঘনঘটা। ছড়িয়ে পড়ছে কালো মেঘ, ছুটে চলেছে পাহাড়ের চূড়াগুলোর দিকে। দ্রুত নামছে নিচে।

মেঘের ছোঁয়ায় ঠাণ্ডা হলো বাতাস। মরুর তপ্ত বালিরাশিকে শীতল করতে করতে ছুটে গেল পর্বতের দিকে। গিরিকন্দরে হাহাকার তুলে, গাছের পাতার দীর্ঘশ্বাস ঝরিয়ে, আদিম কালো পাথরের চাঙড়ে প্রতিহত হয়ে গুঙিয়ে উঠল, তারপর পাশ কেটে তীক্ষ্ণ শিস দিতে দিতে ধেয়ে গেল উপত্যকার দিকে।

ঝোড়ো বাতাসে পর্দা দুলল। কাপড় ইস্তিরি করতে করতে মুখ তুলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল জুলিয়া। ঝরা শুকনো পাতা বাতাসের দাপটে গড়িয়ে চলেছে উঠান দিয়ে, ফুলে ফুলে উঠছে ঘোড়ার কেশর, লেজ উড়ছে।

ঠাণ্ডা হয়ে আসা ইস্তিরিটা চুলার ওপর দিয়ে গরম হওয়া আরেকটা ইস্তিরি নিয়ে ফিরে এলো সে। কাপড়ে চাপা দেয়ার আগে আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখল গরমটা ঠিক আছে কি না।

জানালা দিয়ে মেঘ দেখছে ডোনাল্ড। দেখতে দেখতে পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে গেছে কালো মেঘ।

'মা, খুব বৃষ্টি হবে।'

'হ্যাঁ।'

'কেন, মা? বৃষ্টি হয় কেন?'

'ঈশ্বরের ইচ্ছে পৃথিবীকে সবুজ বানাবেন, তাই। এ সময়ের বৃষ্টিকে ইন্ডিয়ানরা বলে চাষের বৃষ্টি।'

চাষের বৃষ্টি। গাছের মাথার ওপরে আকাশের দিকে তাকাল জুলিয়া।

মেঘ জমছে, ঘন হচ্ছে, কালো হচ্ছে, আরো কালো। ইস্তিরি রেখে দরজার দিকে এগোল সে। আকাশের মতোই তার মুখেও দুশ্চিন্তার কালো মেঘ।

আর সময় নেই। ঝড় শুরু হবে। নামবে অঝোরে বৃষ্টি। সে বৃষ্টি শেষ হওয়ার আগেই নিরাপদ জায়গায় পালাতে হবে তাদেরকে, পানিতে ধুয়ে যাবে সমস্ত ছাপ, অ্যাপাচিরা আর খুঁজে পাবে না।

দ্রুত হাতে জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করল জুলিয়া। পালানো ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই, ইন্ডিয়ানরা আসার আগেই চলে যেতে হবে।

প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় আর অন্যান্য জিনিস কম্বলে রেখে গুটিয়ে তার ওপর পুরনো তার পুলিন জড়াল সে।

BanglaBook.org

অবাক হয়ে মাকে দেখছে ডোনাল্ড।
ছেলের সপ্রশ্ন দৃষ্টির দিকে চোখ পড়লে জুলিয়া বলল, 'পিকনিকে যাব।'
সন্দেহ দেখা দিল ডোনাল্ডের চোখে। 'বৃষ্টির মধ্যে?'
'বৃষ্টির মধ্যেই তো আনন্দ। অনেক দূরে যাবো আমরা, তুমি মায়ের দেখাশোনা করবে, যত্ন নেবে। পারবে না?'
'পারব,' সঙ্গে সঙ্গে মাথা কাত করল ডোনাল্ড। 'তার মানে আমি আলাদা ঘোড়ায় চড়ব? একা?'
'হ্যাঁ, চড়বে। ঘোড়ায় চড়তে তো শিখেছই। এসো, আমাকে সাহায্য করো।'
জিনিসপত্র গোছাল, কিন্তু বেরোনো আর হলো না। দেরি করে ফেলেছে। ঢাল বেয়ে নামতে দেখা গেল ইন্ডিয়ানদের।
বুকের ভেতরে হাতুড়ি পেটানো শুরু হলো জুলিয়ার। 'ডোনাল্ড, তুমি ঘরে থাকবে। খবরদার, বেরোবে না। ওরা আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'
বারোজন ইন্ডিয়ান, সাথে একজন বন্দী। লোকটার মাথা ঝুলে পড়েছে। মুখ দেখা যায় না।
কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল মোহাকু। বন্দীকে টেনে নামানো হলো।
'তোমার স্বামী?' জুলিয়াকে জিজ্ঞেস করল সর্দার।
মাথা তুলল লোকটা। হাতে কী যেন হয়েছে। কিন্তু সেসব খেয়াল করার সময় নেই জুলিয়ার।
নিক ফিরে এসেছে; নিক কার্টার!
'কী?' আবার জিজ্ঞেস করল মোহাকু, 'বলো?'
সর্দারের ইঙ্গিতে একজন এক বালতি পানি ছুঁড়ে দিলো নিকের মুখে। চোখ মিটমিট করল সে, ঝাড়া দিয়ে পানি সরাল, সোজা হলো।
কিছু একটা গোলমাল হয়েছে, বুঝল জুলিয়া। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে হাসল। নেমে এলো সিঁড়ি থেকে। 'হ্যাঁ, আমার স্বামী।' নিকের একটা হাত তুলে নিলো নিজের হাতে।
তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে মোহাকু। জুলিয়া মিথ্যা বলছে কি না বোঝার চেষ্টা করছে। বলল, 'সাদা মানুষ, অ্যাপাচিদের সঙ্গে থেকেছ তুমি অনেক দিন, ভালোই হয়েছে। খুদে যোদ্ধাকে কিভাবে শিক্ষা দিতে হবে, জানো। ওকে মোহাকুর যোগ্য ছেলে হিসেবে গড়ে তোলো, দেখো, ভুল না হয়।' ছোট ছোট হয়ে এলো চোখ। 'ঈগলের মতো নজর, বীভরের ধৈর্য আর পুমার সাহস যেন হয় ওর। যদি না পারো, জেনে রাখো, সময় আসার আগেই মরতে হবে তোমাকে।'

BanglaBook.org

ঘুরে গিয়ে ঘোড়ায় চড়ল সর্দার। একটিবারও পিছন ফিরে তাকাল না আর, চলে গেল দলবল নিয়ে।

নিক দুর্বল, বুঝতে পারছে জুলিয়া। ধরে ধরে ঘরে নিয়ে এলো তাকে।

দূরে বাজ পড়ল পাহাড়ের মাথায়, একটা দুটো করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করল, বড় বড় ফোঁটা। পড়তে না পড়তেই ছ্যাঁৎ করে শুষে নিল ঊষর রুক্ষ মাটি।

নিককে বিছানায় বসাল জুলিয়া।

এতই ক্লান্ত, বসে থাকার শক্তিটুকুও নেই নিকের, বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। শুতে না শুতেই ঘুমে অচেতন। তার হাতের ফোসকা, ফোলা কব্জিতে নীল দাগ, কাঁধের কাটা ক্ষত ভালমতো দেখল জুলিয়া। রক্তাক্ত শার্টটা খুলে রাখল মেঝেতে। অনেক পানি দরকার, বালতি নিয়ে ঝর্নায় চলল পানি আনতে। বৃষ্টি বেশি নামলে তখন আনতে কষ্ট হবে।

ইন্ডিয়ানদের পিছু পিছু লুকিয়ে গাঁয়ে গিয়েছিল টিংকার, সেখান থেকে অনুসরণ করে এসেছে র‍্যাঞ্চ পর্যন্ত। ওরা চলে যাওয়ার পরও লুকিয়ে থেকেছে অনেকক্ষণ, তারপর যখন বুঝেছে আর কোনো বিপদ নেই বেরিয়ে এসেছে ঝোপের ভেতর থেকে। ঢাল বেয়ে তাকে খুঁড়িয়ে নামতে দেখল জুলিয়া।

পিছনে গাছের আড়াল থেকে বেরোল অ্যাকোয়া। হাতে উদ্যত বর্শা। টিংকার দেখেনি।

চেঁচিয়ে হুঁশিয়ার করল জুলিয়া। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। কুকুরটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়ে মাটিতে গেঁথে গেল বর্শার ফলা। অসহায় আর্তনাদ করে উঠল টিংকার, মুক্তির জন্য ছটফট করতে লাগল।

জুলিয়ার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হানল একবার অ্যাকোয়া। টান দিয়ে বর্শাটা তুলে নিয়ে হারিয়ে গেল গাছের আড়ালে।

শক্তি ফুরিয়ে আসছে বিশাল কুকুরটার। কুঁই কুঁই করছে শুধু। শত্রুর পিছু নেয়ার ক্ষমতা নেই।

বালতি রেখে দৌড়ে এল জুলিয়া। গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে কুকুরটার পেটের দুদিকের ফুটো দিয়ে। কিছুই করার নেই আর। মাথায় হাত রেখে কোমল স্বরে বলল, 'টিংকার, লক্ষ্মী টিংকার!'

হাত চাটার চেষ্টা করল কুকুরটা, পারল না, ঢলে পড়ল মাথা।

উঠে দাঁড়াল জুলিয়া, অ্যাকোয়া যেদিকে গেছে সেদিকে তাকাল। লোকটার প্রতি ঘৃণায় নাক সিঁটকাল। খুনেটার ক্ষিপ্রতা দেখেছে, বাড়ল আশঙ্কা। পানি নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরল কেবিনে।

BanglaBook.org

বৃষ্টির তোড় বেড়েছে। দরজা বন্ধ করে খিল আটকে দিলো জুলিয়া। চুলায় পানি-গরম বসাল। ইমারজেন্সি বক্স খুলে ব্যান্ডেজ আর ওষুধ বের করল। গরম পানি আর অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে নিকের হাতের ক্ষতগুলো ভালো করে ধুয়ে, মলম লাগিয়ে, ব্যান্ডেজ বাঁধল।

উঠে বসল নিক। 'আমি ঠিকই আছি।'

'আরেকটা ব্যান্ডেজ বাকি। কাঁধের কাটাটা কম না।'

'দরকার কী? আরো কাজ আছে আমার।'

'দেখেছেন তাহলে?'

ভুরু কোঁচকাল নিক। 'কী?'

'অ্যাকোয়া। টিংকারকে খুন করেছে।'

স্থির হয়ে গেল নিক। হাতের ব্যান্ডেজের দিকে তাকাল। টিংকার...যাযাবর এক মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু...

'অযথা বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে মারল...,' রাগে কথা আটকে গেল জুলিয়ার।

'তখন কেটে ফেলাই উচিত ছিল,' বিড়বিড় করল নিক।

'বুঝতে পারছি কেমন লাগছে আপনার। প্রিয় কুকুর...'

আবার ব্যান্ডেজের দিকে তাকাল নিক। নিজেকেই যেন সান্ত্বনা দিলো, 'আসলে এমনিতেও মরার বয়েস হয়েছিল ওর। বুড়ো হয়েছে। এগারো বছর ধরে আছে আমার সঙ্গেই...আজ না হোক, দু-দিন পরে হলেও...

আর শুনতে পারল না জুলিয়া। নিককে থামিয়ে দিয়ে তার কাঁধের ব্যান্ডেজ বেঁধে সরে পড়ল ওখান থেকে। আর কোনো কাজ করতেই ইচ্ছে হলো না। ডোনাল্ড ঘুমিয়ে পড়েছে। তার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল সে-ও।

বদমেজাজী বিশাল কুকুরটার কথা মন থেকে সরাতে পারছে না জুলিয়া। বিশাল, কুৎসিত চেহারার বদমেজাজী এক লড়িয়ে কুকুর, সামান্য আদরেই গলে যায়, অথচ আদর করার সুযোগ দিতে চায় না। অদ্ভুত! ওই মানুষটার স্বভাবই পেয়েছিল তার কুকুরটাও।

শীত শীত লাগল, গায়ের ওপর কম্বল টেনে দিলো জুলিয়া। বাইরে ঝড়ের তাণ্ডব, কিন্তু আজ আর ভয় নেই তার। মানুষটা ফিরে এসেছে। আশ্চর্য এক প্রশান্তি আজ ঘরে, অস্বস্তির নামগন্ধও নেই। বিছানাটা এত আরামদায়ক মনে হয়নি অনেক দিন।

লুকের কথা ভাবল জুলিয়া। তার মন থেকে মরে গেছে লুক, জীবনের পাতা থেকে হারিয়ে গেছে চিরতরে। সেখানে আর কোনো দিন তার ঠাঁই হবে না। নিককে স্বামী হিসেবে বরণ করতে কোনে দ্বিধা নেই।

BanglaBook.org

দ্বিধা থাকলেও কিছু করার ছিল না জুলিয়ার। মোহাকুর কোনো বীরকে স্বামী বানানোর চেয়ে নিককে বরণ করা অনেক, অনেক ভালো। নিককে ভালো লাগার একটা বড় কারণ, তার সঙ্গে জুলিয়ার বাবার স্বভাবের অনেক মিল রয়েছে। তার বাবা যেমন তার মায়ের যোগ্য বর হয়েছিল, তার মাকে সুখে রেখেছিল, জুলিয়ার আশা, নিকও তাকে তেমন সুখে রাখবে।

বাইরে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। জানালায় ধাক্কা মারল ঝোড়ো বাতাস। পাল্লা খুলতে পারল না বটে, কিন্তু ফাঁক দিয়ে ঘরে ছিটাল পানির কণা, চুলায় পড়তেই হুঁশ করে ফুঁসে উঠল আগুন।

ডোনাল্ডের গায়ে হাত রেখে দেখল জুলিয়া, অঘোরে ঘুমাচ্ছে, বাজের শব্দ তার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। সে-ও আজ খুশি, তার প্রিয় মানুষটা ফিরে এসেছে।

না, ঘুম আসবে না।

উঠে পড়ল জুলিয়া। রুটি বানানোর জন্য ময়দা ডলে রাখল। টুকিটাকি আরো কয়েকটা কাজ সারল। চোখ পড়ল নিকের ময়লা শার্টটার ওপর। মেঝেতেই পড়ে আছে। নিক ঘুমাচ্ছে।

পানির বালতিতে শার্টটা রাখার জন্য তুলল জুলিয়া। খটাং করে পকেট থেকে পড়ল কী যেন। কুড়িয়ে নিয়ে এলো আলোর কাছে। চেনা জিনিস। লুকের কাছে ছিল এটা। ছবির উল্টো পিঠে গভীর একটা দাগ। কিসের দাগ বুঝতে অসুবিধে হলো না তার। নিকের পকেটে কী করে এসেছে তা-ও আন্দাজ করতে পারল।

সামান্যতম দ্বিধা যা-ও বা ছিল জুলিয়ার, তা-ও চলে গেল। সামাজিক বা ধর্মীয়, আর কোনো বাধা নেই। সে এখন মুক্ত, স্বাধীন।

আলো নিভিয়ে কাপড় পাল্টে আবার শুয়ে পড়ল জুলিয়া। বাইরে বাড়ছে বৃষ্টির বেগ, কেবিনের পুরনো চালের ফুটো দিয়ে টপটপ করে ঘরের ভিতর পড়ছে পানি, জ্বলন্ত কয়লার ওপর পড়লেই ছ্যাঁৎ করে উঠছে। পড়ুক। ঝড়-বৃষ্টি যতই আসুক, আজ আর কোনো ভয় নেই জুলিয়ার।

BanglaBook.org

চৌদ্দ

সকালে ঘুম ভাঙতে বেশ বেলা হলো। চোখ মেলল জুলিয়া। নীরব ঘর। পাশে হাত ছড়াল। নেই। ঝট করে পাশ ফিরে তাকাল। ডোনাল্ডও নেই, নিকও নেই।

উঠে এসে জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখল, ঘোড়াকে খড় খাওয়াচ্ছে নিক, ডোনাল্ড তাকে সাহায্য করছে।

তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিল জুলিয়া।

শক্ত মাটি ভিজে কাদা হয়ে গেছে। চালের কিনার থেকে পানি ঝরছে। বৃষ্টি থেমেছে এই অল্পক্ষণ আগে, তবে আবার আসবে। আকাশের কালো মুখ কালোই রয়েছে, দেরি আছে ফরসা হতে। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ধেয়ে চলেছে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, ওগুলো একসঙ্গে মিললেই আবার নামবে ঝমঝম করে বৃষ্টি।

নাস্তা তৈরি করতে বসার আগে চুল আঁচড়ে নিলো সে।

ঘোড়াকে খড় খাইয়ে ফিরে এলো নিক, তার পেছনেই ঢুকল ডোনাল্ড।

ডোনাল্ড আগে গোসল সারল, তারপর গেল নিক। ভেজা চুল আঁচড়ে এসে বসল টেবিলে। কী যেন কেন, জুলিয়ার দিকে তাকাতে পারছে না। বারবার তাকাচ্ছে হাতের ব্যান্ডেজের দিকে। কাঁধের কাটায় এখনো টনটনে ব্যথা।

টেবিলে খাবার দিলো জুলিয়া।

নীরবে খাওয়া সারল নিক। এক কাপ কফি শেষ করল। নাস্তা সেরে বেরিয়ে গেল ডোনাল্ড।

'আর দেবো?' জিজ্ঞেস করল জুলিয়া।

'থ্যাংকস।' কাপ বাড়িয়ে দিলো নিক।

নীরবে কফিতে চুমুক দিতে লাগল সে। কথা বলতে মুখ খুলেও থেমে গেল।

'তাড়াতাড়ি খেয়ে শার্টটা খুলুন। মলম লাগাব।'

জিভ-গলা পুড়িয়ে প্রায় দুই ঢোকে কাপের গরম কফিটুকু গিলে ফেলল নিক।

'দাঁড়ান, আগে একটা জিনিস দেখাই।' শার্টের পকেটে হাত দিলো। নেই।

'এটাতে না...'

'আরেকটার পকেটে রেখেছিলেন। কাল যেটা গায়ে ছিল

'দেখেছেন তাহলে?'

'লুক দিয়েছে আপনাকে?'

BanglaBook.org

'না। তার লাশের পাশ থেকে নিয়েছি।'
সেটা রাতেই বুঝেছে জুলিয়া, ছবিটার গায়ে বুলেটের দাগ দেখেই।
'লুক মারা গেছে,' শান্ত কণ্ঠে বলল জুলিয়া। দুই চোখের কোণে দুই ফোঁটা পানি দেখা দিলো এতক্ষণে। নীরবে বসে রইল, আর কোনো কথা নেই।
'গতরাতেই বলতে চেয়েছিলাম,' কৈফিয়তের সুরে বলল নিক।
'এ রকম কিছু হবে, আগেই জানতাম আমি। ও যে আর কোনো দিন ফিরবে না, জানতাম।'
আরেক কাপ কফি ঢেলে নিল নিক। কথা গোছাতে শুরু করল মনে মনে। চুমুক দিতে দিতে শূন্য হয়ে গেল কাপ, কিন্তু কথা আর শুরু করতে পারল না। কী করে বলবে ওই মহিলাকে, তার স্বামীকে সে খুন করেছে? কী করে বোঝাবে, বাধ্য হয়েই কাজটা করতে হয়েছে তাকে? নইলে তার নিজের জীবন যেত। লুকও বেঁচে থাকত না, ইন্ডিয়ানরা তাকে মেরে ফেলতই।
ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। ছুটে এসে নিকের হাত ধরল ডোনাল্ড।
'এই আস্তে, আস্তে,' হুঁশিয়ার করল জুলিয়া, 'হাতে ব্যথা পাবে।' স্টোভের দিকে এগিয়ে গেল সে। ওখান থেকেই ফিরে তাকিয়ে বলল, 'আপনার খুব দয়া।'
'দয়া?' বোকা হয়ে গেল নিক। 'আমার?'
'এই যে এত বিপদের তোয়াক্কা না করে আমাদের নিতে এসেছেন।'
'আপনাকে একটা জিনিস দেবো,' হাত ধরে টানল ডোনাল্ড। 'আমার ইন্ডিয়ান হেডব্যান্ড। মোহাকু দিয়েছে। না, মা?'
হেডব্যান্ড আনতে চলল ডোনাল্ড।
টেবিলের নিচে অস্বস্তিভরে পা নাড়ল নিক। আরেক কাপ কফি নিলো।
'বীরের মতো মরতে পছন্দ করে ইন্ডিয়ানরা,' স্টোভ জ্বালছে জুলিয়া। 'লুক কি ভালোভাবে মারা গেছে?'
'হ্যাঁ, ম্যা'ম।'
স্টোভ ধরিয়ে ইস্তিরি গরম করতে শুরু করল জুলিয়া। আগের দিন নানা ঝামেলায় ধোয়া কাপড় সব ইস্তিরি করে সারতে পারেনি। আজ সারবে। কাজ করতে করতে ভাবছে, মাঝে মাঝে নিকের ভাবসাবে অস্বস্তি বোধ করে সে, ঠিক বুঝতে পারে না তখন মানুষটাকে।
নিক বলছে না বটে, কিন্তু জুলিয়া ঠিকই অনুমান করে নিয়েছে, লুকের মৃত্যুর পিছনে কিছু একটা গণ্ডগোল আছে। বলল, 'ডোনাল্ড বড় হলে তাকে বলতে পারব, তার বাবা বীরের মতোই লড়াই করে মরেছে।'

BanglaBook.org

ফিরে এলো ডোনাল্ড। 'এই যে আমার হেডব্যান্ড,' টেবিলে রাখল ওটা। 'আপনি কপালে বাঁধুন, ব্যস, সর্দার হয়ে যাবেন।'

ব্যান্ডটা হাতে নিয়ে দেখল নিক। 'খুব সুন্দর,' রেখে দিলো আবার টেবিলে। 'কিন্তু বাপ, আমি তো এটা নিতে পারি না। এটা তোমাকে দিয়েছে, আমাকে নয়। মোহাকুর হৃদয় অনেক বড়, সে যাকে কিছু দেয় অন্তর খুলে দেয়। এটা তোমার কিছুতেই হাতছাড়া করা উচিত হবে না। কাউকে নিতে দেবে না। মনে রাখবে, যদি কেউ নিতে চায়, তোমাকে মেরে তারপর নিতে হবে।

'ডোনাল্ড, অনেক কিছু শিখতে হবে তোমাকে। মোহাকু, যেভাবে চায় সেভাবে। না শিখলেও পারতে, যদি এই অঞ্চলে না থাকতে। তা ছাড়া শিখলে তোমারই লাভ। মস্ত বড় এই মরুভূমি, যদি কখনো হারিয়ে যাও, পথ চিনে বাড়ি ফিরতে হবে। খাবার আর পানি কী করে জোগাড় করতে হয় না জানলে তো বাঁচতেই পারবে না, ফিরবে কিভাবে?'

'আপনি আমাকে শেখাবেন?'

ডোনাল্ডের কাঁধে হাত রাখল নিক। 'নিশ্চয়। যা যা জানি আমি সব শেখাব তোমাকে।'

পুকুরের পাড়ে বসে কাপড় কাচছে জুলিয়া।

ঘোড়ায় চড়ে ঢাল বেয়ে নেমে এলো নিক। পিছনে জিনের ওপর ঝোলানো একটা মৃত হরিণ।

হেসে বলল জুলিয়া, 'বাহ্, কপাল খুলে গেছে আমাদের। তাজা মাংস।'

খানিক দূরে একটা পাথরে বসে ছিপ দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করছে ডোনাল্ড।

ঘোড়া থেকে নামল নিক। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলল, 'মাথা ঘোরাবেন না। পেছনে ঝোপের ভেতরে ঘাপটি মেরে আছে একজন অ্যাপাচি। ঝুঁকে থাকা পাইন গাছটার তলায়।'

'সাংঘাতিক চোখ তো আপনার। কয়বারই তো ওদিকে তাকালাম, কই, কিছুই তো দেখিনি।'

'দেখাও শিখতে হয়। পরশুও ওখানে ছিল একজন।'

কচি ঘাসের কাছে নিয়ে গিয়ে ঘোড়া বেঁধে ফিরে এলো সে। সিগারেট বানানোর সরঞ্জাম বের করল।

'কেন?' চোখ নাচাল জুলিয়া। 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'মনে হয় ডোনাল্ডের ওপর চোখ রাখছে। মোহাকু পাঠিয়েছে।'

আবার কাপড় কাচায় মন দিলো জুলিয়া।

ডোনাল্ডের কাছে এসে দাঁড়াল নিক। হ্যাট খুলে চুলে আঙুল চালাল। কটনউডের নিচে বেশ ঠাণ্ডা, আরাম। ব্যাপারটা কী? আরাম-আয়েশ,

BanglaBook.org

বিলাসিতার দিকে ঝুঁকছে কেন সে ভেবে অস্বস্তি বোধ করল নিক। নরম হয়ে আসছে সে? নাকি বয়েস?

'ওখানে তো মাছ পাবে না।'

'কোনো দিনই পায় না,' বলল জুলিয়া। 'ছিপ ফেলে অযথাই বসে থাকে।'

'মাছ তো আছে,' ভুরু কুঁচকে পুরো ডোবাটায় চোখ বোলাল নিক। 'চেষ্টা করলে ধরাও যায়।'

'যায়?' আগ্রহে উজ্জ্বল হলো ডোনাল্ডের চোখ। 'দিন না ধরে।'

একটা শার্ট কেচে নিয়ে পানিতে নামল জুলিয়া। ধুয়ে, ভালোমতো চিপে সোজা হলো। 'ওর একজন বাবা দরকার। বয়েস তো বাড়ছে। আমাকে ভালোবাসে সে, কথা শোনে না তা নয়। তবে মাঝে মাঝে বেয়াড়াপনা করে বসে, মানতে চায় না। মেয়েমানুষ তো আমি।'

হাসল নিক। 'আরো বড় হতে দিন, দেখবেন সুন্দরী মেয়েমানুষের গোলাম হয়ে যাবে। কথা শুনবে না আবার।'

রক্ত জমল জুলিয়ার গালে। 'বাপের মতো হলে শুনবে না।'

'আরে শুনবে শুনবে, বাপের মতো হবে কেন?'

'আমি চাই না, বড় হয়ে ও এখানে থাকুক।'

'সেটা তখন তার ইচ্ছে। তবে এখন এখানেই ভালো হবে ওর জন্য। চমৎকার জায়গা। কাজ শিখতে পারবে। তা ছাড়া নিরাপদ, মোহাকুর এলাকা এটা।'

চোখ তুলে তাকাল জুলিয়া। 'মোহাকু তো আর চিরকাল বাঁচবে না।'

'তা ঠিক। ভালো বন্ধু যেমন আছে, অ্যাকোয়ার মতো পাজি শত্রুও আছে এখানে।'

অ্যাকোয়ার চোখের ঘৃণা মনে পড়ল জুলিয়ার। কুকুরটাকে কী নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে, ভেসে উঠল স্মৃতির পর্দায়। কেঁপে উঠল সে।

'মোহাকুর মৃত্যুর পর অ্যাকোয়া সর্দার হওয়াও অস্বাভাবিক নয়,' আবার বলল নিক। 'আপনাকে ভয় দেখানোর জন্য বলছি না এ সব, যা সত্যি।'

'আসুন না,' অধৈর্য হয়ে ডাকল ডোনাল্ড। বড়দের বকর বকর ভালো লাগছে না। তার চাই এখন মাছ।

হ্যাটটা আবার মাথায় রেখে জিজ্ঞেস করল নিক, 'সূর্য কোন দিকে?'

'ও দিকে,' পেছনে দেখাল ডোনাল্ড।

'তার মানে তোমার ঘাড়ের ওপর পড়ছে রোদ। ছায়া পড়ছে পানিতে। তুমি যেহেতু সে-ছায়া দেখছ, মাছও দেখতে পাচ্ছে। ছায়ার নড়াচড়ায় ভয়ে কাছে আসবে না মাছ। কাজেই, সব সময় সূর্যকে সামনে রেখে মাছ ধরতে বসবে,

BanglaBook.org

যাতে পানিতে তোমার ছায়া না পড়ে। মাছ ধরতে হলে এখন ওই পাড়ে গিয়ে বসতে হবে তোমাকে।'

'যাব, মা?'

দ্বিধা করছে জুলিয়া। পুকুরের ও দিকটাকে তার ভয়। পানি খুব গভীর ও দিকে, তা ছাড়া বৃষ্টির সময় চোখা চোখা ডালপালা ভেসে এসে পড়ে ওখানটায়। 'পানি তো বেশি ওদিকে।'

'কেন, সাঁতার জানে না?'

'বয়েস কম...'

'এই বয়েসে অ্যাপাচিরা মিসৌরির বন্যা পাড়ি দেয়। যাও, ডোনাল্ড।'

ছিপটা তুলে নিয়ে রওনা হলো ডোনাল্ড।

অলস ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল নিক। 'হ্যাঁ, ব্যস, হয়েছে।'

বসার জন্য আশেপাশে সুবিধামতো একটা পাথর খুঁজল ডোনাল্ড। বসতে যাচ্ছিল, নিকের কথায় আর বসল না। 'ওখানে না। জংলা জায়গায় বা ছায়ায় বসবে না কক্ষনো। গরমের সময় ছায়ায় চলে আসে সাপ, ঠাণ্ডায় রোদে।'

আরেকটা পাথর বেছে নিলো ডোনাল্ড। ওটাতে বসলে পানিতে ছায়া পড়ে না, ফাতনা দেখা যায় পরিষ্কার। আর যেহেতু রোদ, সাপ থাকারও ভয় নেই।

ছিপ ফেলল সে।

ভেজা কাপড় চিপে অ্যাপ্রনে হাত মুছছে জুলিয়া, 'ডোনাল্ডকে সত্যি সত্যি অ্যাপাচি বানিয়ে ছাড়বেন নাকি?'

'মোহাকুর শত্রু হয়ে লাভ আছে?'

'খোকাকে ও ভালোবাসে।'

'খোকা? কাকে খোকা বলছেন? ছয়ের কম হবে না ওর বয়েস।'

'ছয় তো শিশুই।'

'দেখুন, এখানেই জন্মেছেন আপনি, বড় হয়েছেন। আপনার অন্তত জানা উচিত এখানে ছয় মানে অনেক বয়েস। অন্যের ওপর বেশি নির্ভরতা মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। ও নিজেকে বাঁচাতে শিখুক, নইলে টিকতে পারবে না এ দেশে।'

বিশাল এক কটনউড গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসে পুকুরের পানির দিকে তাকিয়ে রইল নিক। রোদে কাপড় শুকাতে দিয়ে পানির কিনারে একটা পাথরে বসল জুলিয়া। এলোমেলো চুলে পানির কণা ভোরের রোদে হীরের কণার মতো জ্বলছে আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে মনে মনে আরেকবার স্বীকার করতে বাধ্য হলো সে, মেয়েটা সুন্দরী। কিন্তু এখনো তাদের মাঝে রয়েছে দুস্তর বাধা। লুক মরে গিয়ে আরো জটিল করে তুলেছে পরিস্থিতি।

BanglaBook.org

ফাতনার দিকে তাকিয়ে বসে আছে ডোনাল্ড, দুনিয়ার আর কোনো দিকেই খেয়াল নেই।
ঘাস খাচ্ছে ঘোড়াটা।
পোস্টের কথা মনে পড়ল নিকের। মেজর ফুলারের কথা ভেবে হাসি ফুটল ঠোঁটে। এত দিনে মেজর নিশ্চয় মরার খাতায় তুলে ফেলেছে তার নাম। হয়তো ভাবছে, কোনো ইন্ডিয়ানের তাঁবুর চূড়ায় ঝুলছে এখন তার মাথা।
'মা! মা! ধরেছি!' গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ডোনাল্ড।
পুকুরের পাড় দিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে সে।
ছটফট করছে বড়শিতে গাঁথা মাছ, দেখে, কোনো রকম ভাবান্তর হলো না নিকের। ডোনাল্ড কাছে এলে বলল, 'ওটাকে কাবাব করে খেতে পারবে।'
'থ্যাংকস, ইমবেরাটো।'
নিকের দিকে ফিরল জুলিয়া। 'আরো কয়েকবার ওই নামে ডাকতে শুনেছি?'
'আমার অ্যাপাচি নাম। ওকে বলেছিলাম।'
'এর মানে কী?'
ঠোঁট বাঁকাল নিক। 'অ্যাপাচি শব্দের তো সঠিক ইংরেজি প্রতিশব্দ হয় না। তবে মোটামুটি দাঁড়ায়, বদমেজাজী।'
নিককে আগাগোড়া আরেকবার দেখল জুলিয়া। বদমেজাজী? নাহ্, নামটা বেমানান। ওই লোকের এই নাম কেন হলো, বুঝতে পারল না সে।
নিকের চোখ ডোনাল্ডের দিকে। বড়শি থেকে মাছটা খুলে একটা কাঠিতে গাঁথছে।
উঠে দাঁড়াল নিক। 'তুমি নাকি সাঁতার জানো না?'
মাথা নেড়ে সায় জানাল ডোনাল্ড।
কেউ কিছু বোঝার আগেই ডোনাল্ডের প্যান্টের পেছনে ধরে তাকে টেনে তুলে পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলো নিক। বেশ পানি, ডোনাল্ডের ঠাঁই হবে না ওখানটায়।
চিৎকার করে লাফিয়ে উঠে ছুটে এলো জুলিয়া। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। ধরে রাখল তাকে নিক।
ভেসে উঠল ডোনাল্ডের মাথা, হাবুডুবু খেল, ডুবল, আবার ভাসল। হাত ছুড়ছে।
ছুটে যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে জুলিয়া, নিক ছাড়ল না তাকে।
হাত-পা ছুঁড়ে ভেসে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে ডোনাল্ড। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে তীরের দিকে। কাছে এসে একটা পাথর আঁকড়ে ধরল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ইমবেরাটো...পেরেছি...আমি পেরেছি!'

BanglaBook.org

জুলিয়াকে ছেড়ে দিলো নিক। 'সোজা করে হাত বাড়াবে সামনে, পানি খামচে ধরে নিজের দিকে টানবে। আঙুল ফাঁক করবে না, তাহলেই জোর পাবে।'

'মাঝে মাঝে এত নিষ্ঠুর হন না...,' ছেলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে জুলিয়া।

'তাই? কিন্তু ছেলেটা তো সাঁতার শিখছে, নাকি? পানির ভয় তো অন্তত কাটল।'

কাঠিতে গাঁথা মাছটা তুলে নিয়ে ঘোড়ার দিকে এগোল নিক। বাঁধন খুলে লাগাম হাতে নিয়ে বলল, 'যাই, মাছটা সাফ করে দিই। ধরেছে, যখন, সে-ই খাক। নিজের শিকার খাওয়ার মজাই আলাদা।'

'কিন্তু ও তো উঠছে না পানি থেকে।'

'না উঠুক। পাথর তো ধরেই রেখেছে। দাপাদাপি করুক না। নিজে নিজেই শিখে ফেলবে।'

'যদি ডুবে যায়?' উদ্বিগ্ন চোখে ডোবার পানির দিকে তাকাল জুলিয়া।

'আর ডুববে না।'

ঘুরে, ঘোড়ার রাশ টেনে নিয়ে চত্বরের দিকে চলল নিক। কানে এলো ডোনাল্ডের উত্তেজিত চিৎকার, তাতে খুশির আমেজ, 'মা, আমি পারছি! মা, দেখো, ডুবি না!'

আস্তাবলের দিকে হারিয়ে গেল নিক।

'ডোনাল্ড, উঠে এসো। অনেক হয়েছে,' ডাকল জুলিয়া।

তোয়ালে দিয়ে ছেলের ভেজা গা মুছিয়ে দিতে লাগল। ভাবছে, মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে লোকটা, সাংঘাতিক কঠিন। রুক্ষ ব্যবহার। বাচ্চাদের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করতে হয়, বোধহয় জানেই না। তবে মনে মনে এও স্বীকার না করে পারল না জুলিয়া, ওই 'রুক্ষ' লোকটাকেই ভালোবাসতে আরম্ভ করেছে তার ছেলে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পনেরো

সাঁঝ হয়েছে। কটনউডের পাতায় বাতাসের কানাকানি।

কয়েক দিন হলো এখানে এসেছে নিক। সকালটা ব্যস্ত থাকে ডোনাল্ডকে নিয়ে, তার শিক্ষা চলে। খুব দ্রুত শিখছে খুদে যোদ্ধা, খুশি বাগ মানে না মোহাকুর। প্রায় রোজই ছেলেকে দেখতে আসে সে।

ডোনাল্ডকে ছেড়ে তারপর র‍্যাঞ্চের কাজে মন দেয় নিক।

সেদিনও সারাটা দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম শেষে ঝর্নার পাড়ে জিরাতে বসেছে সে। তার পাশে এসে দাঁড়াল জুলিয়া, ডোনাল্ডকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এসেছে।

কয় দিন ধরেই কথাটা বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত বলতে পারেনি নিক। আজ মনস্থির করেছে, বলবেই।

'বসো, জুলিয়া। একটা কথা বলব তোমাকে। কিভাবে শুরু করব, তা-ই বুঝতে পারছি না।'

'থাক তাহলে, আজ বলার দরকার নেই।' বসল জুলিয়া। মুখ তুলে তাকাল চাঁদের দিকে। জ্যোৎস্নায় চকচক করছে কটনউডের পাতা। 'দেখো, চাঁদটা কেমন অদ্ভুত! এ সময় অবশ্য এ রকমই হয়। এই চাঁদকে কী বলে অ্যাপাচিরা?'

'বারমাগা, মানে চাষের চাঁদ। চাষের বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পরেও অপেক্ষা করে ওরা, চাঁদের আকার এ রকম হলে তারপর চাষ শুরু করে।'

'অ্যাপাচিদের সঙ্গে থাকতে খুব ভালো লাগত তোমার, না?'

চুপ করে রইল নিক। পাথরে বাড়ি খেয়ে খেয়ে বয়ে চলেছে ঝর্না। অখণ্ড নীরবতায় ওই মৃদু শব্দই বেশি হয়ে কানে বাজছে। আস্তাবলে পা ঠুকল একটা ঘোড়া, ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'তালাটালা কিচ্ছু লাগে না,' আনমনে বলল নিক।

'কী বিড়বিড় করছ?'

'আমাদের তো দরজা বন্ধ করতে হয়, ঘরে তালা লাগাতে হয়। ওসব ঝামেলা নেই অ্যাপাচিদের, দরজাই নেই ওদের তাঁবুর। তাঁবুতে জিনিসপত্র রেখে চলে যাও, কয়েক মাস পরে এসেও যেখানের জিনিস সেখানেই পাবে, কেউ ছোঁবে না। বুড়ি, যাদের স্বামী নেই, তারা আলাদা তাঁবুতে থাকে। শিকার থেকে এসে আগে অর্ধেক মাংস তাদের তাঁবুতে দিয়ে আসে সর্দার, অসহায়দের আগে

BanglaBook.org

খাবার ভাগ করে দিয়ে তারপর নিজেরা খায়। স্বার্থপরতা কাকে বলে জানেই না ওরা। হ্যাঁ, ওদের সঙ্গে থাকতে ভালো লাগত আমার।'

নিকের কণ্ঠ ভালো লাগে জুলিয়ার। ভারী, সত্যিকার পুরুষের কণ্ঠস্বর, থেমে থেমে কথা বলে, স্পষ্ট উচ্চারণ।

'তোমার মুখে অ্যাপাচিদের গল্প শুনতে খুব ভালো লাগে।'

জবাব দিলো না নিক।

মুখটা ভালো করে দেখার চেষ্টা করল জুলিয়া। ছায়ায় ঢাকা। রেখাগুলো অদৃশ্য, চোখে পড়ে শুধু চেহারার আদল। ফলে মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই কী ভাবছে মানুষটা।

মৃদু একটা শব্দ শোনা গেল, সতর্ক হয়ে উঠল নিক। কান খাড়া।

অন্ধকারে নিকের আরো কাছে ঘেঁষে এলো জুলিয়া।

'জুলিয়া, একটা জরুরি কথা বলার আছে তোমাকে। মিথ্যে বলে ফাঁকির মধ্যে থাকা পছন্দ নয় আমার। আমি...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো।'

ধাক্কা দিয়ে জুলিয়াকে মাটিতে শুইয়ে দিলো সে, হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল।

'বনের মধ্যে কে যেন!'

'গুলি কোরো না,' মোহাকুর কণ্ঠ। বেরিয়ে এলো গাছের আড়াল থেকে। 'খুদে যোদ্ধার একটা ছুরি দরকার। দিয়ে এলাম।'

'ঘরে ঢুকে?' জুলিয়া অবাক।

'হ্যাঁ।'

'তোমার বীরটাকে বলো সামনে থেকে সরতে,' নিক বলল।

হাসল মোহাকু। বনের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'লুন, তোমাকে দেখে ফেলেছে। আর থাকার দরকার নেই। ঘোড়ার কাছে যাও।'

'আর একবার নড়লেই তখন গুলি করতাম।'

'ছেলেমানুষ তো। হুঁশিয়ার থাকতে জানে না। শিখে নেবে।'

'যদি বাঁচে।'

'চামড়াই যা সাদা তোমার, মনেপ্রাণে তুমি অ্যাপাচি,' নিকের প্রশংসা করল সর্দার। জুলিয়ার দিকে ফিরল, 'ছেলে না থাকলে ঘর ভরে না। আমার তাঁবু অনেক দিন ধরে শূন্য। খুদে যোদ্ধাকে দিয়ে ভরব। হ্যাঁ, শোনো, সাদা সৈন্যরা কাছে এসে পড়েছে। শীঘ্রিই লড়াই বাধবে, অ্যাপাচিরা অনেক দিন মনে রাখবে সে-লড়াইয়ের কথা। এখানেও আসবে সৈন্যরা। তোমরা ওদের সঙ্গে যাবে না তো?'

BanglaBook.org

'না, যাবো না,' জবাব দিলো নিক।
'সৈন্যদের সর্দার তোমাকে নানা প্রশ্ন করবে। বলো, অ্যাপাচিরা পশ্চিমে চলে গেছে।'
'মিছে কথা বলতে পারব না।'
'পারবে না?'
'না।'
দীর্ঘ নীরবতা, শুধু গাছের পাতার আলতো মর্মর। টুপ করে পানিতে লাফ দিলো একটা মাছ।
'সত্যি তুমি ভালো মানুষ,' বলেই জুলিয়ার দিকে তাকাল সর্দার। 'সামলে রেখো ওকে। হাতছাড়া কোরো না। এত ভালো পুরুষ আর পাবে না।'
'রাখব!'
অন্ধকারে হারিয়ে গেল মোহাকু।
সেদিকে তাকিয়ে রইল দুজনে। কাছে এলো জুলিয়া। দুই হাতে নিকের গলা জড়িয়ে ধরে তার বুকে মাথা রাখল।
জুলিয়ার গলায় এক হাত জড়াল নিক। শুনছে। 'ঘোড়ায় চড়ছে ওরা।'
'কই, আমি তো কিছুই শুনছি না।'
'চলে যাচ্ছে। আট-নয়জন।'
কিছুই শুনল না জুলিয়া। রাতটা তার কাছে একই রকম নীরব...তারপর একটা শব্দ শুনল। 'কী ওটা?'
'কাঠবিড়ালী।'
সরে এসে মুখ তুলে তাকাল জুলিয়া। ছায়ায় নেই, নিকের চেহারা এখন মোটামুটি স্পষ্ট। ওপরে উঠেছে চাঁদ, আলো বেড়েছে। তারাগুলোও আগের চেয়ে উজ্জ্বল।
'তোমাকে ভালোবাসি আমি,' আবেগের বশে বলেই চমকে গেল জুলিয়া। 'কিছু মনে কোরো না...মাত্র এই কয়েক দিন আগে আমার স্বামী মারা গেছে, এখনই...'
'অযথা লজ্জা পাচ্ছ। মানুষের হৃদয় ক্যালেন্ডার মেনে চলে না।'
জুলিয়ার ঠোঁটে আলতো চুমু খেল নিক, বুকের কাছে ধরে রাখল তাকে। একটা মুহূর্ত নীরব রইল দুজনেই।
'মোহাকু বলল মিথ্যে বলতে, রাজি হলে না কেন?'
'ও আমাকে পরীক্ষা করছিল। অ্যাপাচিরা মিথ্যে বলে না।'
দুজনেই আবার চুপ। ঠাণ্ডা বাড়ছে। পাহাড়ের দিকে ঢলে পড়ছে চাঁদ। দূরে

BanglaBook.org

কোথাও ডেকে উঠল একটা কয়োট, আকাশের বিস্তারে ছড়িয়ে দিলো যেন তার ডাক। কর্কশ চিৎকার করে উঠল একটা পেঁচা।

'হেসো না, আজ রাতে ঘরে ঘুমাতে ইচ্ছে করছে না আমার। এখানেই কোথাও শুলে মন্দ কি? খোলা আকাশ, তারাজ্বলা আকাশের নিচে কতকাল ঘুমাইনি! দাঁড়াও, কম্বল নিয়ে আসি।'

'ঠিক আছে, আমিই যাচ্ছি।'

'না, না, আমি আনছি। আমি তোমার অ্যাপাচি স্ত্রী হতে চাই; বাধ্য, বিশ্বাসী,' বলে আর দাঁড়াল না জুলিয়া।

অন্ধকারে তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। ঝর্নার কুলকুল কান পেতে শুনছে নিক। পিছনে আবার কিচকিচ করে উঠল কাঠবিড়ালীটা।

ঘুরে তাকাল নিক। 'দেখ, বেশি জ্বালাবি না। কাল ধরে তাহলে সুপ বানিয়ে খাব।'

জবাবে আরেকবার কিচকিচ করে উঠল কাঠবিড়ালী, তারপর চুপ হয়ে গেল।

বয়েই চলেছে পানির ধারা। দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল। খানিক পরেই এগিয়ে এলো পায়ের আওয়াজ।

উঠে বড় একটা গাছের গোড়ায় এসে দাঁড়াল নিক। জুলিয়াকে ডাকল, 'এখানে। অন্ধকারে। কেউ এলে আগে আমরা দেখতে পাব।'

দুজনে মিলে মাটিতে তারপুলিন বিছাল, তার ওপর কম্বল।

'কখনও ভোলো না তুমি, না?' জুলিয়া বলল। 'ওই আগে দেখার ব্যাপারটা?'

'ভুললে মরব।' বসে টেনে টেনে বুট খুলতে শুরু করল নিক।

কটনউড পাতার মর্মর কোমল হলো।

আরেকবার ডাকল কাঠবিড়ালী।

কাছে চলে এসেছে নিঃসঙ্গ কয়োট, ডাক শুনেই বোঝা যায়। পাথরের ফাঁক দিয়ে একভাবে বয়ে চলেছে ঝর্নার পানি, শব্দের কোনো পরিবর্তন নেই।

ডোবার পাড় থেকে ভেঙে ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল এক টুকরো মাটি।

রাত্রি গভীর। বাড়ছে নীরবতা।

ভারী হয়ে এলো দুজনের শ্বাস-প্রশ্বাস।

BanglaBook.org

ষোলো

গোলাঘরের ধারে ফেলে রাখা জুলিয়ার বাবার ভাঙা ওয়াগনটা মেরামত করে ফেলেছে নিক, চাকা লাগাচ্ছে, এই সময় আসতে দেখল ওদের। ঢাল বেয়ে নামছে। লম্বা সারি।

জুলিয়া আর ডোনাল্ডও দেখতে পেয়েছে ওদের, নিকের পাশে এসে দাঁড়াল দুজনে।

চত্বরের সীমার বাইরে এক টুকরো খোলা জায়গায় পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামতে শুরু করল ওরা। অফিসার ইন কমান্ড আর তার সঙ্গী আরেকজন এগিয়ে এলো। কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল।

অফিসার ইন কমান্ড একজন লেফটেন্যান্ট। ধোপদুরস্ত পোশাক পরনে, নিখুঁত ছাঁট, একটু এদিক-ওদিক নেই। এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। চকচকে বুটের গোড়ালি একত্র করে, দস্তানা ঢাকা হাত তুলে মিলিটারি কায়দায় সালাম জানিয়ে বলল, 'আমি লেফটেন্যান্ট চার্লস ডিকার। স্কোয়াড্রন ডি, সিক্সথ ক্যাভালরি।'

পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে তার সঙ্গী। দাঁত বের করে হাসল নিকের দিকে তাকিয়ে। গ্রিজলি। 'অ্যাই, নিক। লেফটেন্যান্ট ও নিক কার্টার। ওর কথাই বলেছিলাম। কিন্তু ম্যাডামকে চিনতে পারলাম না?'

'মিসেস রবার্ট,' হেসে পরিচয় করিয়ে দিলো নিক।

'আপনারা খুব লাকি,' বলল ডিকার। 'মোহাকু আর তার খুনেরা আপনাদেরকে এখনও দেখেনি।'

'মোহাকু প্রায়ই আসে এখানে,' জানাল নিক। 'আমাদের সঙ্গে কথাও হয়।'

'তারপরও বেঁচে আছেন! একা ঠেকিয়ে রেখেছেন ওকে?'

'আমার মতো দশজনও ঠেকাতে পারবে না ওকে। দয়া করে আমাদের থাকতে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ, ও আমাদের বন্ধু,' যোগ করল জুলিয়া।

'বন্ধু? মোহাকু? ম্যাডাম, না বলে আর পারছি না, ও আর ওর খুনেরা এদিকে অন্তত হাজারখানেক মানুষকে খুন করেছে। কাপুরুষ কোথাকার!'

একটা ভুরু ওপরে তুলল নিক। 'মোহাকু কাপুরুষ? ওকে এখনো দেখেননি লেফটেন্যান্ট, তাই এ কথা বলছেন...'

BanglaBook.org

ঘোঁৎ করে বিচিত্র একটা শব্দ করল গ্রিজলি।
তার দিকে তাকাল একবার লেফটেন্যান্ট। আবার ফিরল জুলিয়া আর নিকের দিকে। 'আজ রাতটা আমরা এখানে থাকব...মিস্টার কার্টার, ওকে দেখিনি, মানে মুখোমুখি হইনি, ঠিক, কিন্তু গত কয়েক দিনে তার অনেক পরিচয় পেয়েছি। আমাদের আগে আগে এসেছে প্রায় দু-শো মাইল। যখনি কাছাকাছি হয়েছি, আক্রমণ করতেও গেছি, দলবল নিয়ে লেজ তুলে পালিয়েছে ও।'
'একটা গল্প খুব প্রিয় ইন্ডিয়ানদের,' এক চিলতে হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল নিকের ঠোঁটে। এক শিকারি একটা পুমার পিছু নিয়েছিল। তারপর কাছে পেয়ে জানোয়ারটাকে যখন মারতে গেল, উল্টে গেল পরিস্থিতি।'
ডিকারও হাসল। 'ওসব গল্প জানা আছে আমার। এর চেয়েও ভালো আরেকটা গল্প শোনাতে পারি, অনেকটা একই রকম। তাতারদের এলাকায় ঢুকে পড়েছিল একদল রোমান সৈন্য। একজন তাতারকে জাপটে ধরে চেঁচিয়ে উঠল এক সিপাই। অফিসার আদেশ দিলো বন্দীকে নিয়ে আসতে। কাঁদো কাঁদো গলায় সৈনিক বলল: তাতারটা আমাকে আসতে দিচ্ছে না তো...হাহ্ হাহ্ হা।'
কিন্তু হাসিতে যোগ দিলো না নিক কিংবা গ্রিজলি। জুলিয়া আর ডোনাল্ড সরে গেল সেখান থেকে।
'কর্নেল ডনিসের খুব প্রিয় গল্প এটা,' আবার বলল লেফটেন্যান্ট। 'তার ক্যাভালরির সবাই জানে এই গল্প।'
সিগারেট বানাতে বানাতে জিজ্ঞেস করল নিক, 'ওয়েস্ট পয়েন্ট থেকে কত দিন হলো এসেছেন, লেফটেন্যান্ট?'
দ্বিধা করছে ডিকার, প্রশ্নটা ভালো লাগেনি। জবাব যা দিতে হবে সেটা তার মনঃপূত নয়। আরেক দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঊনসত্তুরে পাশ করে বেরিয়েছি,' সামান্য লাল হয়ে গেল কান। বেশি দিন আগের কথা নয়। হঠাৎ নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে নিজের বোকামির জন্য। মেজর ফুলার, এমনকি জেনারেল নিকোলাইও বিশেষ চোখে দেখে নিক কার্টারকে। তার সঙ্গে আরো বুঝেসমঝে কথা বলা উচিত ছিল।
'স্যামুয়েল রেনল্ডসের নাম শুনেছেন?' আবার জিজ্ঞেস করল নিক।
'হ্যাঁ, কর্নেল রেনল্ডস। সি কোম্পানির অফিসার ইন কমান্ড ছিলেন।'
'সাংঘাতিক লোক ছিল রেনল্ডস, অনেক বড় যোদ্ধা। কিন্তু ইন্ডিয়ানদের খুব হালকাভাবে নিয়েছিল। বড় বড় কথা বলত। প্রায়ই শোনাতো, আশিজন লোক দিলেই পুরো ইন্ডিয়ান এলাকা ঘুরে আসতে পারবে সে, কেউ তার একটা চুলও ছিঁড়তে পারবে না।' সিগারেট ঠোঁটে লাগাল নিক। 'তিরাশিজন লোক দেয়া

BanglaBook.org

হয়েছিল তাকে। যেভাবে পড়ে থাকতে দেখেছি, আমার তো ধারণা, বিশ মিনিটও টেকেনি। একটি লোককেও পালাতে দেয়নি ইন্ডিয়ানরা।'

চোখমুখ লাল হয়ে গেছে লেফটেন্যান্টের। 'পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, না?'

'পিছন থেকেই আসুক আর সামনে থেকেই, হঠাৎ আক্রমণ করে অ্যাপাচিরা। শত্রুকে সামান্যতম সুযোগ দেয় না। সেটা বড় কথা নয়। যুদ্ধের নিয়মঃ শত্রু শেষ করতে হবে, ব্যস। কে কাকে কিভাবে মারল সেটা ভেবে লাভ নেই। আসল কথা হলো, হুঁশিয়ার থাকতে হবে নিজেকে। আমি তো বলব, তিরাশিজন লোকের মৃত্যুর জন্য কর্নেল রেনল্ডসই দায়ী। বোকার মতো বাঘের গুহায় মাথা ঢোকাল কেন সে?'

বিস্ময় ফুটল ডিকারের চোখে। 'এতখানি বড় ভাবেন ইন্ডিয়ানদের?'

'শুধু ভাবি না, জানি। নেপোলিয়ান আর কী লড়াই জানত, অ্যাপাচিরা তার ওস্তাদ।' সিগারেট ধরাল নিক। 'আপনি কয়জন নিয়ে এসেছেন, লেফটেন্যান্ট?'

নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে এখন ডিকারের। বলল, 'সরি, স্যার, শত্রুর বদনাম করলে রেগে যাবেন, ভাবতেই পারিনি। বুঝতে পারছি, বীরকে বীর হিসেবে দেখতেই পছন্দ করেন আপনি...আমি রেনল্ডসের দ্বিগুণের বেশি লোক এনেছি।'

পালিয়ে বাঁচল যেন সেখান থেকে ডিকার।

ও চলে যাওয়ার পর হাসল গ্রিজলি। 'আচ্ছামতো ঝেড়েছ। সারাটা পথ জ্বালিয়ে মেরেছে আমাকে। খালি বড় বড় কথা। কিছুটা শিক্ষা হয়েছে। তবে লোক খারাপ না।'

কেবিনের দরজার কাছে থাকল লেফটেন্যান্ট। জুলিয়াকে বলল, 'ম্যাডাম, এ দিকে যত সেটলারস আছে সবাইকে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে আমাকে। কাল টুইন বুটসে যাচ্ছি। রাতে ফিরব। তার পরদিন নিয়ে যাব আপনাকে। তৈরি থাকবেন।'

'আমরা এখানে নিরাপদ। মোহাকু কথা দিয়েছে,' জুলিয়াকে বলল।

'একটা ইন্ডিয়ানের কথা!' ফস করে আবার বলে বসল ডিকার। 'কী দাম আছে? মিস্টার কার্টার রিস্ক নিতে চান, নিন, আপনি নেবেন না।'

'মোহাকুকে বিশ্বাস করি আমি। যাব না।'

'সরি, ম্যাডাম। সেটেলার যারা এখনও বেঁচে আছে সবাইকে না নিয়ে গেলে শাস্তি হয়ে যাবে আমার।' মাত্র কয়েক হপ্তা আগে সীমান্তে এসেছে ডিকার।

BanglaBook.org

এরই মাঝে বেশ কয়েকজনের বিকৃত লাশ দেখেছে, ইন্ডিয়ানরা করেছে ওই অবস্থা। জুলিয়ার মতো সুন্দরী একজন মহিলার ওই অবস্থা হবে, ভাবতে খুব খারাপ লাগল তার। 'তাহলে ওই কথাই রইল, ম্যাডাম। চলি।'

গ্রিজলিকে নিয়ে কেবিনের দিকে এগোল নিক।

'দারুণ লোক,' বলল জুলিয়া। 'বয়েসও কম।'

'হ্যাঁ, ম্যা'ম,' গ্রিজলির কণ্ঠে অস্বস্তির ছোঁয়া।

'ওর দলের স্কাউটিং করছেন?'

'হ্যাঁ।' নিকের দিকে ফিরল গ্রিজলি। 'বিশ দিন হলো বেরিয়েছি। বেশ কয়েকজন ইন্ডিয়ান মারা পড়েছে।'

একসঙ্গে এত লোক জীবনে দেখেনি ডোনাল্ড। সৈন্যদের তাঁবু খাটানো দেখছিল সে, ছুটতে ছুটতে এলো। মহা উত্তেজিত। খেয়ে আবার যাবে দেখতে।

'এই যে, ডোনাল্ড,' জুলিয়া বলল, 'লেফটেন্যান্টকে দেখেছ। তার মতো হতে হবে তোমাকে। ও রকম ভদ্র।'

'তাহলে আর দেখতে হবে না,' মনে মনে বলল নিক। 'কুচ করে একদিন মুণ্ডুটা কেটে নেবে ইন্ডিয়ানরা।' গ্রিজলির দিকে তাকাল। চোখাচোখি হলো দুজনের। গ্রিজলির ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল।

ছেলেকে নিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল জুলিয়া।

'কী করে বোঝাই ম্যা'মকে,' সিঁড়িতে বসতে বসতে বলল গ্রিজলি, 'ওই শহুরে ননীর পুতুলগুলোকে কাজ শেখাতে হয় আমাদেরই।'

'দরকার নেই বোঝানোর। সময় হলে আপনিই বুঝবে।'

কথা বলছে দুজনে।

অ্যাপ্রনে হাত মুছতে মুছতে আবার দরজায় দেখা দিলো জুলিয়া। সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওরা তো দেখছি খাবারের জোগাড় করছে। পারলে একবেলা আমি ওদের খাওয়াতাম। এত খাবার নেই...নিক, তোমার বন্ধুকে কিন্তু যেতে দিয়ো না। আমাদের সঙ্গেই খাবেন। আপত্তি আছে, মিস্টার...'

'গ্রি...,' থমকে গেল সে, হেসে বলল, 'জোনস। পিটার জোনস।'

'হ্যাঁ, মিস্টার জোনস?'

'না, আপত্তি আর কী? থ্যাংকিউ।'

খেতে খেতে ঘরের চারদিকে চোখ বোলাল গ্রিজলি। 'নিক, ক্যালিফোর্নিয়ায় তোমার র‍্যাঞ্চটাও অনেকটা এ রকমই। কেবিনটাও এটারই মতো। এখান থেকে দেখে গিয়েই বানিয়েছিলে নাকি?' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল।

BanglaBook.org

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ধরল জুলিয়া, নিকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার র‍্যাঞ্চ আছে নাকি?'

'আছে একটা। স্যান ডিমাসের পুবে।' দ্বিধা করল। 'পিটার ঠিকই বলেছে। আমার র‍্যাঞ্চটাও অনেকখানি এটার মতো...'

খাওয়া শেষ হলো।

'মিস্টার জোনস,' জুলিয়া বলল, 'ওই যে, রেঞ্চের কাছে গামলা। তোয়ালেও আছে।'

'গাম...ও হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়,' উঠে গেল গ্রিজলি।

'তোমার র‍্যাঞ্চ আছে,' নিককে বলল জুলিয়া, 'কখনো বলনি তো? এটারই মতো বলছ...বাবার রুচির সঙ্গে তোমার রুচির অনেক মিল...'

হাত ধুয়ে, মুছে ফিরে এলো গ্রিজলি। 'আমি কয়েকবার গিয়েছি। শীতকালে যা দারুণ লাগে না ওখানে।' আবার চেয়ারে বসল সে। 'ওফ, যা খাইয়েছেন না, ম্যা'ম, দারুণ...অনেক দিন এভাবে খাইনি...'

'বাড়িয়ে বলছেন,' হাসল জুলিয়া। 'যত দিন থাকবেন, এখন থেকে প্রত্যেক বেলা এখানে খাবেন। লজ্জা করবেন না যেন।'

'না, না, লজ্জা কিসের...,' মুখের লাগাম খুলে দিতে যাচ্ছিল গ্রিজলি, নিকের ভ্রুকুটি দেখে সামলে নিলো সময়মতো।

তাক থেকে আপেলের হালুয়া নামিয়ে ছুরি বের করল জুলিয়া। কাটতে কাটতে বলল, 'নিক, যাও না, লেফটেন্যান্ট ডিকারকে গিয়ে বলো না, এক কাপ কফি খেয়ে যাক আমাদের সঙ্গে?'

নিক বেরিয়ে যেতেই গ্রিজলির দিকে ফিরল জুলিয়া। 'মিস্টার জোনস, একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে। লুক রবার্টকে চিনতেন...আমার স্বামী?'

সৌজন্য ভুলে গিয়ে মুখ খারাপ করে গাল দিতে যাচ্ছিল গ্রিজলি, জুলিয়ার শেষ শব্দটা যেন চাবুকের বাড়ি মেরে থামিয়ে দিলো তাকে। প্রায় এক মিনিট চুপ করে রইল। বিশ্বাস করতে পারছে না, টেইটের মতো একটা হারামজাদা ওই মহিলার স্বামী! অবশেষে বলল, 'হ্যাঁ, চিনতাম।'

দ্বিতীয় প্রশ্ন করার দরকার মনে করল না জুলিয়া। গ্রিজলির চমকে ওঠা ও নীরবতাই ওর অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিয়েছে।

নীরবে হালুয়া কাটতে লাগল সে।

লেফটেন্যান্টকে নিয়ে এলো নিক

'না এসে পারলাম না, ম্যাডাম,' খুব নরম গলায় বলল ডিকার। ডোনাল্ডের দিকে তাকিয়ে হাসল।

BanglaBook.org

অ্যাপাচিদের স্বভাব-চরিত্র জানে না সে, ঠিক, কিন্তু সুন্দরী মহিলার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয়, সে-প্র্যাকটিস পুরোপুরিই আছে। অনর্গল কথা বলে গেল, চোখ বড় বড় করে দিলো জুলিয়ার। মিলিটারি পোস্টের গল্প থেকে কখন যে সরে এলো ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক আর রিচমন্ডের মহিলারা কী পোশাক পরে সে-কথায়, খেয়ালই করল না কেউ। কয়েক মিনিট পর হঠাৎ থেমে গিয়ে নিকের দিকে ফিরল। 'মোহাকু এখন কী করবে বলে মনে হয় আপনার?' সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ। 'আরো আগে বাড়বে?'

'না। আক্রমণ করবে। লড়াইয়ের জন্য তৈরিই হয়ে আছে সে।'

'মিস্টার কার্টার, আমি এই এলাকায় নতুন, অভিজ্ঞতাও কম। আপনারা অ্যাপাচিদের সম্পর্কে অনেক বেশি জানেন। এই মুহূর্তে আপনার কী পরামর্শ?' কফির দিকে তাকিয়ে রয়েছে নিক। দেখে যতটা মনে হয় তত বোকা নয় ডিকার, মানিয়ে নেয়ার চমৎকার কৌশল জানে। এই প্রথম মনে হলো নিকের, লোকটা বেঁচে গেলেও যেতে পারে। তার মতো লোক সীমান্তে প্রয়োজন। বয়েস এখন কম, অনেক কিছুই জানে না, বেঁচে থাকলে শিখে নেবে আস্তে আস্তে।

'পরামর্শ দেয়ার মতো জ্ঞান তো আমার নেই, লেফটেন্যান্ট,' শান্ত কণ্ঠে বলল নিক। 'হুঁশিয়ার থাকবেন। শেয়ালের চেয়ে চতুর মোহাকু। আর হিংস্রতায়,' শীতল হাসি ফুটল ঠোঁটে, কয়োটকে হার মানায়। কল্পনাও যা করবেন না, তাই ঘটিয়ে বসবে সে।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সতেরো

গ্রিজলির ছুরি ধার করা শেষ হলে শানপাথরের দিকে এগোল নিক।
গোলাঘরের কাছে শুয়ে ছিল হগ মারটিন, নিককে দেখে উঠে বসল। ছিপছিপে শরীর, চোখেমুখে শয়তানি, পনেরো বছর ধরে আছে সীমান্ত এলাকায়। টাকার জন্য মায়ের পিঠে ছুরি বসাতেও দ্বিধা করবে না।
এদিকে পিছন ফিরে শানপাথরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে গ্রিজলি, আঙুল দিয়ে ছুরির ধার পরখ করছে।
'রাইফেল একখান,' বেড়ায় ঝোলানো নিকের উইনচেস্টারটা দেখিয়ে বলল হগ। 'একেবারে নতুন জিনিস। পাওয়া মুশকিল।'
'ওটার দিকে নজর দেবে না,' গম্ভীর হয়ে বলল নিক।
শানপাথরের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইল হগ। কথা শেষ হয়নি তার, বুঝতে পারছে নিক। ভিতরে ভিতরে জমছে প্রচণ্ড রাগ। কোন মতলব এঁটেছে বদমাশটা?
'দশ বছর ধরে চিনি তোমাকে,' বলল হগ। 'কোনো দিন একসঙ্গে কাজ করার কপাল হলো না।'
'তোমার সঙ্গে? থুহ্,' ছুরির ধার দেখল নিক। সামান্য ভোঁতা হয়েছে, তবে কাজ চালানো যায়।
'জানতাম এ রকম জবাবই দেবে। আচ্ছা, তোমার রাইফেলটা আমাকে দিয়ে দাও না।'
অবাক হলো নিক। সেটা লুকানোর চেষ্টা করল না।
ভাঙা ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত বের করে হাসল হগ। 'আসার পথে কয়েকটা লাশ দেখেছি একটা খাদের তলায়, ঝোপের মধ্যে। একটা ওই মহিলার স্বামীর। অনেকগুলো ঘোড়ার নালের ছাপ দেখেছি, তার মধ্যে তোমারটারও আছে।'
চুপ করে রইল নিক। দ্রুত হয়ে উঠছে হৃৎস্পন্দন, তীব্র হচ্ছে রাগ।
'চমৎকার জায়গা পেয়েছ হে,' আবার বলল হগ। 'র‍্যাঞ্চ, সুন্দরী মহিলা...'
গভীর শ্বাস টানল নিক। এক ঘুসিতে 'শুয়োরটার' ভাঙা দাঁতগুলো খসিয়ে দেয়ার ইচ্ছেটা রোধ করতে কষ্ট হচ্ছে। 'দেখো, এ সব শয়তানি ছাড়ো। নইলে মরবে কোনো দিন।'
শাসানীতে কান দিলো না হগ। সে ধরেই নিয়েছে, তুরুপের তাস তার হাতে। নিক এখন দুর্বল, কায়দা করে চাপ দিতে পারলে কাজ হবে। 'কী জানি।'

BanglaBook.org

চোখ টিপে রাইফেলটার দিকে ইশারা করল। 'না-ও মরতে পারি। সেই সঙ্গে ওই জিনিসটাও আমার হবে। জানি, তুমি মারোনি মহিলার স্বামীকে। ইন্ডিয়ানদের চিহ্ন দেখেছি। কিন্তু তুমি মেরেছ বলে সহজেই চালিয়ে দেয়া যায়, মহিলাকে সেটা বিশ্বাস করানোও শক্ত হবে না...'

নিককে এগোতে দেখে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল হগ। হাত তুলে চোয়াল বাঁচানোর চেষ্টা করল। পারল না। ঘুসি খেয়ে চিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

কোনোমতে উঠে দাঁড়াল আবার। টলছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল না, তার আগেই যেন মুগুরের বাড়ি পড়ল চোয়ালে, প্রথমে ডানটায়, পরে বাঁ-এ। দড়াম করে পড়ল আবার সে। চোখের সামনে উঠে এলো নিকের বুট, নামতে শুরু করল মুখ বরাবর। থেমে গেল আচমকা...

গোলার পাশেই গোয়াল। মুখ ফিরিয়ে হগ দেখল, বেরিয়ে এসেছে মহিলা।

এক হাতে দুধের বালতি, আরেক হাতে ছোট একটা টুল নিয়ে বেরিয়েছে জুলিয়া। তাকে দেখেই থমকেছে নিক। এত কাছে ছিল, তাদের কথাবার্তা নিশ্চয় সব শুনেছে সে, কিন্তু মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না।

দীর্ঘ এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল দুজনে। তারপর, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল জুলিয়া।

এই সুযোগে হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল হগ, চোয়াল ডলতে ডলতে উঠে ছুটে পালাল।

এই সময় সেখানে এসে হাজির হলো লেফটেন্যান্ট ডিকার। 'এই যে, মিস্টার কার্টার, আমরা এখন রওনা হবো।' জুলিয়াকে ডেকে বলল, 'ম্যাডাম, নিককে ছ-সাত ঘণ্টার জন্য নিয়ে যাচ্ছি। সিঙ্গল বুটে যাবো। আমার সঙ্গের স্কাউটেরা কেউ চেনে না ও দিকটা। কেবল নিক চেনে। ভাববেন না, রাতের আগেই ছেড়ে দেবো। অসুবিধে হবে না তো আপনার?'

'না, না, অসুবিধে কী?'

জুলিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিকের দিকে ফিরল ডিকার। 'মিস্টার কার্টার, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন, প্লিজ।'

'আমি যেতে পারব না।'

এমনভাবে তাকাল ডিকার, যেন নিকের কথা বুঝতে পারেনি। দুই ভুরু সামান্য কাছাকাছি হলো। 'পারবেন না?'

'না।'

'কেন?'

'আপনাদের সঙ্গে থাকব না কথা দিয়েছি।'

'কথা দিয়েছেন! কাকে?'

'মোহাকুকে।'

BanglaBook.org

'অ।' হাঁপ ছাড়ল ডিকার। 'একজন ইন্ডিয়ান খুনেকে কথা দিলেই...'
'মিস্টার ডিকার,' শান্ত কণ্ঠে বাধা দিলো জুলিয়া, 'আপনি একজন মিলিটারি অফিসার, সম্মানিত লোক, ভদ্রলোক। কাউকে কথা দিলে যে সেটা রাখা উচিত ভুলে যাননি আশা করি।'
'ও, নিশ্চয় নিশ্চয়,' লজ্জা পেল লেফটেন্যান্ট। 'মনে করিয়ে দিয়ে ভালোই করেছেন, মিসেস রবার্ট। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে চলি। গুড ডে।'
'লেফটেন্যান্ট,' পিছন থেকে ডাকল নিক—মুখ ফিরিয়ে তাকাল ডিকার, 'বুট-এর উত্তরে থাকলে ভয় নেই। জায়গাটা এখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে মাইল ছয়েক দূরে। বেশির ভাগই সমান জায়গা, মাঝে মাঝে গিরিপথ আর খাদ দেখতে পাবেন। আমার পরামর্শ মানলে ধারেকাছে যাবেন না ওগুলোর।'
'থ্যাংকস।'
চুপচাপ দাঁড়িয়ে লেফটেন্যান্টকে চলে যেতে দেখল দুজনে। ড্রিলের মাঠে রয়েছে যেন ডিকার, এমন ভঙ্গিতে পিঠ সোজা রেখে কুইক মার্চ করে চলে গেল। ঘোড়ার পিঠে অপেক্ষা করছে তার লোকেরা। কড়া রোদে এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে বিরক্ত হয়ে মাটিতে নাল ঠুকছে ঘোড়াগুলো।
কোন ফাঁকে গ্রিজলিও চলে গেছে, শানপাথরের কাছে নেই এখন সে। খানিক পরে দেখা গেল তাকে, সেনাবাহিনীর সারির সামনে। সারির মাঝামাঝি এক জায়গায় রয়েছে হগ মারটিন।
সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মুখ নামিয়ে বলল গ্রিজলি, 'হগের কী যেন হয়েছে। ঠোঁট-মুখ সব থেঁতলানো। ঠিকই হয়েছে, জানোয়ার...' জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে থেমে গেল, গালিটা আর দিলো না। হাত তুলে দুজনকেই 'সি ইউ' জানিয়ে চলে গেল।
সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় সৈন্যদের অনেকেই মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল জুলিয়াকে, কেউ 'সি ইউ', কেউ 'গুড ডে' বলল। হগ মারটিন আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখল।
সারির একেবারে শেষ ঘোড়াটার পিছনে সৈন্যদের অনুকরণে মার্চ করে এগিয়েছিল ডোনাল্ড, মায়ের সামনে এসে থামল। সামরিক কায়দায় মাকে স্যালুট করে আবার ঘোড়ার পিছু নিল।
'ডোনাল্ড, বেশি দূর যেয়ো না,' হুঁশিয়ার করল জুলিয়া।
'না, এই তো, ঝর্না পর্যন্ত।'
চলে গেল লোকেরা। ঘোড়ার খুরের ঘায়ে ওড়া ধুলোর মেঘ থিতিয়ে এলো ধীরে ধীরে।
তখনও দাঁড়িয়ে আছে জুলিয়া আর নিক।

BanglaBook.org

'জুলিয়া,' অবশেষে বলল নিক, 'আরো আগেই বলা উচিত ছিল...বলার চেষ্টাও করেছি...'

'আমি সব শুনেছি।'

'সত্যি বলছি, আমার কিছু করার ছিল না। পেছন থেকে পিস্তল তুলল...'

'আমি জানি, নিক...প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছি...বেচারা লুক। ভালভাবে মরার মানুষ ছিল না সে। ভীতু, দুর্বল...যাকগে, ওসব বলে লাভ নেই। মানুষের স্বভাব সহজে বদলায় না। জানো, এখানকার সৌন্দর্য কখনো তার চোখে লাগেনি। বাবা যে চোখে দেখত, আমি যেভাবে দেখি, সেভাবে সে কোনো দিনই দেখার চেষ্টা করেনি। আমি কিছু বলতে গেলে টিটকারি দিয়ে আরো নানা কথা শোনাত।'

'ওকে গুলি করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না...'

'জানি।'

ঝর্নার কাছে বনের কিনারে উবু হয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে মাটিতে কিছু দেখছিল ডোনাল্ড, মুখ ফিরিয়ে হাত নেড়ে ডাকল নিককে, 'দেখে যান। জলদি।'

এগোল নিক। দুধের বালতি রেখে জুলিয়াও পিছু নিল।

'কিসের পায়ের ছাপ?' আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল ডোনাল্ড।

'কাঠবিড়ালী। এই যে চারটে করে আঙুল, সামনের পায়ের ছাপ। আর এই পাঁচটা, এগুলো পিছনের।' বড় আরেক সারি পায়ের ছাপ দেখিয়ে নিক বলল, 'এগুলো ব্যাজারের। দেখে দেখে এগিয়ে যাও, দেখবে গিয়ে ইঁদুরের গর্তের কাছে শেষ হয়েছে। ইঁদুর ধরে খেয়েছে। এই যে, নখের দাগ দেখছ? সামনের পায়ের। ব্যাজারের পিছনের পায়ে নখ থাকে না, এই যে, এগুলো দেখো।'

ছাপ ধরে ধরে এগিয়ে গেল ডোনাল্ড।

সিগারেট বানানোয় মন দিলো নিক।

পাশে এসে দাঁড়াল জুলিয়া। 'নিক, ক্যালিফোর্নিয়ায় তোমার র‍্যাঞ্চ... ক্যালিফোর্নিয়া তো অনেক দূর।'

প্রশ্ন নয়। চুপ করে রইল নিক।

'ডোনাল্ড তোমাকে ভালোবাসে, নিক,' আবার বলল জুলিয়া।

বাতাসের সঙ্গে আলাপে রত হলো কটনউডের পাতা। দূর পাহাড়ের দিকে নিকের চোখ মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'অ্যাপাচিদের ভাষায়, 'ভালোবাসা' বলে কোনো শব্দ নেই। 'বিয়ে' বলেও কোনো শব্দ নেই। তারা বলে 'স্ত্রী-গ্রহণ।'

'মন্ত্র-টন্ত্র কিছু পড়ে না? কোনো রকম অনুষ্ঠান?'

BanglaBook.org

'উৎসব হয়, তবে মন্ত্রটন্ত্রের বালাই নেই। বরের বাহুতে হাত রেখে শুধু কনে বলে, সারা জীবনের জন্য। ব্যস, একে অন্যের হয়ে গেল ওরা।'
নিকের বাহুতে হাত রাখল জুলিয়া। লজ্জায় লাল হলো গাল। আরেক দিকে তাকিয়ে বলল, 'সারা জীবনের জন্য!'
গা ঘেঁষাঘেঁষি করে নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুজনে। এক হাতে জুলিয়ার কোমর পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে নিক। পিছনে কোরালে ঘোড়ার খুরের পা ঠোকার শব্দ হলো। মাছি জ্বালাতন করছে বোধ হয়।
ছুটতে ছুটতে ফিরে এলো ডোনাল্ড। ভীষণ উত্তেজিত। 'পেয়েছি! ঠিকই বলেছেন। ইঁদুর খেয়েছে। গর্তের মুখ খুঁড়ে বড় করে ঢুকেছিল ব্যাজারটা।' বলেই ঘুরে আবার ছুটল।
হাত ধরাধরি করে চত্বরে ফিরে এলো জুলিয়া আর নিক।
'এ জায়গা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না,' বলল জুলিয়া। 'লেফটেন্যান্ট কি জোর করবে?'
'হয়তো। তবে আমার জায়গাটাও খারাপ না। এখানকার চেয়ে বরং ভালোই বলা চলে। তা ছাড়া ওখানে কোনো গোলমাল নেই...মোহাকু তো আর চিরকাল বেঁচে থাকবে না।'
'তোমার আসার দেরি দেখে একবার চলে যেতে চেয়েছিলাম। মোহাকুর ভয়ে।'
'আমার জায়গা অপছন্দ হবে না তোমার। গাছপালা, ঘাস এখানকার চেয়ে বেশি। আসার সময় শুনে এসেছি, স্কুল নাকি হবে। সেটাও আমাদের বিবেচনার মধ্যে রাখা দরকার। ডোনাল্ডের কথা তো ভাবতে হবে।'
'ঠিক আছে।' মুখ তুলে তাকাল জুলিয়া। 'যাব, নিক...খারাপ লাগে শুধু বাবার জন্য। এখানে থাকবে...তাকে ছেড়ে...'
'ছেড়ে তো যাচ্ছ না।'
'মানে?'
'তিনি তো তোমার আর ডোনাল্ডের মাঝেই বেঁচে আছেন। কবরটা শুধু থাকছে, সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ তাঁর সমস্ত সত্তা। সন্তানের মাঝেই বেঁচে থাকে মানুষ। আমার মতে, ছেলে-মেয়ে রেখে যায় যে মানুষ, সে কখনও মরে না।'
'লেখাপড়া করলে তুমি বড় পণ্ডিত হতে, নিক,' জুলিয়ার চোখে শ্রদ্ধা। 'তাহলে, কখন যাচ্ছি আমরা?'
'এত তাড়াহুড়ো নেই। দেখিই না, কী হয়?'

BanglaBook.org

আঠারো

ডোনাল্ডের চিৎকার শুনে কেবিন থেকে বেরোল জুলিয়া আর নিক।
ছুটে আসছে ডোনাল্ড। উত্তেজিত।
পাথরে ওয়াগনের চাকার ঘষার শব্দ শোনা গেল। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ওটা। ধুলোর মেঘ উড়িয়ে ঢাল বেয়ে নামল উপত্যকায়। থামল। গ্রিজলি চালাচ্ছিল।
দৌড় দিলো নিক। পিছনে জুলিয়া আর ডোনাল্ড।
'মোহাকুকে দেখলাম,' চালকের আসন থেকে নামল গ্রিজলি।
ওয়াগনের ভিতর থেকে উঁকি দিলো লেফটেন্যান্ট ডিকার। রক্তাক্ত। 'কিছুই বুঝলাম না,' বিড়বিড় করল সে। 'চোখের পলকে ঘিরে ফেলল। শেষ করে দিতে পারত আমাদের, দিচ্ছিলও। হঠাৎ লড়াই থামিয়ে পালাল।'
পাঁজাকোলা করে ডিকারকে ওয়াগন থেকে বের করল গ্রিজলি। কী যেন একটা পড়ল মাটিতে। হেডব্যান্ড। চিনল নিক, মোহাকুর। 'মোহাকু!'
'মারা গেছে,' গ্রিজলি বলল।
'অ, এজন্যেই চলে গেছে। সর্দারের মৃত্যুকে অশুভ সঙ্কেত মনে করে ওরা।' জুলিয়ার দিকে তাকাল নিক। 'মোহাকু নেই। আর এখানে থাকতে পারব না আমরা। এবার যেতে হবে।'
কেবিনের দরজার পাল্লা খুলে ধরে রাখল জুলিয়া। ডিকারকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকল গ্রিজলি। বাংকে শোয়াল।
'অ্যাকোয়া সর্দার হবে এখন,' জুলিয়াকে বলল নিক, 'জলদি জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও।'
'নেব,' হাত তুলল জুলিয়া। 'কিছু ওষুধ আছে আমার কাছে। দেখি, লেফটেন্যান্টের কিছু করা যায় কি না...'
'থ্যাংক ইউ, মিসেস রবার্ট,' দুর্বল কণ্ঠে বলল ডিকার। 'আমি ভালোই আছি। দেখুন গিয়ে, আমার লোকদের কিছু করতে পারেন কি না। কারো কারো অবস্থা আমার চেয়ে কাহিল।' সামান্য কথা বলেই হাঁপিয়ে পড়ল সে।
'কিন্তু আপনার রক্ত পড়ছে...'
'পড়ছে। আমার চেয়েও বেশি পড়ছে ওদের। প্লিজ...' নিকের দিকে তাকাল ডিকার। 'ঠিকই বলেছিলেন। টোপ দেখিয়ে আমাদেরকে এখানে টেনে এনেছে মোহাকু। আমার লোকদের একটু দেখবেন, প্লিজ...' বেহুঁশ হয়ে গেল সে।

BanglaBook.org

লেফটেন্যান্টের শার্ট খুলে ফেলল নিক। এ সব সীমান্ত অঞ্চলে ডাক্তারের খুব অভাব, তারচেয়েও বেশি অভাব প্রয়োজনীয় ওষুধের। ফলে আদিম ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করতে হয় এখানকার মানুষকে।

'বোকার মতো ফাঁদে পা দিলো লেফটেন্যান্ট,' জানাল গ্রিজলি। 'সোজা গিয়ে পড়ল ইন্ডিয়ানদের খপ্পরে। কত মানা করলাম...যাকগে, যা হওয়ার হয়েছে। তবে বাহাদুরি দেখিয়েছে বটে লেফটেন্যান্ট, পিছু হটেনি। দেখছ না, তার সমস্ত ক্ষত সামনের দিকে।'

পানি গরম করে আনল নিক। কাপড় ভিজিয়ে সাবধানে মুছে ফেলল রক্ত। 'ওয়েস্ট পয়েন্টের সবাই এ রকম নাকি? খালি হিরো হওয়ার তালে থাকে।'

'মরে তো সে জন্যই।'

নীরবে কাজ করে চলল নিক। ক্ষত পরিষ্কার করে তাতে ভেষজ ওষুধ তৈরি করে লাগিয়ে দিলো, ইন্ডিয়ানদের কাছে তৈরি করতে শিখেছে এই ওষুধ। বেশ কাজ হয়, নিজের ওপরই প্রয়োগ করে দেখেছে অনেকবার।

অবশেষে সোজা হলো নিক। 'জলদি গিয়ে রেডি হতে বলো সবাইকে। জুলিয়ার একটা ওয়াগন আছে, ওটা আর ঘোড়া নিয়ে যাও। বেশি জখম যাদের, ঘোড়ায় চড়তে পারবে না, ওয়াগনে তুলে নাও। তাড়াতাড়ি করো। সময় নেই।'

'অ্যাকোয়া আসবেই?'

'আসবে।' দরজা খুলে ঘরে ঢুকল জুলিয়া। সে দিকে তাকিয়ে বলল নিক, 'আমাদের ওপর তার ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

উনিশ

পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে কাফেলা।

দূর থেকে মনে হয় ধূসর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এঁকেবেঁকে চলেছে মস্ত এক অজগর।

ঘামে ভেজা মুখ সৈনিকদের, নীল ইউনির্ফম ভিজে গেছে, তার ওপর আটকে যাচ্ছে বালি। কারো কারো পোশাকে খয়েরি দাগ–তাদের নিজেদের রক্ত তো আছেই, ইন্ডিয়ানদের রক্তও লেগেছে। খুব কমই আছে, যাদের নিজের শরীর থেকে রক্ত বেরোনোর কারণ ঘটেনি। পাথরে হোঁচট খেয়ে, উঁচুনিচু অসমতল পথে ঝাঁকুনি খেতে খেতে গড়িয়ে চলেছে ওয়াগনের চাকা, ইয়াও ইয়াও করে প্রতিবাদে মুখর হয়ে আছে সর্বক্ষণ।

ঘোড়ার পিঠে জিন মচমচ করছে। ঘামে আর রোদে কালচে হয়ে গেছে ঘোড়াগুলোর চামড়া। প্রচণ্ড গরম।

একে রোদ, তার ওপর কাপড়ের ঘাম-বালু, ভীষণ অস্বস্তিকর। ঠোঁট শুকিয়ে ফেটে গেছে অনেকেরই। মাঝেসাঝে গিরিপথ বা গিরিকন্দরের ছায়া থেকে বেরিয়ে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া, পরশ বোলাচ্ছে রোদেপোড়া শরীরগুলোতে।

মুখের ঘাম মুছে নিকের দিকে তাকাল সার্জেন্ট ক্যানারি। 'আসবে ওরা?'

'আসবে।'

'কখন?'

'আরো তিন-চার ঘণ্টা।'

'লেফটেন্যান্ট সুস্থ থাকলে ভালো হতো।'

জবাব দিলো না নিক। সার্জেন্টের অবস্থা বুঝতে পারছে। অফিসারের দায়িত্ব তার কাঁধে এখন, বড় বেশি বোঝা মনে হচ্ছে।

সারির পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়তে শুরু করল নিক। দ্রুত গিয়ে ঘুরে দেখে এলো পাহাড়ের কয়েকটা জায়গা। ইন্ডিয়ানদের চিহ্ন নেই। তবে সে নিশ্চিত, ওরা আসবেই। বেশি দেরি করবে না অ্যাপাচেরা। র‍্যাটল সাপের চেয়ে ভয়ানক সে, তবে ধৈর্য কম। ভালো যোদ্ধা, নিষ্ঠুর, কিন্তু চতুরতায় মোহাকুর ধারেকাছেও যায় না।

কাফেলার পিছনে ধুলোর লম্বা সারি। হবেই। এতগুলো লোক, যত সাবধানেই এগোক, চিহ্ন থাকবেই। তুমুল ঝড়ও সে-চিহ্ন মুছতে পারবে না।

BanglaBook.org

পিছনে পিছনে চলেছে এখন নিক। চঞ্চল দৃষ্টি। বারবার ডানে-বাঁয়ে আর পিছনে তাকাচ্ছে।

বিকেলের রোদে পুড়ে যেন তামাটে হয়ে গেছে নীল আকাশ। বালি পুড়ছে, পাহাড় পুড়ছে, গাছপালা পুড়ে পাতা চড়চড় করছে। শেষ হয়ে আসছে খোলা প্রান্তর, সামনে পাহাড়ের সারি।

এক জায়গায় খুদে একটা ডোবা পাওয়া গেল। মানুষ আর ঘোড়ার খাওয়ার পর এক বিন্দু পানিও আর অবশিষ্ট রইল না।

জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে লেফটেন্যান্ট। রিচমন্ডের কথা বলছে, পয়েন্টের কথা বলছে, বারবার তার প্রেমিকার নাম আউড়াচ্ছে।

পনেরো মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু হলো চলা।

বুকের ওপর ঝুলে পড়ছে শান্ত মানুষগুলোর মাথা, হয়তো ওই অবস্থায়ই ঘুমিয়ে পড়ত, কিন্তু ভয়াবহ বিপদের আশঙ্কা ঘুম কেড়ে নিয়েছে ওদের। টকটকে লাল চোখে অসহ্য জ্বালা, নাকের ভিতরটা খসখসে শুকনো।

বড় ওয়াগনটায় বেহুঁশ হয়ে আছে আহতদের কয়েকজন, কেউ কেউ লেফটেন্যান্টের মতো প্রলাপ বকছে। কাঁধের হাড় ভাঙা, মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা এক সৈনিক গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠল, তার সুখের দিনের গান। গানের কথাগুলো বেশ রোমান্টিক: প্রথম মাতাল হয়ে তার প্রেমিকার সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করেছিল কোনো এক যাযাবর কাউবয়, তারই বয়ান। রুক্ষ প্রকৃতি আর পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে গেল লোকটার বেসুরো কণ্ঠ। গানটা সংক্রমিত হলো অনেকের মাঝে, আহত সৈনিকের সঙ্গে ধুয়া ধরল তারা।

কিছুক্ষণ পরেই থেমে গেল গান। বিকেলের স্তব্ধ নীরবতা আবার যেন দশমণী পাথরের মতো চেপে ধরল সবাইকে। ঢিল পড়ল সতর্কতায়।

এই সময় গর্জে উঠল রাইফেল।

পাহাড়ের ঢালে যেগুলোকে এতক্ষণ মনে হয়েছিল নিস্প্রাণ পাথর, নিরীহ ঝোপ, আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের ছোঁয়ায় যেন জীবন্ত হয়ে উঠল সেগুলো। যে গিরিফাটলকে দেখে মনে হয়েছিল নিরাপদ, সেখান থেকেই ছুটে বেরোল অশ্বারোহী ইন্ডিয়ানদের দল, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হুল্লোড় করছে। সেই সঙ্গে অসংখ্য রাইফেলের কান ফাটানো গর্জন আর আহতের আর্তনাদে নরক হয়ে উঠল জায়গাটা।

গুলি করল নিক। পিছনে বাঁকা হয়ে গেল ঢালে দাঁড়ানো একজন অ্যাপাচির শরীর, মাথার ওপর উঠে গেল দুই হাত, রাইফেল খসে পড়ল। ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে নিচে পড়ল সে।

BanglaBook.org

হঠাৎ যেমন শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেল যুদ্ধ। কোলাহল স্তব্ধ। খানিক আগের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের স্বাক্ষর হিসেবে পড়ে আছে ধুলোবালি মাখা রক্তাক্ত কিছু লাশ। অ্যাপাচিরা গায়েব। ভোজবাজি যেন, এই আছে এই নেই।

আবার চলা।

খানিক পরে আবার গর্জে উঠল রাইফেল, পাহাড়ের দিক থেকে। আর্তনাদ করে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল একজন সৈনিক। মৃত।

ছোট পাহাড়, টিলাই বলা যায়।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল নিক। সার্জেন্ট ক্যানারিকে সৈন্যসারির এক মাথায় থাকতে বলে আরেক মাথায় নিজে রইল সে। দুদিক থেকে পাহাড়ের দুই পাশ দিয়ে এগোল যোদ্ধাদের 'দড়িটা', পুরোপুরি ঘিরে ফেলল পাহাড়টাকে।

অ্যাপাচি-সর্দারের বুদ্ধি কম। বোকার মতো জালে পড়ল ওরা। ফাঁদটা যখন বুঝতে পারল, দেরি হয়ে গেছে অনেক। সামনাসামনি লড়াই ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। বেরিয়ে এলো ওরা।

চেঁচিয়ে সার্জেন্টকে আদেশ দিলো নিক। সার্জেন্ট আদেশ দিলো তার সিপাইদের।

লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল দশজন সিপাই, উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে। অ্যাপাচিরা কাছাকাছি হতেই একসঙ্গে গুলি করল। পড়ে গেল সামনের আট-দশজন লোক। পিছনের লোকগুলো থামল না। গতিও কমাল না। ব্যূহ ভেদ করার প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা নিয়েছে ওরা। বেরোতে না পারলে এমনিতেও মরতে হবে।

মানুষ যখন মরিয়া হয়ে ওঠে, পর্বত-প্রমাণ বাধাকেও বাধা মনে করে না। ইন্ডিয়ানদের অনেকেই মরল, কিন্তু তাদের ঠেকিয়ে রাখা গেল না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পালাল বেশির ভাগই। পাশের আরেকটা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলো।

'ওটাও ঘিরে ফেলব?' পরামর্শ চাইল ক্যানারি।

'এবার গেলে আমারই ফাঁদে পড়ব,' জবাব দিলো নিক। 'এক কুমিরের ছানা দুবার দেখানো যাবে না।'

দুই দলে ভাগ হয়ে দুদিক থেকে আক্রমণ করল এবার ইন্ডিয়ানরা। আরও লোক এসে যোগ দিয়েছে ওদের সঙ্গে। হুড়মুড় করে নেমে এলো বানের পানির মতো।

ওয়াগনগুলোকে একটার সঙ্গে আরেকটা লাগিয়ে একটা বৃত্ত তৈরি করেছে সিপাইরা। তার আড়াল থেকে গুলি চালাল।

BanglaBook.org

একনাগাড়ে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে নিক। প্রতিটি গুলিই লক্ষ্যভেদ করছে।
কিছুক্ষণ পরেই রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাল অ্যাপাচিরা। দেখে তা-ই মনে হলো। কিন্তু নিক জানে, আবার আসবে ওরা। একজন শ্বেতাঙ্গকেও জীবিত রেখে যাবে না। আশেপাশের সমস্ত ইন্ডিয়ানদের মাঝে লড়াইয়ের খবর ছড়িয়ে পড়বে। দলে দলে আসবে। কতজনকে ঠেকাবে?
আধ ঘণ্টা পেরোল। ছড়ানো তামাটে আকাশ থেকে আগুন ঢালছে সূর্য। মুখ, গলা থেকে ঘাম ঝরছে অনবরত, চোখে ঢুকে জ্বালা ধরাচ্ছে। রোদে তপ্ত রাইফেলের ব্যারেলে হাত রাখা যায় না, এত গরম। অপেক্ষা করছে ওরা।
শত্রুকে অপেক্ষা করিয়ে রাখার মূল্য জানা আছে অ্যাপাচিদের। বসে থাকতে থাকতে অধৈর্য হয়ে পড়ে মানুষ, আর অধৈর্য মানেই অসতর্ক।
রাইফেলের গুলির শব্দ হলো একবার। বাদামি একটা দেহকে চকিতের জন্য চোখে পড়েছিল এক সৈনিকের, সঙ্গে সঙ্গে গুলি করেছে। পায়ে গুলি লেগেছে ইন্ডিয়ানটার, ছুটে পালানোর ভঙ্গিতেই বোঝা গেল।
ভারী হয়ে উঠল যেন নীরবতা। গরম বাতাসে একধরনের ঝিলিমিলি। কেশে উঠল একজন, বিরক্ত হয়ে মাছিকে পায়ের তলায় পিষে মারার চেষ্টা করল একটা ঘোড়া। তারপর আর কোনো শব্দ নেই।
ঘামে ভেজা হাতের তালু শুকানোর জন্য পিস্তলটা আরেক হাতে চালান করল নিক।
যার যার মতো আড়াল নিয়ে অপেক্ষা করে আছে সবাই।
এলো ইন্ডিয়ানরা। পাশের পাহাড়ের চূড়া পেরিয়ে ঢাল বেয়ে ছুটে এলো প্রায় পঞ্চাশজন। সামনের পাহাড়ে যারা লুকিয়েছিল, তারাও বেরোল। একসঙ্গে আক্রমণ চালাল দুদিক থেকে।
বাছা বাছা ছয়জনকে নিয়ে পিস্তল-বাহিনী বানিয়েছে নিক। পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জে গুলি চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দিলো সামনের ইন্ডিয়ানদের। অনেকে ধরাশায়ী হলো। বাকি যারা থাকল, তারা ব্যারিকেডের কাছে আসতেই চলল রাইফেলের কুঁদোর বাড়ি আর বেয়োনেটের খোঁচা।
পাহাড় বেয়ে নেমে এলো ইন্ডিয়ানদের অশ্বারোহী বাহিনী। গুলি খেয়ে পড়ল কয়েকজন। দশ-বারোজন ঘোড়া নিয়েই লাফিয়ে ঢুকে পড়ল ওয়াগন ব্যূহের ভিতরে। ভিতরের সৈন্যদের সঙ্গে তুমুল লড়াই বাধল।
বিশালদেহী এক যোদ্ধা ঘোড়ায় করে ছুটে এলো নিকের দিকে, হাতের বর্শা উদ্যত।
শেষ মুহূর্তে চট করে পাশে সরে গেল নিক, হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল বর্শাটা, মোচড় দিয়ে হ্যাঁচকা টান মারতে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে গেল

BanglaBook.org

লোকটা। গড়িয়ে গিয়ে মাথা তুলতেই চিবুক সই করে লাথি মারল নিক, তারপর গুলি করল মাথায়।

পাশেই আরেকটা ঘোড়াকে আর্তনাদ করে মাটিতে পড়তে শুনল ও।

ব্যূহের বাইরে রাইফেলের একটানা গর্জন বুঝিয়ে দিচ্ছে ইন্ডিয়ানরা আসছেই।

কনুইয়ে ভর দিয়ে কাত হয়ে ওয়াগনের ভিতর থেকেই পিস্তলের গুলি ছুঁড়ছে লেফটেন্যান্ট ডিকার। খানিক আগে ওই লোক প্রলাপ বকছিল, দেখে এখন মনেই হয় না।

মাটিতে আরেকজনের মাথায় পিস্তলের বাঁট দিয়ে বাড়ি লাগাল নিক, বিচ্ছিরি শব্দ করে খুলি ভাঙল।

এই সময় চোখের কোণে বর্শা দেখতে পেল নিক, তাকেই নিশানা করা হচ্ছে। ঝট করে ঘুরল ও। ধুলো আর ধোঁয়ার ভেতরে দেখা গেল অ্যাকোয়াকে, নাঙ্গা শরীর ঘাম, রক্ত আর ধুলোয় মাখামাখি, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে চেহারা, প্রেতপুরী থেকে বেরিয়ে আসা এক দানব যেন।

লাফ দিয়ে পাশে সরে কোনো মতে বর্শার আঘাত বাঁচাল নিক, কিন্তু অ্যাকোয়ার ঘোড়ার ধাক্কা ঠেকাতে পারল না। মাথা দিয়ে বুকে বাড়ি মেরে তাকে ফেলে দিল ঘোড়াটা।

গড়িয়ে সরে গেল নিক।

লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল অ্যাকোয়া। বর্শা চালাল নিককে সই করে, লাগলে বুক-পিঠ এফোঁড়-ওফোঁড় করে মাটিতে গেঁথে যেত বর্শার ফলা। লাগল না, তার আগেই গড়িয়ে সরে গেছে নিক। মাটিতে গেঁথে যাওয়া বর্শাটা শক্ত করে চেপে ধরে লাথি মারল অ্যাকোয়ার হাঁটুতে।

টলে উঠল অ্যাকোয়া, বর্শার হাতলে ঢিল হয়ে গেল আঙুল।

এই সুযোগে উঠে দাঁড়াল নিক। ঘুসি মারল অ্যাকোয়ার চোয়ালে। সামান্যতম সুযোগ না দিয়ে আবার ঘুসি মারল গলায়।

বর্শা থেকে খুলে গেল অ্যাকোয়ার আঙুল। আপনাআপনি হাত উঠে এলো গলায়। টলে পড়ে যাচ্ছিল, সামলে নিল। কিন্তু সোজা হতে সময় লাগল।

টান দিয়ে মাটি থেকে বর্শাটা তুলে নিলো নিক।

ছুরি বের করল অ্যাকোয়া। ধাঁ করে ছুটে এলো।

পাশে সরে গেল নিক। বর্শা চালাল।

অ্যাকোয়ার বুক দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরোল বর্শার ফলা। বড় বড় হয়ে গেল চোখ, বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। অস্ফুট একটা শব্দ করে পড়ে গেল মাটিতে।

BanglaBook.org

'মর তুই!' দাঁতে দাঁত চাপল নিক। 'এমন করেই মেরেছিলি আমার কুকুরটাকে...'

হঠাৎই থেমে গেল সমস্ত আক্রমণ। লড়াই বাদ দিয়ে অ্যাকোয়াকে ঘিরে দাঁড়াল কয়েকজন অ্যাপাচি। লাশটা তুলে নিয়ে চলে গেল।

ধীরে ধীরে থিতিয়ে এলো ধুলো, আহত আর মুমূর্ষুর গোঙানিতে বাতাস ভারী। চলতে শুরু করল আবার কাফেলা। শুরু হলো ওয়াগনের চাকার একঘেয়ে প্রতিবাদ। ছোট হয়ে এসেছে সৈন্যদের সারিটা, অনেক ঘোড়ার পিঠ এখন শূন্য। অনেকের মাথায় ব্যান্ডেজ।

নিকের পাশে চলে এলো সার্জেন্ট ক্যানারি। 'দারুণ মার দিয়েছি...কী মনে হয়? আবার আসবে?'

'না।'

'আর আসবে না?'

'দুই-দুইজন সর্দারকে হারিয়েছে ওরা, খুব অল্প সময়ে। আরেকজনকে নেতা বানিয়ে আসতে আসতে পোস্টে পৌঁছে যাব আমরা।'

'এই, তুমি নেমে এসে ওয়াগনে বসো তো,' ডাকল জুলিয়া, 'হাতটা বেঁধে দিই। বেশি রক্ত পড়ছে।'

কাছেই ছিল গ্রিজলি, নিকের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে চোখ টিপল। সরে গেল।

'ডোনাল্ড,' ঘোড়া থেকে নেমে রাশটা বাড়িয়ে দিলো নিক, 'তুমি চড়ো এটাতে। আমাদের পাশে পাশে থাকো।'

'ও পারবে ওই বুনোটাকে চালাতে!' বাধা দিলো জুলিয়া।

কিন্তু ততক্ষণে ডোনাল্ডকে পিঠে তুলে দিয়েছে নিক। 'কী বলো? ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌঁছতে পৌঁছতে পাক্কা ঘোড়সওয়ার হয়ে যাবে ও এবং আধা বন্দুকবাজ।'

বাঁধা শেষ করার পরও নিকের হাতটা ধরে বসে রইল জুলিয়া। ওয়াগনের চাকার ঘ্যানর ঘ্যানর, ঘোড়ার নালের খটখট, আর আহতের গোঙানি ছাপিয়ে বেজে উঠল ম্যানডোলিন। বাজানার সঙ্গে গলা মেলাল সৈন্যরা: সুইট বেটসি ফ্রম পাইক...

অনেক সময় পর। ঘুরে পাহাড়ের অন্য পাশে চলে এসেছে কাফেলা। পোস্টের প্যারেড গ্রাউন্ড চোখে পড়ছে। উঁচু দণ্ডের মাথায় পতপত করছে জাতীয় পতাকা। পশ্চিমে ছড়ানো সমভূমিতে কমলা রোদ, বিশাল এক পাহাড়ের ওপারে নামছে সূর্যটা, অস্তাচলে চলেছে। সাদা মেঘের গায়ে গোলাপি রঙ লাগছে।

BanglaBook.org

প্যারেড-গ্রাউন্ডে প্র্যাকটিস করছে সৈনিকরা। বেজে উঠল বিউগল। বোঝা গেল, কাফেলাটা দেখতে পেয়েছে ওরা।
সার্জেন্ট ক্যানারির কমান্ড শোনা গেল সারির সামনে থেকে। দেখতে দেখতে একটা সরল রেখায় পরিণত হলো সারিটা। ঘোড়ার পিঠে সোজা হয়ে বসেছে বিজয়ী সেনাদল, গর্বিত, উদ্যত শির।
জুলিয়ার ওয়াগনের পাশে পাশে চলেছে নিকের ঘোড়া। তাদের গন্তব্য আরও দূরে। কল্পনার জগতে ভাসছে নিক। চোখের সামনে ভেসে উঠল সদ্যকাটা খড়, ছোট্ট ছিমছাম বাড়ির চিমনির ধোঁয়া, গাছের তলায় ছায়া, মাঠে গোধূলির আলো। সেই আলো ফুরোল, সাঁঝ পেরিয়ে এলো শান্ত রাতের নীরব অন্ধকার, ঘুমন্ত ছোট্ট শিশুকে তার বাহুতে তুলে দিলো সুন্দরী এক মহিলা...
'বাবা, দেখো দেখো,' ডোনাল্ডের উত্তেজিত ডাকে চমক ভাঙল নিকের—তাকে বাবা ডাকতে শিখিয়েছে জুলিয়া, 'কত লোক! ওরা কি সবাই যোদ্ধা, বাবা?'
'হ্যাঁ, বাপ, ওরা সবাই যোদ্ধা,' জবাব দিলো নিক।
'আমি কি ওদের মতো হতে পারব?'
'নিশ্চয়ই পারবে।'

[বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে]

- সমাপ্ত -

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org